ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ৭তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩০ আশ্বিন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ১৬ যিলকদ্, ১৪৩২ হিজরি | ১৫ ঈখা, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ অক্টোবর, ২০১১ ঈসাব্দ

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক
প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**
207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.
Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon
Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

মনুষ্যত্ব ও মানবতার কেন্দ্রবিন্দু পবিত্র কাবাগৃহ

mPxc Î

পবিত্র কাবাগৃহ আদিকালে যেভাবে মানবতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল বর্তমানেও তেমনি চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণতার এ যাত্রাকালে খোদার এই পবিত্র গৃহই মনুষ্যত্ব ও মানবতার কেন্দ্র নির্ধারিত হওয়ার লক্ষ্য ছিল আর এজন্য নবীগণের নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাব স্থান রূপে বায়তুল্লাহ্‌কেই বেছে নেয়া হয়েছে. যাতে 'মানবতার সকল বৈশিষ্ট্য সমাহারকারী নবী' আর 'সম্মিলিত এক মানবজাতির কিবলা', দুটোরই সমাবেশ একই স্থানে ঘটে।

আল্লাহ্'র ঘর- পবিত্র কাবাগৃহ হলো কেন্দ্রবিন্দু আর আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে তোমাদেরকে এটারই প্রতিচ্ছায়া নির্মাণ করতে হবে অর্থাৎ অকৃত্রিম ভাবে একই ধাঁচে একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করতে একই ধরণের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পাক-পবিত্রতা সৃষ্টি করতে জায়গায় জায়গায় ছায়া কেন্দ্র খুলতে হবে, যে গুলো বায়তুল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবি হবে আর তা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যও হবে তা-ই, যা বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

'বায়তুল্লাহ্'-এর আশিস ও কল্যাণ দর্শনে জগৎ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে– আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যে সব ব্যক্তিবর্গ চূড়ান্ত কুরবানী দিয়ে থাকে এবং পার্থিবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র তাঁরই হয়ে যায় তাদের আমল বিনষ্ট হয় না বরং গৃহীত ঐসব আমলের উত্তম বিনিময়ে বর্ধিত কলেবরে তাদের ফললাভ হয় এবং তাদের বিনীত ও প্রেম-ভক্তিপূর্ণ কর্মের উৎকৃষ্ট পরিণতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আগমণকারী হাদীয়ে আলাম-বিশ্ব জগতের পথ প্রদর্শক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আধ্যাত্মিক প্রভাব ও পবিত্রকরণ শক্তির কারণে জগতের জাতিসমূহের মাঝে বিদ্যমান স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন অন্ত:করণের অধিকারী আত্মাগুলো প্রকৃতই 'উম্মতে মুসলেমা'-য় পরিণত হয়ে যাবে। রাসূল (সা.)-এর সম্বোধিতদের মধ্যে রয়েছে আরবীয়রা, তাদের সব দোষ ত্রুটি অপবিত্রতা ধূয়ে মুছে পরিষ্কার করা হবে। এভাবে তারা পাক পবিত্র হয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর শাফায়াতের ছায়াতলে আশ্রয় পেয়ে নিজেদের মহান স্রষ্টা ও আসল মালিকের দরবারে সমবেত হবে এবং জগতের 'পথ প্রদর্শক' হয়ে রাসূল (সা.)-এর উত্তম আদর্শ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর এই দোয়া ও এর অন্তর্নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী যা পূববর্তী কিতাবসমূহেও পাওয়া যেত তদনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা নবী আকরাম (সা.)-এর মাধ্যমে 'এক উম্মতে মুসলেমা' প্রতিষ্ঠা করেন।

খোদা চান- আধ্যাত্মিক যে তত্ত্ব-দর্শনের সাথে পবিত্র কাবাগৃহের ভিত নির্মাণের সম্পৃক্ততা রয়েছে, জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও যুবকেরা, পুরুষেরা ও নারীরাও ঐশী প্রজ্ঞাপূর্ণ সেই বিষয় বুঝে উঠুক, যাতে তারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে **উলুল আলবাব**- অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়। তারা যেন তাঁর আহ্বান, তাঁর প্রদত্ত নির্দেশাবলী ও উক্ত নির্দেশাবলীর গূঢ় রহস্য বুঝতে সক্ষম হয়ে যায় এবং ঐ পবিত্র অনুসারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের উপর আল্লাহ্ তাআলার সর্বপ্রকার করুণা ও কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে।

[হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.), নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলীফা]

১৫ অক্টোবর ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
৭ অক্টোবর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১১
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রদত্ত ঈদুল আযহার একটি খুতবা [৩ জানুয়ারী ১৯০৯]	১৭
ইসলাম ধর্মের অনুপম সৌন্দর্যের এক ঝলক মূল : হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়ার কেনবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ	২০
ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম অথবা ডিপোজিট পেনশন স্কীম ও পোষ্টাল সেভিং স্কীম সম্বন্ধে মুফতি সিলসিলাহ্‌র ফতওয়া	২৪
"নাম সর্বস্ব মৌলবীরা নন, ইসলামের সজীবতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর জামাতের সাথে সুসংবদ্ধ" "নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় নেতার স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বৃহত্তম মসজিদ উদ্বোধন"	২৫
যারা হজ্জে যেতে চান মাহমুদ আহমদ সুমন	২৭
আহমদী ছাত্রদের প্রতি হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) - এর জরুরি নির্দেশাবলী	২৮
বাংলার কিংবদন্তি **জার্মানীর প্রথম মিশনারী** খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী	৩০
কক্সবাজারে বাংলাদেশ এম,টি,এ টিম	৩২
সংবাদ	৩৩
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৫
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَ هُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۱﴾

৮১। আর তারা যখন তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন তারা গোপন সলাপরামর্শ করে[১৩৯৯-ক] (সেখান থেকে) সরে গেল। তদের বড় (ভাই)[১৪০০] বললো, "তোমাদের কি জানা নেই তোমদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নামে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিল? আর (এর) পূর্বে ইউসুফের প্রতি তোমরা যে অন্যায় অবিচার করেছিলে (তা স্মরণ কর)। অতএব আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত অথবা আল্লাহ্ আমার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত আমি কখনো দেশ ছেড়ে যাব না। আর বিচারকদের মাঝে তিনিই সর্বোত্তম।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَ مَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۲﴾

৮২। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, 'হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি এর বাইরে আমরা কোন সাক্ষ্য দিচ্ছি না আর অদৃশ্য (ঘটে যাওয়া) বিষয়ের ওপর আমাদের কোন হাতও ছিল না।

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩। অতএব আমরা যেখানে ছিলাম[১৪০১] সেই জনপদ (বাসীকে) এবং যাদের সাথে আমরা এসেছি সেই কাফেলাকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখতে পার এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।"

১৩৯৯-ক। নাজিয়া অর্থ : (১) গোপন, (২) কোন ব্যক্তি যাকে গোপন ব্যাপারে বিশ্বাস করা হয়, (৩) কারো সাথে গোপনে সলাপরামর্শ করা, (৪) গোপনে সলাপরামর্শের কাজ (আকরাব)।

১৪০০। বাইবেলের মতে তাদের চতুর্থ ভাই 'যুদা' বা ইহুদা' (সর্বজ্যেষ্ঠ রুবিন নয়) বেনজামীনকে ছেড়ে পিতার নিকট ফিরে যেতে অস্বীকার করলো। কুরআন করীমে 'কবীর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ বড় বা 'বয়োজ্যেষ্ঠ', 'আকবর' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যার অর্থ 'সর্বাপেক্ষা বড় বা সর্বজ্যেষ্ঠ'। অতএব যুদা বা ইহুদা ছিল ইয়াকুব (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র এবং হযরত ইউসুফ (আ.) এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাছাড়া কবীর অর্থ বড় বা জ্যেষ্ঠ, নেতা এবং সম্মানে বা মর্যাদায় বড় এবং শেষোক্ত অর্থেই এই আয়াতে শব্দটি (কবীর) ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এটা ইহুদাকে বুঝাচ্ছে, রুবিনকে নয়। পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) এর দৃষ্টিতে ইহুদা বা যুদা রুবিনের তুলনায় বেশী প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল (আদি-৪০ : ৮-১০)।

১৪০১। এই আয়াতে 'কারিয়া' (জনপদ) অর্থে জনপদবাসী আহলে কারিয়াকে বুঝায় এবং 'ঈর' (উটের কাফেলা) আসহাবুল ঈর-উটের কাফেলার লোকজনকে বুঝায়। আহ্‌ল এবং আসহাব শব্দদ্বয় উহ্য থেকে উদ্দেশ্যকে জোর দিয়ে বুঝাচ্ছে।

হাদীস শরীফ

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য হজ্জ ফরজ করেছেন

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, 'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।' এমন সময় হযরত আকরা বিন হারেস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি প্রত্যেক বছরের জন্য?' হুযূর (সা.) বললেন, যদি আমি হাঁ বলতাম তবে তা ফরয হয়ে যেত, আর যদি ফরয হয়ে যেত তাহলে কষ্টের কারণে তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে পারতেও না। হজ্জ একবার। যে তার অধিক করল, সে স্বেচ্ছামূলক নফল কাজ করল।' (আহমদ, নিসাঈ ও দারেমী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা,) বর্ণনা করেছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জ কিসে ফরয হয়?' হুযূর (সা.) জবাব দিলেন 'পথের পাথেয় এবং বাহনের নিশ্চয়তা থাকলে।' (তিরমিযী ইবনে মাজাহ)

হযরত আবু রজীন উকাইলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন! আমার পিতা অতিবৃদ্ধ। সে হজ্জ ও উমরাহ করার ক্ষমতা রাখে না এবং বাহনেও বসতে পারে না।' হুযূর (সা.) বললেন, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরাহ পালন কর।' (তিরমিযী আবু দাউদ ও নিসাঈ)

হযরত আসেম ইবনে সুলায়মান বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আনাস ইবনে মালেককে 'সাফা' ও 'মারওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি (রা.) বলেছিলেন, "(ইসলামের প্রারম্ভে) আমরা মনে করতাম এ দুটির মধ্যে 'তাওয়াফ' করা জাহেলী রেওয়াজ মাত্র। তাই আল্লাহ্ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, 'সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ' করা আল্লাহ্‌র নির্দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ অথবা উমরাহ্ করবে সে যদি এ দুটির তওয়াফ করে তবে তাতে তার গোনাহ্ হবে না" (বুখারী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, "ইসলামের প্রাথমিক যুগে লোকে মনে করত যে, হজ্জের সময় ব্যবসা করা পাপ। পরবর্তীতে এ আয়াত নাযেল হয়, 'তোমাদের জন্য কোন পাপ নয় যে, (হজ্জের দিনগুলোতে) তোমাদের নিজেদের প্রভুর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। (২ : ১৯৯) (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, "ইয়েমেনবাসীরা হজ্জ করত কিন্তু পাথেয় সঙ্গে আনত না এবং বলত, 'আমরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী।' কিন্তু যখন মক্কায় পৌঁছাত, তখন মানুষের নিকট ভিক্ষা চাইত। তখন আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেন, 'পাথেয় সঙ্গে লও, আর উত্তম পাথেয় হল তাক্‌ওয়া (অর্থাৎ অন্যের নিকট না চাওয়া)" (বুখারী)।

'হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জব্রত পালন কর।'

অমৃতবাণী

অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে মুসলমানগণ! অশুভ পরিণতির পথ বেছে নিও না। হে পুণ্যবানদের উত্তরসূরীগণ! তোমরা ইবলীসের হাতের ক্রীড়নক সেজো না। তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেন পবিত্রতা অবলম্বন করছো না? দেখ, খোদা বিভিন্ন ভাবে বান্দার নিকটে আসেন আর তাঁর অনুগ্রহ বহুমুখী। তাঁর সবচেয়ে মহান নৈকট্যের সময় যখন আসে তখন মানুষ জাগ্রত হয়। অবাধ্যরা ছাড়া বাকী সবাই তাঁর আবির্ভাবের সময় সচেতন হয়ে যায়। তত্ত্বজ্ঞানীরা ভালভাবে জানেন, খোদার প্রত্যেক অবতরণের একটি উদ্দেশ্য ও একটি উপলক্ষ্য থাকে। খোদার সবচেয়ে মহান বিকাশ বিদ্রোহীদের ছড়ানো অগ্নি নির্বাপণের লক্ষ্যে মানুষের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা সহকারে ঘটে থাকে। কিন্তু যারা মূর্তি পূজায় রত তারা তাঁকে অস্বীকার করে, গালি দেয় এবং কাফের আখ্যায়িত করে। এ যে এক স্বর্গীয় কল্যাণধারা তারা তা জানে না। যারা ভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও সন্দেহবাদীদের কথাকে ঘৃণা করে তাদের জন্য তা নিশ্চিত নিরাময়ের কারণ। অতএব আল্লাহ্ তাআলা যুগের রোগ-ব্যাধির নিরিখে তাঁদেরকে জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক প্রদান করেন, যার মাধ্যমে তারা প্রশান্তি লাভ করেন। সে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যেন একান্ত মোলায়েম ও সতেজ ফল এবং বহমান ঝর্ণা যা থেকে তাঁরা আহার ও পান করেন।

সারকথা হলো, মাহদী হলেন পাপের বন্যার মুখে সংশোধনকারী সংস্কারক আর সর্বশক্তি ও নিষ্ঠা উজার করা মানবকূল প্রভুর শিক্ষার প্রচারক। তাঁকে প্রতিশ্রুত মাহদী, যুগ ইমাম এবং বিশ্ব জগতের প্রভু আল্লাহ্‌র 'খলীফা' নাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রকাশ্য রহস্য যা আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, শেষ যুগে ইসলামের ওপর নানা বিপদাপদ নেমে আসবে এবং এক নৈরাজ্যবাদী জাতির উদ্ভব হবে যারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। তিনি তাঁর উক্তি 'প্রত্যেক উঁচু স্থান' দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তারা সব উর্বর ও পতিত ভূমির অধিপতি হবে এবং সব দেশ ও শহরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা পুণ্যবান এবং পাপীদের সব গোত্রের মাঝে সর্বত্র এক সর্বগ্রাসী কদাচার ছড়াবে। মানুষকে এরা বিভিন্ন ছল-চাতুরী এবং ধ্বংসাত্মক প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে। বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা রটনা এবং অপবাদ আরোপের মাধ্যমে ইসলামের চেহারায় কলঙ্ক লেপন করবে। সব দিক থেকে উপর্যুপরি অন্ধকার প্রকাশ পাবে। এর ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ভ্রষ্টতা, মিথ্যা এবং প্রতারণা বৃদ্ধি পাবে, ঈমান হারিয়ে যাবে, শুধু বড় বড় দাবী এবং বাহ্যিক চাকচিক্য বাকী রয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সোজা রাস্তা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবে আর সনাতন রাজপথ অজানা অচেনা লাগবে। তারা সঠিক পথ অবলম্বন করবে না, তাদের পা পিছলে যাবে এবং কু-প্রবৃত্তি তাদের ওপর রাজত্ব করবে। মুসলমানদের মাঝে অনেক মতভেদ ও শত্রুতা বিরাজ করবে এবং এরা পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। এদের মাঝে ঈমানের কোন জ্যোতি ও তত্ত্বজ্ঞানের কোন লক্ষণ অবশিষ্ট থাকবে না বরং এদের অধিকাংশ পশুবৎ বা নেকড়ে ও সাপের মত হয়ে যাবে যারা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। এ সবকিছু ইয়া'জুজ মা'জুজের প্রভাবে হবে। মানুষ পক্ষাঘাত কবলিত অঙ্গের মত বরং একেবারে মরার মত হয়ে যাবে।

অধুনা, মৃত্যু ও ভ্রষ্টতার সমুদ্র যখন উত্তাল, মানুষ উন্মাদের ন্যায় যখন তুচ্ছ পৃথিবীর পিছনে ছুটছে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী প্রভুর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে কোন বাহ্যিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁর পরম শক্তিমত্তা ও রবুবিয়তের (অর্থাৎ লালন পালনের বৈশিষ্ট্য) গুণে আদম সৃষ্টির আদলে এক অনুগত দাস সৃষ্টি করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নাম রেখেছেন আদম। অতএব আল্লাহ্ তাআলা আদম সৃষ্টি করে তাঁকে ঐশী বৈশিষ্ট্যাবলীর জ্ঞান দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁকে মাহ্‌দী নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁকে ভালমন্দের প্রখর বিচারশক্তি দান করেছেন। (সির্‌রুল খিলাফাহ্, পৃঃ ৫৮-৫৯ থেকে উদ্ধৃত)

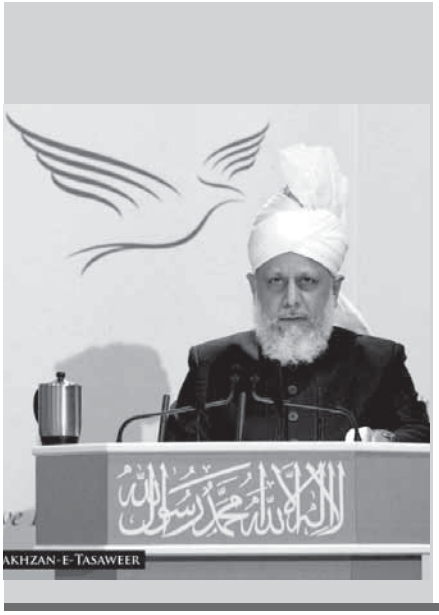

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল্ মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক নরওয়ের মসজিদ বাইতুন্ নসর-এ প্রদত্ত ৩০ অক্টোবর ২০১১-এর (৩০ তাবুক, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ آمين

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (সূরা আত্ তাওবা: ১৮)

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত নরওয়ে এই নয়নাভিরাম মসজিদের শুভ উদ্বোধনের সুযোগ পাচ্ছে, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। এই মসজিদ নির্মাণ-কাজে যেখানে এক দীর্ঘ সময় লেগেছে সেখানে কতক প্রতিবন্ধকতার কারণে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্যও আপনাদেরকে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশ্য এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটা বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র; নতুবা মসজিদ নির্মার্ণের সাথে এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের এমন কোন সম্পর্ক নেই যা না হলে মসজিদ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কাজেই আজ আমার এখানে আসা, জুমুআর নামায পড়ানো, খুতবা প্রদান, আল্লাহ্ চান তো সন্ধায় অতিথিদের সাথে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া মূলতঃ সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যা আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে নরওয়ে জামাতের এই মসজিদের আকারে করেছেন। কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাঁর আশিস ও কল্যাণসমূহ বর্ণনা করার নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন। এক মু'মিন বান্দার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয় তা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা যেন অধিক আশিস ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হতে পারি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ভাষা হবে, এখানে নামায পড়ে মসজিদ আবাদ করা। আক্ষরিক বা বাহ্যিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ভাষা হলো, অতিথিদের আগমন বা তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন বা তাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন, ইত্যাদি। তবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে মসজিদ আবাদ করার মাধ্যমে। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই দায়িত্ব পালন করাকে প্রতিদান বিহীন রাখেন না। আর এতো বেশি প্রতিদান দেন যে, এই জগতে মানুষ তা ধারণাও করতে পারে না। মসজিদকে আবাদ করার জন্য, মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য যারা মসজিদে যায়, এক হাদীসে তাদের বিষয়টি এভাবে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আতিথেয়তার উপকরণ সৃষ্টি করেন'।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মসজিদে আগমনকারীদের জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার ব্যবস্থা হচ্ছে, দৈনিক পাঁচবেলা আতিথেয়তার উপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। আর যে চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট বছর বা এরও অধিককাল জীবিত থাকে আর নামায আদায় করে, চিন্তা করুন! আল্লাহ্ তা'লা সেই অতিথির জন্য কিরূপ প্রস্তুতি রাখবেন, তা একজন মানুষের ধারণারও উর্ধ্বে। এই পার্থিব জগতে যদি আমাদের কোন প্রিয় অতিথি আসে, আমরা তার আসার সংবাদ শুনেই আতিথেয়তার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেই। অতিথির প্রতি ভালবাসা ও সম্পর্কের নিরিখে আতিথেয়তার সবার্ত্মক চেষ্টা করি। আমাদের সামর্থ সীমিত কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা– যাঁর সামর্থের কোন সীমা পরিসীমা নেই, যাঁর করুণা অসীম, যাঁর আতিথেয়তা অতুলনীয়; চিন্তা করুন! তিনি তাঁর ইবাদতকারী বান্দার জন্য আতিথেয়তার কতবড় আয়োজন করবেন। এটি মানুষের কল্পনাতীত। কাজেই এমন আতিথ্যের সুযোগ সন্ধানে সর্বদা আমাদেরকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আমি আশা করি, এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করবেন, ইনশাআল্লাহ্। এই দায়িত্ব পালন একদিকে যেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর করবে এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বানাবে সেখানে আপন-পর সবার অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগী রাখবে। যেন এক মু'মিন পারলৌকিক জান্নাতে আতিথ্যের বাসনায় এই জগতকে জান্নাতে রূপান্তরের চেষ্টা করে বা করে যেতে থাকে। আর যেভাবে আমি বলেছি, বাহ্যিক বা আক্ষরিক অর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশও আবশ্যক। এই বাহ্যিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সেই সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠনে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হবে যা এ জগতকেও জান্নাত প্রতিম করে তুলবে।

গত দু'দিনে রেডিও, টিভি ও বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। এ সময় তাদের প্রত্যেকেই অন্যান্য প্রশ্নের পাশাপাশি আগ্রহভরে এ কথাও জানতে চায় যে, 'মসজিদের উদ্দেশ্য কি? কি হবে এখানে? আপনার আবেগ ও অনুভূতি কি?' আমার উত্তর ছিল, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসার

প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে এই জগতকে জান্নাত সদৃশ বানানো, এক অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে জগতকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করাই এই মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য।

অতএব মসজিদ নির্মাণের পর এখানকার আহমদীদের– মসজিদের চারপাশে, এই শহরে, এই দেশে, ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি প্রসারের দায়িত্ব পূর্বের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে। প্রচার মাধ্যমের সাক্ষাৎকার নেয়া, পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন ইত্যাদির এই মসজিদ নির্মাণের ইতিবাচক উল্লেখ (যেভাবে আমি বলেছি) আরও অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, আর এমনটিই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে ত্যাগের প্রতিদান এভাবে দিয়েছেন যে, প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, আর জামাত ও মসজিদের উল্লেখ মোটের উপর ভালভাবেই হয়েছে।

কাজেই জাগতিক ক্ষেত্রে জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের কুরবানীর উল্লেখ পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে আর এই কৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অধিকতর পুরষ্কারাদীতে ভূষিত হয়। এক কথায় এটি কল্যাণের এমন এক পরিধি যা শুধুমাত্র আপন গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ঢেউসৃষ্ট বৃত্তের ন্যায় ক্রমপ্রসারমান থাকে। আপনি পানিতে পাথর বা কোন জিনিষ নিক্ষেপ করুন, দেখবেন একটা বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে, প্রথমে ছোট বৃত্ত, পরে বড় বৃত্ত, পরে আরও বড় এবং অধিক বিস্তৃত দেখায়। কিন্তু এই বৃত্তের সৌন্দর্য হলো, শেষ সীমায় পৌঁছেও তা শেষ হয় না বরং মানুষের জীবনে পুণ্যকর্ম অব্যাহত থাকলে এই বৃত্ত ক্রমপ্রসারমান থাকে। আর যখন মানুষের জীবনাবসান ঘটে তখন পরজগতে আল্লাহ্ তা'লা এতে আরও বিস্তৃতি দান করেন। অতএব এই মসজিদ তাদের জন্য অপরিসীম কল্যাণ ও আশিস বয়ে এনেছে যারা একে আবাদ করবে। আর প্রত্যেক সেই মসজিদ যা আমরা নির্মাণ করি তার এটিই উদ্দেশ্য, তার অশেষ কল্যাণ ও আশিস বয়ে আনা উচিত। এখন কল্যাণ ও আশিসকে লুফে নেয়া স্থানীয় লোকদের কাজ। যত যত্নের সাথে একে ঘরে উঠানোর চেষ্টা করবেন তত বেশি কল্যাণবারিতে সিক্ত হবেন, এ জগতে আর পরজগতেও। পবিত্র কুরআনে মসজিদ আবাদকারীদের উল্লেখ একস্থানে এ আয়াতে এসেছে, যা আমি তিলাওয়াত করেছি। এর অনুবাদ হলো, 'আল্লাহ্ তা'লার মসজিদ সে-ই আবাদ করে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে আর যথারীতি নামায পড়ে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এরা হিদায়াত প্রাপ্তদের অর্ন্তভূক্ত বলে গণ্য হবে' (সূরা আত্ তাওবা: ১৮)।

এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের শর্তটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে। ঈমানের মৌখীক দাবীই যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা ঈমান এবং মু'মিনদের কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ কাউকে মু'মিনে পরিণত করে না; যতক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন-সূলভ আচরণের চেষ্টা না করে। আরবের মরুবাসী বেদুঈনরা এসে বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'হে রসূল! তুমি বলে দাও, তোমরা ঈমান এনেছি বলো না, বরং বল, আমরা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি' (সূরা হুজুরাত:১৫)। ঈমানের লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আজ আমাদেরকে অমুসলিম আখ্যা দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা মুসলমান নও। অথচ আমরা সেই মানুষ, যারা আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আনুগত্যে যুগ ইমামকে মান্য করেছি এবং এই পরিপূর্ণ আনুগত্য আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান ও প্রকৃত মু'মিন বানিয়েছে। যদিও অন্যান্য মুসলমান ফিরকাগুলো আমাদেরকে অমুসলিম বলছে; কিন্তু এই আনুগত্যের ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নির্দেশমতে আমরাই প্রকৃত মু'মিন। আজ আহমদীদেরকে অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে কিন্তু কোনক্রমেই তাঁরা ঈমান থেকে বিচ্যুত হয় না; তাহলে প্রকৃত মু'মিন কে? আমরা– না কি অন্যরা? যারা কালেমা পাঠ করে আমরা তাদেরকে অমুসলমান বলি না। তবে আমরা অবশ্যই বলব, পবিত্র কুরআন কেবল তাকেই প্রকৃত মুসলমান আখ্যা দেয়, যে সকল অর্থে আনুগত্য করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করতে থাকে এবং প্রতিটি নুতন দিন তার ঈমানের দৃঢ়তার বাণী নিয়ে উদিত হয়। আমরা এমন চেষ্টাই করে যেতে থাকব, পুণ্যকর্মে অগ্রসর হবার চেষ্টা অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করব তাহলেই আমরা মু'মিন এবং খাঁটি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত হতে থাকবো।

কাজেই আমাদের মু'মিন বা প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য কোন মৌলভী, মুফতী বা কোন সরকারী সনদের প্রয়োজন নেই। আমরা কারো সনদের মুখাপেক্ষী নই আর আমাদের দরকারও হবে না। আমাদের ঈমানের উপর সীলমোহর লাগানো হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলার চেষ্টার কারণে। আমরা যতটা চেষ্টা করে যাব ততটা সীল লাগতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'একজন প্রকৃত মুসলমানের কর্ম যা তাকে পুরষ্কারের অধিকারী করবে, তা কেবল দু' একটি বা কয়েকটি পুণ্যকর্ম নয় বরং সকল পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেই সে প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে'।

অতএব আমাদের কেবল এতটুকুতেই উল্লসিত হওয়া উচিত হবে না যে, আমরা যুগ ইমাম তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি আর এটিই যথেষ্ট। অবশ্যই আমরা অন্য মুসলমানদের তুলনায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যে এক ধাপ এগিয়ে আছি। কিন্তু এ জীবন হল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং ঈমানের পথে এগিয়ে চলার বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নাম আর এটিই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ বলেন, ইবাদত কর এবং এ পথে এগিয়ে চল। অতএব একজন মু'মিন কোন একস্থানে স্থবির হয়ে যেতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন- তা থেকে কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ বলেছেন, একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। এমন ব্যক্তি, ধর্মের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই সেও এটি জানে, যার প্রতি গভীর ভালবাসা থাকে সে তাঁর জন্য কত কি-ই না করে। কাজেই একজন মুসলমান যখন ঈমানের দাবী করে তখন আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সবচেয়ে বেশী ভালবাসা থাকা উচিত। তাহলে পৃথিবীর ধন-সম্পদ, চাকচিক্য, পার্থিব ব্যস্ততা, স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন এ সবকিছু আল্লাহ্‌র ভালবাসার সামনে অতিতুচ্ছ হয়ে যায়। যখন এ অবস্থা হয় এবং হওয়া উচিত আর আল্লাহ্‌র জন্য এমন ভালবাসা সৃষ্টি হলে তাঁর ইবাদতও খাঁটি ইবাদত হবে এবং তখন তাঁর ইবাদতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। আর ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে আপনাদের এই মসজিদ বা আগামীতে আরো যত মসজিদ নির্মাণ হবে এবং অন্যান্য নামাযের কেন্দ্রগুলো আবাদ থাকবে, প্রকৃত

অর্থে ইবাদতকারী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। আমাদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসা থাকে তাহলে আমাদের সন্তানরাও এর প্রভাবে প্রভাবিত হবে। অনেকে সন্তানদের জন্য দোয়ার আবেদন করেন, কথা হলো– আমাদের সে রকম আদর্শবান হতে হবে তাহলেই সন্তানদের মাঝে এর প্রভাব পড়বে। বংশ পরম্পরায় এভাবে যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে তাহলে মসজিদগুলো আবাদ থাকবে। যেখানে আমরা নিজেদের মাঝে আল্লাহ্‌র ভালবাসা সৃষ্টি করবো সেখানে আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে খোদা প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করানো আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের এই বিরোধীরা এবং তাদের বিরোধিতা এমনিতেই অপমৃত্যুর শিকার হবে। কেননা বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করলে আল্লাহ্ সেই বান্দার প্রতি অধিক ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং তিনি তাঁর বান্দার অভিভাবক ও বন্ধু হয়ে যান। খোদা তা'লা যখন কারো অভিভাবক হন তখন এ সব সাময়িক বিরোধিতা তাঁর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

কয়েকজন বখাটে অথবা নাটের গুরুদের উস্কানীতে কতক অল্পবয়স্ক যুবক পাথর ছুড়ে মসজিদের কাঁচ ভাঙ্গে অথবা ময়লা-আবর্জনা ফেলে যায়; একদিন এরা হয়ত নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে এমন কাজ পরিহার করবে অথবা আল্লাহ্‌র সাথে আপনাদের সম্পর্ক দেখে তাদের মধ্যে যারা সৎপ্রবৃত্তির তারা আপনাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

কাজেই যেভাবে আমি বলেছি, এ মসজিদ নির্মাণই শেষকথা নয় বরং এরপর নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং আত্মবিশ্লেষণের ধারা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। স্বীয় খোদার সাথে ভালবাসার মান যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এজন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন যেন জগদ্বাসী জানতে পারে, খোদা তা'লার ভালবাসা অর্জনের লক্ষ্যে যারা ত্যাগ স্বীকার করে তারা কখনও ব্যর্থ হয় না। অতএব পাথর নিক্ষেপ করা বা আবর্জনা ফেলার ছোটখাট ঘটনা অথবা নারাবাজী খোদাপ্রেমীদের অগ্রগতি ঠেকাতে পারেনি এবং পারবেও না। কাজেই মসজিদ আবাদকারীদের প্রথম নিদর্শন হল, তারা খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিনের আরেকটি লক্ষণ হল, যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দিকে আহ্বান করা হয় তারা বলে, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا অর্থাৎ শুনলাম ও মানলাম। যারা سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এরাই সফলকাম। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে প্রদত্ত আদেশ শুনতেই মান্য করার প্রতিফল হল উন্নতি। এই শোনা ও মান্য করা সেসব বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যা করার বা না করার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআন বলে, আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমানত হলো, আপনাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব। মানুষের ওপর দায়িত্বভার অর্পিত হলে তা পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। আমানতও ঠিক তেমনই দায়িত্বভার যা আপনাদের স্কন্ধে অর্পন করা হয়েছে আর তা পালনের নির্দেশ রয়েছে। যদি কর্মকর্তা হয়ে থাকেন– তাহলে জামাতকে সময় দেয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে কর্তব্য পালন এবং জামাতের সদস্যদের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। একজন পদাধিকারী (ওহ্‌দাদার)– কোন জাগতিক কর্মকর্তা নন যে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে কাজ আদায় করবেন। বরং তিনি একজন খাদেম, হাদীসেও এসেছে, 'জাতির নেতা মূলত জাতির সেবক'। অতএব এ সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহলে যে কাজ বা আমানত আপনার স্বন্ধে অর্পণ করা হয়েছে আপনি তা বহনে সমর্থ হবেন। অনেকে আমার কাছে যখন এসে বলে, আমি এই এই পদে অধিষ্ঠিত তখন সাধারণত আমি তাদেরকে এ কথাই বলি, বলুন আমার প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অন্যরা কর্মকর্তা বা ওহ্‌দাদার বলতে পারে কিন্তু মানুষের নিজের উচিত নিজেকে সেবক মনে করা। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তিনি আপনাকে সেবা দানের সুযোগ দিয়েছেন। কেননা পদ বললে চিন্তাধারার বিকৃতি ঘটে। এক প্রকার দম্ভ চলে আসে। অফিসার অফিসার ভাব মাথায় জাগে। অথচ জামাতের একজন পদাধিকারী বা কর্মকতা কেবল জামাতের একজন সেবক বৈ কিছু নয়। যখন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্ব পালন করবেন তখনই খিলাফতের অর্থাৎ যুগ খলীফার প্রকৃত সাহায্যকারী হতে পারবেন। (অপর পক্ষে) কর্মকর্তাদের সম্মান করা জামাতের সদস্যদের জন্য আবশ্যকীয় আর এটি শুধুমাত্র খিলাফতের সাথে সম্পর্কের কারণে তারা করে থাকেন। জামাতের সদস্যদের এবং কোন কর্মকর্তার আদেশকে অমান্য করে তারা যুগ খলীফাকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না। অতএব সকল স্তরের কর্মকর্তাকে যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক কর্মকর্তার চালচলন আর ইবাদতের মান অন্যদের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত, একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা উচিত।

লাজনার ওহ্‌দাদার বা কর্মকর্তারা রয়েছেন। তাদের জন্য কুরআনের নির্দেশাবলীর একটি হল, পর্দার বিষয়ে সচেতন হওয়া। অন্যথায় তারা ন্যস্ত আমানত সংরক্ষণ করছেন না বলে গণ্য হবেন। অন্যান্য আদেশ তো আছেই, তবে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের জন্য একটি বর্ধিত নির্দেশ হল পর্দা। নরওয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন সময় আমার কাছে পর্দার ব্যাপারে অভিযোগ আসে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) একবার কঠোরভাবে সতর্ক করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও বুঝাতেন। কিন্তু আপনারা যারা কর্মকর্তা; আপনাদের পর্দার মান যদি এখনও ঠিক না থাকে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় আর কোনরূপ আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এই অজুহাতে পরস্পরের ঘরে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করা এবং আড্ডা দেয়া যে অমুক আমার কথিত ভাই, চাচা বা মামা তাই পর্দার কোন প্রয়োজন নেই। এ ধরনের কৃত্রিম সম্পর্ক গড়তে কুরআন বারণ করেছে এবং একজন মু'মিনকে তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দেয় যে, তোমাদের জন্য পর্দা এবং হিজাব আবশ্যক। লজ্জা তোমাদের ভূষণ। কাজেই প্রত্যেক স্তরের লাজনা কর্মকর্তা তা সে হালকারই হোক বা শহরের বা কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা হোক, যদি কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে পর্দা করেন এবং নিজেদের চালচলন ইসলামী শিক্ষাসম্মত করেন তাহলে একটি বড় অংশ– অন্যদের জন্য, নিজেদের সন্তান-সন্ততির জন্য এবং নিজেদের সমাজের জন্য উত্তম আদর্শে পরিণত হবেন। একজন লাজনা কর্মকর্তার দায়িত্ব তখনই পালিত হবে যখন সে অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি পর্দার দায়িত্বও পালন করবে। অনেকের পর্দার অবস্থা মোলাকাতের সময় আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের নেকাব দেখে বুঝা যায় দীর্ঘদিন পর তা বের করা হয়েছে এবং তা পরতেও তাদের অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই একজন কর্মকর্তা এবং একজন সাধারণ আহমদী মহিলা উভয়ের জন্য স্ব-স্ব আমানতের সংরক্ষণ আবশ্যক। নিজেদেরকে আধুনিক মনে করে এমন কতক মানুষ আজকাল বলেন, এখন আর পর্দার কোন প্রয়োজন নেই, এটি সেকেলে ব্যাপার। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের কোন নির্দেশই

সেকেলে নয়। এটি বিশেষ কোন যুগ বা বিশেষ কোন লোকদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আহমদী নারী-পুরুষরা খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসার সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা ব্যক্ত করেন। যেখানে মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে খিলাফতের ধারা বহমান থাকার উল্লেখ করেছেন সেখানে একে সৎকর্মশীলতা এবং ইবাদতের সাথে শর্তসাপেক্ষ করেছে। সূরা নূরে যেখানে এই আয়াত আছে তার দুই আয়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এই দাবী করো না যে, আমি হেন করবো তেন করবো বরং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর। এমন আনুগত্য কর যা সর্বজনবিদিত। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের অধীনে যা তোমাকে বলা হয় এমন সকল বিষয়ের আনুগত্য কর। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর উপদেশাবলী যখনই উপস্থাপন করা হয় সাথে সাথে তা পালন কর। এ ব্যাপারে আমি অনেকবার স্পষ্ট করে বলেছি।

তাই পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের উচিত নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা, ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি করার চেষ্টা করা–এছাড়া মহিলাদেরকে যে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাও মেনে চলা উচিত। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করতে চাই, পর্দা করা বা নিজেদেরকে ঢেকে রাখার নির্দেশ যদিও মহিলাদের দেয়া হয়েছে কিন্তু দৃষ্টি সংযত রাখা এবং অবাধ মেলামেশা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরং নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখার আদেশ প্রথমে পুরুষদের দেয়া হয়েছে তারপর নারীদের; পুরুষরা যেন বলগাহীনভাবে যত্রতত্র তাকিয়ে না বেড়ায় ।

এরপর ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগও আমানতের অন্তর্গত; এটি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আতের অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এটিও অনুধাবন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, যার উপর যে আমানতের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে সে সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা ভালো কাজে অহংকার পরিহার ও বিনয়ী হওয়ার প্রতিও মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ সমস্যা এবং ঝগড়া-বিবাদ অহংকার ও বড়াইয়ের জন্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি মানুষ তার নিজের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিত তাহলে সবসময় তার বিনয়ী ভাব প্রকাশ পেত আর মানুষ নিজেই এটি সবচেয়ে ভালভাবে যাচাই করতে পারে। অন্য কেউ বললে অনেক সময় রাগ ধরে আর মানুষ ক্ষেপেও যায়। কিন্তু মানুষ যদি আত্মপর্যালোচনা করার অভ্যাস গড়ে তোলে তাহলে এটিই সবচেয়ে ভালো রীতি হবে। আর এই পর্যালোচনা করতে হবে সততার সাথে, কুরআনের আদেশ-নিষেধকে সামনে রেখে। যদি খোদাভীতি থাকে আর প্রকৃতপক্ষেই প্রত্যেক আহমদীর মাঝে খোদাভীতি রয়েছে– শুধুমাত্র বিবেককে জাগ্রত করলেই এই পর্যালোচনা সহজে করা সম্ভব। তাই পবিত্র কুরআন পড়ার সময় আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

এই স্বল্প সময় আমার পক্ষে সকল আদেশ-নির্দেশের খুঁটিনাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেকের উচিত আত্মবিশ্লেষণ করা আর এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক বাড়ীতে নিয়মিত কুরআন পাঠ করা হবে, তা বুঝার চেষ্টা করা হবে আর এর শিক্ষা বাস্তবায়নের চেষ্টা থাকবে। শিশু সন্তানদের তদারকি করতে হবে– তারা নিয়মিত নামাযের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে কিনা, কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে কিনা। প্রত্যেক আহমদী যে ঈমান আনার অঙ্গীকার করে তার স্মরণ রাখা উচিত, ঈমান আনার অঙ্গীকার তখনই সঠিক বলে প্রমাণিত হবে যখন পরকালের প্রতিও তার বিশ্বাস থাকবে। আর যদি এই বিশ্বাসও থাকে যে মৃত্যুর পরেও একটি জীবন আছে যেখানে এ জগতে কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যেখানে চূড়ান্ত মিমাংসা হবে এবং যেথায় শাস্তি আর পুরস্কারেরও ফয়সালা হবে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ আবাদকারীদের এই বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন, পরকালের প্রতিও তাদের বিশ্বাস থাকে আর মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং শাস্তি আর পুরস্কারকেও তারা সত্য জ্ঞান করে। আর যখন সে তা সত্য মনে করে তখন সে মসজিদে ইবাদতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য আদেশ-নিষেধ মেনে চলারও চেষ্টা করতে থাকে যেন ঐশী কল্যাণরাজি ও পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হতে পারে। মানুষের যদি এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, পরকালে তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে মানুষ বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হবে। পূর্ণ মনোযোগের সাথে খোদা তা'লার ইবাদত করবে। হাদীসে এসেছে, সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নামায। বিশ্বাসীদের জামাত যখন নামাযের জন্য সমবেত হয়, তখন তাদের মাধ্যমে খোদা তা'লার এক ও অদ্বিতীয় হওয়া যেমন ঘোষিত হয়, সেখানে পরস্পরের মঙ্গলকামনা, জামাতের সাথে সংশ্লিষ্টতা এবং ঐক্য ও সংহতির বহিঃপ্রকাশও ঘটে। এছাড়া সেসব সৎকাজের প্রতিও দৃষ্টি যায় যা খোদা তা'লা বা বান্দার অধিকার প্রদানের সাথে সম্পর্ক রাখে।

আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচারের দায়িত্ব পালন এবং সৃষ্টির অধিকার প্রদানের জন্য যেহেতু সর্বদা উপকরণ প্রয়োজন তাই মসজিদ সমূহ্ আবাদকারীদের বিবরণ দিতে গিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন, তারা যাকাত দেয়, আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে, সম্পদ নিজেদের হাতে গচ্ছিত রাখে না বরং ধর্ম ও সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে তা থেকে ব্যয় করে। এখানে যাকাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র নামায প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাধারণত আর্থিক কুরবানীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে– যাতে ধর্মীয় চাহিদা পূরণ হয়, আবার অভাবী ও বঞ্চিতদের অভাবও মোচন হয়।

কাজেই তারাই মসজিদ সমূহ্ আবাদ করে থাকে যাদের ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। তাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার ভয় থাকে। খোদা তা'লার প্রতি এ ভালবাসা ও ভয় তাদেরকে সৎকাজে অধিক উৎসাহী করে। এরাই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এদেরকেই আল্লাহ্ তা'লা হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লার করুণায় নরওয়ে জামাত বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং 'মসজিদে নসর' এর জন্য নরওয়ে জামাত প্রায় 'একশত চার মিলিয়ন' ক্রোনে সংগ্রহ করেছে। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্র কিছুটা ব্যয় বহন করেছিল, বাকী অর্থ (নরওয়ে) জামাত বহন করেছে। যেমন আমি প্রারম্ভে উল্লেখ করেছি, এতে দীর্ঘ সময় লেগেছে– কারণ পূর্বে এদিকে মনোযোগ কম ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে আমি যখন এদিকে জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করি, সাথে সাথে তাঁদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। তখন কেউ তাঁর বাড়ী বিক্রি করে ওয়াদা পূর্ণ করল আর আমাকে লিখে জানাল, আমি ওয়াদা পূর্ণ করেছি। কেউ নিজের গাড়ী বিক্রির টাকা মসজিদের খাতে দিয়ে দেয়, আবার কেউ আল্লাহ্ তা'লার ঘর নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কাজ করেছে যেন যত বেশি সম্ভব এ খাতে চাঁদা দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের নারীরাও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমনও অনেকে আছেন যারা তাঁদের কোন কোন

ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানীকারীর ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভুত কল্যাণ দান করুন। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন, তাদের ব্যবসা লাভজনক হোক– এই দোয়াই করি।

আমি আশা করি, এসব কুরবানী এই মনোভাবের সাথে করা হচ্ছে যে, আমরা মসজিদ আবাদ করব। সেভাবে আবাদ করব যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে, নিজের ভেতর আল্লাহ্ তা'লার ভয় সৃষ্টি করে, মানুষের অধিকার প্রদানের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে, সৎকর্মের সঠিক মান অর্জন করে এবং নিজের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের মধ্যেও মসজিদ ও খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। একইভাবে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর যে নিষ্ঠবান প্রেমিককে প্রেরণ করেছেন তাঁর হাত শক্তিশালী করে, তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার পূর্ণ চেষ্টা করে, এ বাণী যথাযথভাবে পৌছানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং তবলীগের কাজে মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে।

কাজেই যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এই মসজিদ আমাদের ওপর এক মহান দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। মসজিদ বানিয়ে আমরা বিশাল দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছি। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে খোদা তা'লার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এমনটি যেন কখনো না হয় আল্লাহ্‌র কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে ।

নরওয়েতে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণ যেখানে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় সেখানে চিন্তার বিষয়ও বটে। প্রত্যেক আহমদী এ চেতনাকে সামনে রেখে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলী পালন করবেন– আল্লাহ্‌র কাছে এ দোয়াই করি। বিশাল অংক ব্যয়ে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, একে সুশোভিত করা হয়েছে, কেউ লক্ষ লক্ষ ক্রোনে খরচ করে কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছেন। কেউ আবার লক্ষ ক্রোনে খরচ করে আসবাবপত্র বানিয়ে দিয়েছেন গোটা মসজিদ কমপ্লেক্সের জন্য। এসব ব্যক্তিবর্গের এই ত্যাগ যেন একবারকার কুরবানী না হয় বা একবার ত্যাগ স্বীকার করেই তারা যেন আনন্দে আত্মহারা না হন। শুধু সুন্দর-সুন্দর আসবাপত্র ও সাজসজ্জাকেই যথেষ্ট মনে করবেন না বরং এর প্রকৃত সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করুন যা পাঁচ বেলার নামাযের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে মসজিদ নির্মাণের কথা হচ্ছিল তখন তিনি (আ.) বললেন, 'মসজিদের মূল সৌন্দর্য অট্টালিকার মাঝে নয় বরং ঐ সকল নামাযীর সাথে এর সম্পর্ক যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে; নতুবা এ সকল মসজিদ পরিত্যক্ত পড়ে আছে। (ঐ যুগে পরিত্যক্ত ছিল) মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছোট ছিল, খেজুর পাতার ছাউনি ছিল এমনকি বৃষ্টির সময় চাল দিয়ে পানি পড়তো। মূলতঃ মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত'।

তিনি (আ.) বলেন, 'মহানবী (সা.)-এর যুগে দুনিয়ার কীটরা একটি মসজিদ বানিয়েছিল কিন্তু খোদা তা'লার নির্দেশে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঐ মসজিদের নাম ছিল 'মসজিদে যিরার' অর্থাৎ কষ্টদায়ক মসজিদ। এ মসজিদকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। মসজিদ সম্পর্কে নির্দেশ হলো, তাক্বওয়ার লক্ষ্যে যেন তা বানানো হয়'।

কাজেই এই তাক্বওয়া বা খোদাভীতিই আমাদেরকে নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে আর এ প্রত্যাশাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার ব্যক্ত করেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, 'পবিত্র কুরআন খোদাভীতিরই শিক্ষা দেয় আর এটিই এর আসল উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ এটিই কুরআনের মূল উদ্দেশ্য)। যদি মানুষ তাক্বওয়া অবলম্বন না করে তাহলে তার নামাযও বৃথা বরং তা দোযখের চাবিকাঠিও হতে পারে'।

তিনি (আ.) বলেন, যদি তাক্বওয়া না থাকে তাহলে নামায অর্থহীন। বরং সেই সকল নামায দোযখের পানে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে। অতঃপর তিনি বলেন, 'সবকিছুর মূল হচ্ছে তাক্বওয়া ও পবিত্রতা। এর মাধ্যমে ঈমানের সূচনা হয় এবং এর দ্বারাই এতে পানি সেঞ্চন হয়'।

তাক্বওয়ার মাধ্যমেই ঈমান লাভ হয় এবং খোদাভীতির ফলেই ঈমান বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যেভাবে পানি সেঞ্চনের মাধ্যমে চারাগাছকে শক্তি যোগানো হয় তদ্রুপভাবে তাক্বওয়াও ঈমানকে দৃঢ় করে এবং প্রবৃত্তির অবাধ্য প্রবণতা প্রশমিত হয়। খোদা তা'লা তাক্বওয়ার জন্যই এ জামাতকে সৃষ্টি করেছেন। (এটি মহান দায়িত্ব যা তিনি আমাদের প্রতি অর্পণ করেছেন) কেননা তাক্বওয়ার ময়দান একেবারেই শূন্য। তিনি (আ.) বলেন, 'যে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি অবলম্বন করে সে আমাদের সাথে আছে'।

কাজেই সর্বদা আমাদেরকে এটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, বয়'আতের অঙ্গীকার রক্ষা করে আমাদের সেই নামায আদায়ের চেষ্টা করা উচিত যা তাক্বওয়াতে প্রতিষ্ঠিত থেকে আদায় করা হয়। আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে একমাত্র আহমদীরাই সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই বয়'আতের দাবী করার পরও যদি আমরা তাক্বওয়ার শূন্য ময়দানকে পূর্ণ করার চেষ্টা না করি তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে পারব না। যেমন কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাক্বওয়া সৃষ্টির লক্ষ্যেই খোদা তা'লা এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দান করুন। শির্‌কের কেন্দ্রস্থল, এ সকল দেশে আমরা যদি তাক্বওয়া অবলম্বন করে নিজেদের দায়িত্বসমূহ পালন না করি, বয়'আতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হই, তাহলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে ধৃত হওয়ার যোগ্য হবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা করুন আর আমাদেরকে তাঁর সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের প্রতি তাঁর স্নেহের দৃষ্টি থাকে।

আমি এখানে মসজিদ 'নসর'-এর নির্মাণ এবং নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হওয়া সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। মোট জমির আয়তন হচ্ছে, নয় হাজার পাঁচশত তেষট্টি বর্গমিটার আর মসজিদের প্লটের আয়তন হচ্ছে সাত হাজার সাতশত উনষাট বর্গমিটার। পুরুষদের জন্য নির্ধারিত নামাযের স্থান হচ্ছে আটশত আশি বর্গমিটার বিশিষ্ট আর প্রায় চৌদ্দশত মুসল্লির এতে সংকুলান ব্যবস্থা আছে। গ্যালারীর আয়তন হলো দু'শত আটানব্বই বর্গমিটার, যেখানে আরো পাঁচশত ব্যক্তির নামায পড়ার মত স্থান রয়েছে। মহিলাদের নামায কক্ষে আটশত পঞ্চাশ জন নামাযীর সংকুলান রয়েছে। নীচে একটি হল নির্মাণ করা হয়েছে যা সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল আর তা দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত ছিল পরবর্তী নির্মাণের অপেক্ষায়। এতেও আটশত পঞ্চাশ জন নামাযীর ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে মিশন হাউজে মিশনারীর একটি বাসগৃহও আছে, এতে মাশাআল্লাহ্ তিনটি শয়ন কক্ষ, বৈঠকখানা, সমস্ত ঘরই সাজানো-গোছানো। অনুরূপভাবে মসজিদ বায়তুন্ 'নসর'-এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, সর্বসাকূল্যে এতে দু'হাজার দু'শত পঞ্চাশ জন মুসল্লি একত্রে নামায পড়তে পারবেন। একইভাবে নীচে যে হল রয়েছে এর ছাদ টেরেস হিসেবে ব্যবহৃত

হচ্ছে। আবহাওয়া যদি ভালো থাকে আর নামাযীর আধিক্য হয় তাহলে প্রায় আটশত থেকে এক হাজার মুসল্লি এখানেও নামায পড়তে পারবেন। মসজিদের মিনারের উচ্চতা হচ্ছে একুশ মিটার। গম্বুজের উচ্চতা পাঁচ মিটার। এখানে একটি লাইব্রেরীও আছে, কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-সংগঠন সমূহের অফিসও আছে। একইভাবে মসজিদে লাজনার বা মহিলাদের নির্ধারিত অংশে তাদের জন্য একটি পৃথক লাইব্রেরী এবং অফিসও রয়েছে, মাশাআল্লাহ্ অনেক বড় এবং প্রশস্ত পাকশালা আছে। দীর্ঘ সময় থেকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছিল না, কাউন্সিলের সাথে বুঝাপড়া চলছিল। এক দিকের সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে মতানৈক্য ছিল কিন্তু মানুষের সুবিধার্থে, জন-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেটি ফুটপাত সহ জামাত বানিয়ে দিয়েছে। মোটকথা যেভাবে আমি বলেছি, সর্বমোট একশত চার মিলিয়ন ক্রোনে (দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ স্থানীয় মুদ্রা) খরচ হয়েছে। অসলো বিমানবন্দর যাওয়ার পথে মূল সড়কের পার্শ্বে আমাদের মসজিদটি অবস্থিত। শহরে যাওয়া আসায় সময় এটি দেখা যায়, এর দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। এটি ই-সিক্স মটরওয়েতে অবস্থিত। এ সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন আশি হাজার যানবাহন চলাচল করে। এখানে পাতাল রেল সার্ভিস এবং বাস সার্ভিসও রয়েছে। বলা যায় আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই জায়গা দান করেছেন। এখানকার আহমদীরা মোটের উপর এটি নির্মাণে যে উচ্ছাস ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন খোদা করুন একই আবেগ ও নিষ্ঠা যেন এর আবাদ করার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। করুন। এ মসজিদ অত্রাঞ্চলের মানুষের হৃদয় দুয়ার খোলার মাধ্যম হবে এ দোয়াই করি। মোটের ওপর স্থানীয়রা আনন্দিত কিন্তু যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এ অঞ্চলের মুসলমান বসতি–মোল্লাদের অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক অপবাদের কারণে জামাতের বিরোধিতায় সীমাতিক্রম করছে। সেকারণে যেভাবে আমি বলেছি, এ মসজিদ নির্মাণের সময় এখানে ভাঙ্গচুরের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকি এবং করতে থাকব ইনশাআল্লাহ্। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সাথে সম্পর্কের দাবীকারীদের (মুসলমানদের) জন্য দোয়া করে যাব। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সোজা পথের পানে পরিচালিত করুন এবং তাদেরকে সত্যপথের দিশা দিন। অমুসলমানরা এতে (মসজিদ নির্মাণে) আনন্দিত কিন্তু আমরা তখন আনন্দিত হব যখন তাদের হৃদয় ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাকে গ্রহণের জন্য উন্মোচিত হবে। কিন্তু এই বাণী প্রচার এবং বিস্তৃত করার জন্য আমাদেরকে পুর্ণোদ্যমে চেষ্টা করতে হবে, জগদ্বাসীকে জানাতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'যে স্থানে ইসলাম সম্বন্ধে মানুষের ধারণা নেই সেখানে একটি মসজিদ বানিয়ে দাও তোমাদের পরিচিতি আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়বে'। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় এ মসজিদ প্রমাণ করছে যে, এদেশে আহমদীয়াতের পরিচিতি বাড়ছে। এ দেশের মানুষকে আমাদের জানাতে হবে, মসজিদ হল সেই স্থান–যেখানে এক অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করা হয় আর আল্লাহ্‌র খাঁটি উপাসনাকারী কখনোই তাঁর সৃষ্টির অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। কাজেই এ মসজিদ সহ আমাদের সকল মসজিদ সর্বদাই শান্তি, প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করবে। এ মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য সাধন করতঃ আমরা যেন তাক্বওয়া অর্জন করে আধ্মাতিক উন্নতি সাধন করতে পারি, নিজেদের হৃদয়ে খোদার ভালবাসা সৃষ্টি করে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে পারি– আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়াই করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরকে যে পরিমান ভালবাসবে আল্লাহ্ তা'লাও ঠিক সে অনুপাতেই তোমাদের ভালবাসবেন'।

দোয়া করি, আমরা যেন পরস্পরের ভালবাসার ক্ষেত্রে ক্রমশ উন্নতি করতে পারি। কেননা যতদিন আমরা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসার উচ্চমান অর্জন না করব ততদিন অন্যদের কাছে ভালবাসার সঠিক শিক্ষা পৌঁছাতে পারব না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফীক দান করুন।

এরপর একটি শোক সংবাদও রয়েছে, জুমুআর নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। আর এ জানাযাটি করাচীর জনাব হামিদ আহমদ বাট সাহেবের ছেলে জনাব সফীর আহমদ বাট সাহেবের। ইনি সিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন। জনাব হামীদ আহমদ বাট সাহেবের পিতা হাফিয আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিরাপত্তা প্রহরী এবং ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। সফীর আহমদ বাট সাহেব হাফিয আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের নাতি ছিলেন। আর তাঁর পিতা ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। তাঁর পিতা হামীদ আহমদ বাট সাহেব বশীরাবাদে তা'লীমুল ইসলাম স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা জনাব সফীর আহমদ বাট সাহেবের উপর গুলি ছুড়ে যার ফলশ্রুতিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ তিনি পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন। অত্যন্ত বীর এবং সাহসী পুলিশ হিসেবে গণ্য হতেন। একটি ফোন কল পেয়ে তিনি মটর সাইকেল যোগে রওনা হন, পথিমধ্যে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হয়। এক বছর থেকে তাঁকে পুলিশের স্পেশাল ডিউটিতে সন্ত্রাস দমন এবং মাদকদ্রব্য বাজারজাত কারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছিল। তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিলেন। মনে হচ্ছে, বাহ্যত এ কারণেই তাকে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

একজন আহমদী– আহমদীয়াতের কারণে বা ধর্মের কারণেও পাকিস্তানে শহীদ হয় আর যে সর্বব্যাপি আইনহীনতা বিরাজ করছে সে কারণেও আহমদীদের জীবন হুমকির সম্মুখীন। এছাড়া সরকারী বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত যে সব আহমদী দেশের উন্নতিকল্পে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারাও দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। এরপরও এই অভিযোগ করা হয়, আহমদীরা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নন। যখনই কোন বিশেষ স্থানে নির্ভীক, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়– আহমদীদেরকে সেখানেই নিযুক্তি দেয়া হয়।

যখন এরা (আহমদীরা) দেশের জন্য নিহত হন তখন পুলিশ তাদেরকে অনেক সম্মান প্রদান করে এবং নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী জানাযা ইত্যাদি পড়ে। তিনি (সফীর আহমদ বাট) মূসীও ছিলেন। রাবওয়ায় তিনি সমাহিত হন। কিন্তু মৌলভী ও নামধারী মোল্লারা এ অভিযোগই আরোপ করে যে, আহমদীরা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নয় অথচ সত্যিকার বিশ্বস্ততার প্রমাণ কেবলমাত্র আহমদীরাই দিয়ে থাকেন। যাহোক, আমাদের যে দায়িত্ব তা আমাদের পালন করে যেতে হবে। আল্লাহ্ তাদেরকেও বিবেক বুদ্ধি দান করুন। তিনি মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর ছেলে-মেয়ে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্ত্রী সন্তানদেরকেও ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

জুমুআর খুতবা

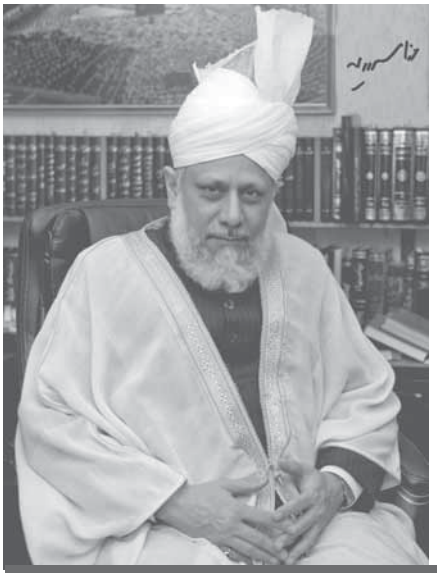

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক জার্মানীর হামবুর্গস্থ বাইতুর রশীদ মসজিদ-এ প্রদত্ত ৭ অক্টোবর ২০১১-এর (৭ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরোধিতা এবং আহমদীদের দুঃখ-কষ্ট দেয়া, আজ কোন নতুন বিষয় নয় বা আহমদীয়াতের ইতিহাসে কেবল নিকট অতীতের ব্যাপার নয় বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পরপরই এই বিরোধিতার ভীত রচিত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতক কাছের মানুষ যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্বের দাবী রাখত, তাদের দৃষ্টিতে সে যুগে তাঁর মত ইসলাম সেবী আর কেউ জন্মেনি। কিন্তু যখন তাঁর দাবী সম্পর্কে অবহিত হল, যখন তাঁর এই ঘোষণা শুনল যে, আল্লাহ্ তা'লা বারংবার আমাকে বলেছেন, যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের কথা ছিল সে তুমি-ই। এ যুগে বান্দার সাথে খোদার সম্পর্ক স্থাপনকারী আর খোদার প্রিয় তুমি-ই কেননা, আজ খোদার বন্ধু (মহানবী)'র প্রতি ভালবাসায় তোমার চেয়ে অগ্রগামী আর কেউ নেই। তুমিই وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ এর পরিপূরণস্থল। অতএব সেসব মানুষ যারা তাঁকে ইসলামের বিশ্বস্ত ও সত্যিকার সেবক মনে করত; যারা বলত, এ যুগে তাঁর কোন জুড়ি নেই বা তুলনা নেই– কিন্তু দাবীর পর তারাই যে কেবল তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাই নয় বরং তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার জন্য এমন সব অমুসলমান যারা মহানবী (সা.)-এর অবমাননায় সর্বাগ্রে ছিল তাদের যোগসাজসে এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায় ও মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করে। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেও এরা কুণ্ঠা বোধ করেনি।

কাজেই আজ আমরা যে বিরোধিতার সম্মুখীন এটি আহমদীয়া জামাতের জন্য কোন নতুন বিষয় নয়। যেভাবে আমি বলেছি, স্বয়ং তাঁকে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে] যখন কিনা তাঁর সাথে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ ছিল– এই নিষ্ঠুর বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমাও দায়ের করা হয়। এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অনুসারীদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত হবার মত শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্ত্রী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। এমন কি কাবুলের মাটিতে তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে দু'জন একনিষ্ঠ সাহাবীকে শহীদ করার মত কষ্টদায়ক ও হৃদয়বিদারক সংবাদও তাঁকে শুনতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন খোশ্‌ত (প্রদেশে)'র সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর নিজের ছিল হাজারো অনুসারী আর রাজ দরবারে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত গণ্য হতেন। এমন বিশ্বস্ত ও ফিরিশ্‌তাতুল্য, পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী অনুসারীদের শহীদ হওয়ার মত মর্মাবিদারক সংবাদ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে।

তিনি এই শহীদের শাহাদতের ঘটনাবলী সম্বলিত একটি বিস্তারিত গ্রন্থ 'তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতাঈন' লিখেছেন যাতে তাঁর পুণ্য, খোদাভীতি, আহমদীয়াত গ্রহণ এবং অন্যান্য ঈমানী বিষয়াদীর পাশাপাশি শাহাদতের ঘটনা বিভিন্ন পত্রের আলোকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেন যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর ভক্তরা লিখেছেন। আর শেষের দিকে তিনি (আ.) উল্লেখ করেন, 'হে আব্দুল লতীফ! তোমার প্রতি সহস্র সহস্র রহমত, কেননা তুমি আমার জীবদ্দশাতেই নিজের বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছো'। আবার একই পুস্তকে তিনি (আ.) আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, এই ধরনের অর্থাৎ হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফের মত ঈমান লাভের জন্য দোয়া করতে থাকুন কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কিছু খোদার জন্য আর কিছু দুনিয়ার জন্য করে ততক্ষণ পর্যন্ত আকাশে তার নাম মু'মিন বলে গণ্য হবে না'।

কাজেই এই দোয়াই প্রত্যেক আহমদীর করা উচিত আর নিজেদের কাজকর্মও তদ্রুপ করার চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি আর নবীদের ইতিহাসও একথাই বলে, তাঁদের ও তাঁদের অনুসারীদের কঠোর পরিস্থিতি ও অসহনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এমনকি আমাদের মনিব ও অভিভাবক আর খোদার বন্ধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)– যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর জন্যই এই স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্টি করেছি, তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদেরও এসব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই ইতিহাস পাঠ করে আর এ সম্পর্কে জানাও আছে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পাশাপাশি শত শত মানুষকে প্রাণও হারাতে হয়েছে। অতএব যখনই জামাতের উপর ভয়াবহ পরীক্ষার যুগ আসে তখন নবীদের ইতিহাস বরং সবচেয়ে বেশী মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের

যুগ আমাদেরকে দৃঢ়তা ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে, পাশাপাশি এই দৃঢ় প্রত্যয়ও সৃষ্টি করে যে, এসব বিপদ ও পরীক্ষার যুগ ভবিষ্যত বিজয়ের পথ সুগম করার জন্য এসে থাকে। আমাদেরকে ঈমানে সমৃদ্ধ করার জন্য আসে। খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে আসে। দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য আসে। এতে কোন সন্দেহ নেই, সাহাবীগণ (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহীম) ইসলামের উন্নতির জন্য প্রাণ, ধন-সম্পদ ও সময়ের কুরবানী করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি কিন্তু ইসলামের বিজয় ও সফলতা কেবলমাত্র সেসব পরীক্ষার ফসল নয় বরং সেসব মুসলমানের খোদার সাথে সম্পর্ক; দোয়া করার সময় খোদার সমীপে তাঁদের বিনত হওয়া, এছাড়া বিশ্বনবী মহানবী (সা.)-এর রাতের দোয়া ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আরশকে প্রকম্পিত করতো, খোদার সত্তায় বিলীন সেই নবীর দোয়া, যিনি আপন প্রভুর জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিলেন– প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন সেই রসূলের দোয়াই এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজনের দোয়ায় অর্জিত ইসলামের এই বিজয় ও সফলতার যুগ কী কেবলমাত্র পঞ্চাশ, ষাট অথবা প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল? নিশ্চয় নয়। তিনি (সা.) যেহেতু কিয়ামত অবধি খাতামুল আম্বিয়া, কাজেই এই বিজয়ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ভাগেই থাকবে। যদিও পথিমধ্যে একটি অমানিশার যুগ এসেছে আর কেটেও গেছে; কিন্তু আখারীনদের মিলিত হওয়ার ফলে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের আখারীনদের (পরবর্তীদের) মাঝে প্রেরিত হবার পর ফলে পুনরায় সেই যুগ সূচিত হবার কথা ছিল, যার মাধ্যমে ইসলামের উন্নতির সেই স্বর্ণযুগ চোখে পড়ার কথা যা প্রথম কয়েক শতাব্দীর মুসলমানরা দেখেছিল। যেভাবে আমি বলেছি, সবচেয়ে বেশী প্রথম কয়েক শতাব্দীর মুসলমান, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ আর তাঁদের যুগাবসানে তাবেঈনগণ যারা সাহাবাদের মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত ছিলেন; এরপর তারা যারা তাদের মাধ্যমে আশিস মন্ডিত হয়েছেন। তাদের সবাই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করতেন খোদার সত্তায়, নিজেদের চেষ্টা প্রচেষ্টার ওপর নয়। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা দোয়ার প্রতি জোর দিতেন। নিজেদের রাতগুলোকে দোয়ার মাধ্যমে সজ্জিত করতেন। অতএব আখেরীনদের যুগে যেহেতু বিশেষভাবে তরবারীর যুদ্ধ ও জিহাদ রহিত করা হয়েছে তাই দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম আর প্রত্যেক আহমদীকে বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি জ্ঞানের মাধ্যমে জিহাদের যুগ আর যুক্তি-প্রমাণেরও গুরুত্ব রয়েছে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যুক্তি ও প্রমাণে জামাতকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধিকন্তু ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার মোকবিলা আজ বিশ্বের কোন ধর্মই করতে পারে না। তা সত্ত্বেও আসল কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা হলে পরেই এই যুক্তি-প্রমাণ কাজে আসতে পারে। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর সমীপে বিনত হওয়া এবং যথার্থভাবে দোয়া করা আবশ্যক। এখন আহমদীয়া জামাত অন্যান্য ধর্মের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে যেভাবে বীরদর্পে আগুয়ান আর প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় বিরোধীর মোকাবিলা করছে, জগদ্বাসীর সামনে মহানবী (সা.)-এর আকর্ষণীয় চেহারা আর তাঁর জীবনের মোহনীয় দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তাঁর ওপর কৃত শত্রুদের আক্রমনের কেবল দাঁতভাঙ্গা উত্তরই দিচ্ছে না বরং তাঁর বিরুদ্ধে যারা আপত্তি করে তাদের আসল চেহারাও তাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উত্তর দিচ্ছে। বরং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের ওপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। যখন কয়েক বছর পূর্বে ইউরোপে অর্থাৎ জার্মানীতে 'পোপ' ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি করে– তখন আমি জার্মান জামাতকে বলেছিলাম, এর উত্তর পুস্তকাকারে প্রকাশ করুন। জার্মান জামাত উত্তর দিয়েছে আর অনেকেই এতে অবদান রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের উত্তর লেখা হয়েছে। অন্য কোন মুসলমান ফির্কার এতো বিস্তারিত উত্তর লিখার সৌভাগ্য হয়নি, এমন কি সংক্ষিপ্তও নয়। আমেরিকার যে পাদ্রী ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে হৈচৈ করে থাকে, তার এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাপর আপত্তিকারী ও লিখকদের আপত্তিসমূহের উত্তর দিয়েছে। তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেনি। হল্যান্ড, ডেনর্মাক প্রভৃতি দেশের আপত্তিকারীদের উত্তর দেয়া হয়েছে, আয়নায় দেখিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের আসল রূপ। মোটকথা, আমরা ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের মোকাবিলা করে যাচ্ছি। কিন্তু একইসাথে স্বজনরাও (মুসলমানরা) আমাদের বিরোধী আর বিরোধিতায় সীমালঙ্ঘন করে চলছে। মুসলমান নাম ধারণ করে, ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সম্মানের নাম ভাঙ্গিয়ে তারা তাঁর (সা.) নিষ্ঠাবান প্রেমিকের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করে যাচ্ছে। তাঁর জামাতের ওপর নির্যাতনমূলক ও পাশবিক আক্রমণ করে যাচ্ছে। আর এক্ষেত্রে পাকিস্তানের নাম সর্বস্ব উলামারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'তাযকিরাতুশ্ শাহাদাতাঈন' পুস্তকে লিখেছেন, কাবুলের আমীর মৌলভীদের ভয়ে ভীত ছিল আর মৌলভীদের প্ররোচনায় হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফকে শহীদ করা হয়। হয়ত তার (বাদশাহ্‌র) হৃদয়ে তাঁর প্রতি কিছুটা সম্মানবোধ ছিল কিন্তু বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও তার লাগাম ছিল মৌলভীদের হাতে। একই অবস্থা আজ পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের, তারা সব সময় ভয়ে ত্রস্ত থাকে। তারা সেসব নির্দয় উলামার হাতের পুতুল বনে গেছে। সরকারের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ মৌলভীদের মানবতা বিবর্জিত কথাবার্তা মানতে বাধ্য হচ্ছে। মোটকথা, আজ পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা কেবল তাদের প্রাণ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিয়েই উদ্বিগ বা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত নয় বরং অনেক আহমদী আমাকে লিখেন, এটি এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। আমরা চরম ঝুকি নিয়ে চলাফেরা করি আর এটি এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ বিষয় আমাদের তেমন কোন ভয় নেই। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠার কারণ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-সম্পর্কে এই সকল নিষ্ঠুরদের চরম অশালীন বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও বিতরণ। (যত্রতত্র) বড় বড় পোষ্টার লাগায়, আর সরকারী স্থাপনা সমূহে লাগানো হচ্ছে। অশালীন শব্দটি অতি সাধারণ একটি শব্দ, অত্যন্ত নীচ ও জঘন্য শব্দ তারা ব্যবহার করছে যা একজন ভদ্র মানুষের পড়তে এবং শুনতে বাধে। লেখক আরও লিখেছেন, এ শব্দগুলো আমাদের যতটুকু ক্ষতি করছে তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করছে, আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। এই নোংরা ভাষা মাইকে শুনে আর অশালীন বই-পুস্তক দেখে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। যখন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তারা তখন হয়তো শুনেও আমাদের কথায় কান দেয় না নতুবা বলে দেয় আমরা অপারগ, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে। মোটকথা পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা ধৈর্য ও সহনশীলতার এক মহান ও নতুন অধ্যায় রচনা করছে।

কাজেই ধৈর্য ও সহনশীলতার এই চেতনাকে ফলবাহী করার একটিই মাধ্যম তাহলো, খোদার সামনে আমাদের বিনত হওয়া। এত

দোয়া করুন যাতে অশ্রুবারিতে আপনাদের সেজদাস্থল সিক্ত হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লার আরশকে প্রকম্পিত করার জন্য নিজেদের মাঝে সেই পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন যা সাহাবীদের (রা.) জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। এদের আঘাত ও মর্মপীড়া থেকে আজ দোয়াই আমাদের রক্ষা করতে পারে। ইসলাম ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে আহমদীয়াতের প্রতি বিরোধীদের শত্রুতা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে অনুপাতে আমাদেরও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। বরং তদপেক্ষাও বেশী মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন যেন আমরা দ্রুত আল্লাহ্ তা'লার করুণা আকর্ষণ করতে পারি। পাকিস্তানের আহমদীদের আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, শুধু সাধারণ দোয়াই নয় বরং বিশেষ দোয়ার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগী হোন। বরং এসব দোয়ার পাশাপাশি সপ্তাহে একটি নফল রোযা রাখাও শুরু করুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী পাকিস্তানী আহমদীরাও পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদী ভাইদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। অনুরূপভাবে সমগ্র পৃথিবীর অ-পাকিস্তানী আহমদীরাও পাকিস্তানী আহমদী ভাইদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা এসব অত্যাচারীকে অচিরেই নিশ্চিহ্ন করুন যেন শীঘ্র দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট সম্পর্কে মিথ্যা ও নোংরামীর যে বেসাতী চলছে অচিরেই যেন এর অবসান ঘটে আর দেশ রক্ষা পায়; নয়ত দেশ রক্ষার আর কোন নিশ্চয়তা নেই। নিশ্চয় পাকিস্তানী আহমদীদের অ-পাকিস্তানী আহমদীদের দোয়া পাবার অধিকার আছে, কেননা তারাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছিয়েছে। নিশ্চয় উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে যেসব দোয়া করা হয় তা খোদা তা'লা শোনেন। আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে যে চরম প্রগলভতা চলছে, এর তুলনায় এমন আর কোন্ বিষয় আছে যা আমাদের অধিক ব্যাকুল করবে? অতএব আজ সব আহমদীর আকুল হয়ে দোয়া করা প্রয়োজন। কেননা উদ্বিগ্ন চিত্তের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা কখনো প্রত্যাখ্যান করেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে একস্থানে বলেন, 'পবিত্র কুরআনের একস্থানে খোদা তা'লা নিজ পরিচয়ের এ চিহ্ন বর্ণনা করেন, তোমাদের খোদা সেই খোদা! যিনি ব্যাকুলতার আতিসহ্যে কৃত দোয়া গ্রহণ করেন। যেমন তিনি বলেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

(সূরা আন্ নাহল:৬৩)। এরপর বলেন, 'স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা পরবিমুখ। যতক্ষণ পর্যন্ত অধিকহারে ও বারংবার উৎকণ্ঠার সাথে দোয়া করা না হয়, তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। দেখো, কারো স্ত্রী বা সন্তান অসুস্থ হলে বা কারো বিরুদ্ধে কোন গুরুতর মোকদ্দমা দায়ের হলে সে কত ব্যাকুল হয়ে যায়। কাজেই দোয়াতেও যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ব্যাকুলতা ও উদ্বিগ্নতা সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ প্রভাবহীন ও বৃথা কাজ। দোয়া গৃহীত হবার জন্য ব্যাকুলতা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

অতএব আজ প্রত্যেক আহমদীকে ব্যাকুল হয়ে বিশেষভাবে এসব দোয়া করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে পাকিস্তানী আহমদীদেরকে পাকিস্তানের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জোরালোভাবে এসব দোয়া করা প্রয়োজন। যেমন আমি বলেছি, পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরা কোন কোন স্থানে এই উদ্বেগও প্রকাশ করছেন, সব আহমদী নয় বরং কতিপয় আহমদী এমন ভাবাবেগ প্রকাশ করছেন। এর বহিঃপ্রকাশ আরো অধিক হওয়া প্রয়োজন । প্রত্যেক আহমদী বিশুদ্ধচিত্তে অত্যাচারী ও অত্যাচার থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দোয়া করুন। এটিই আমাদের অস্ত্র এবং এর প্রতিই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমার স্মরণ আছে চতুর্থ খিলাফতের যুগে আমি যখন রাবওয়াতে ছিলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেছিলেন। আমি পাকিস্তানের অবস্থার জন্য দোয়া করেছি, অথচ আজকের পরিস্থিতি যত ভয়াবহ তখন এর এক দশমাংশও ছিল না, এর কোন তুলনাই হয় না। তখন স্বপ্নে আমি এই শব্দ শুনতে পাই, 'যদি পাকিস্তানের শতভাগ আহমদী একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হয় তাহলে কয়েক রাতের দোয়াতেই এই অবস্থার অবসান সম্ভব'। আমি প্রথম দিন থেকেই জামাতের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি, আপনারা আত্মসংশোধন ও দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। নিজের অজান্তেই আমার প্রতিটি বক্তব্য এ বিষয়ে পর্যবসিত হয়। এটি নিশ্চিত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত খোদা তা'লার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে, ইনশাআল্লাহ্। পূর্ণ হবে নয় বরং এ প্রতিশ্রুত পূর্ণ হচ্ছে। পাকিস্তানে জামাতের সদস্যদের দোয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। বিজয়ের সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার দৃশ্য বা দৃষ্টান্ত পাকিস্তানেও আমরা দেখছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও জামাত সেখানে ক্রমশ উন্নতি করছে। শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র, প্রত্যেক আক্রমন যে ভয়াবহ উদ্দেশ্যে করা হয় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে শত্রুকে সে অনুপাতে সফলতা দেন না। শত্রুর পরিকল্পনা অত্যন্ত ভয়ানক কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল স্বীয় অনুগ্রহেই তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সুরক্ষা বিধান করে যাচ্ছেন। কিন্তু এ সমস্ত পরীক্ষা দেখে আমাদের উচিত এক দুর্বার আকর্ষণ নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। আমাদের প্রত্যেক আবালবৃদ্ধবনিতাকে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর সামনে সম্পূর্ণ বিনত হয়ে (হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ) আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের আপ্রাণ চেষ্টা করে যদি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সমর্পিত হয় তাহলে এই অত্যাচারী ও অত্যাচার দেখতে দেখতে উবে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই তাঁর তকদীর জয়যুক্ত হবে। কিন্তু সেই তকদীর শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশিত হওয়া কখনও কখনও বান্দার কর্ম বা দোয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। কখনও কখনও একটি প্রজন্মকে অপেক্ষা করতে হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এ কাজ অবশ্যই করবো; কিন্তু যদি তোমাদের তাড়া থাকে তাহলে আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি তা পূর্ণ করার জন্য নিজেদের জীবনে এক বিপ্লব সাধন কর এবং নিজ আচরণে এক পরিবর্তন আনয়ন কর। খোদা তা'লার বাণীকে বুঝা উচিত। অতএব আসুন! আজ নিজেদের দোয়া দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার আরশ কাঁপিয়ে তুলুন। আরশকে প্রকম্পিত করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লার রহমত যা আমাদের জন্য উদ্বেলিত একে আরো অধিক উদ্বেলিত করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর সমীপে ঝুঁকা উচিত যেন তিনি আমাদেরকে অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তি দেন। শতভাগের মাঝে এই বিপ্লব সৃষ্টি না হলেও যদি আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভেতর এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসে যায় তাহলে আমরা পূর্বের তুলনায় অধিক বিজয়-দৃশ্য অবলোকন করতে পারবো।

আল্লাহ্‌র কাছে আমার আকুতি থাকবে, আমরা যেন দোয়ার প্রকৃত মর্ম বুঝি আর দোয়া করার

রীতি সম্পর্কে সচেতন থাকি যেন তা খোদা তা'লার কৃপা শীঘ্র আকর্ষণ করতে পারে। এই ধারণা বা চিন্তা আমাদের হৃদয়ে যেন কখনো না আসে, আমরা এত দোয়া করছি এরপরও আল্লাহ্ তা'লা তা কবুল করছেন না বা সেই দৃশ্য আমাদের দেখাচ্ছেন না। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করে যাচ্ছেন এমনকি আমাদের তুচ্ছ দোয়া ও প্রচেষ্টায় স্বীয় বিশেষ কৃপায় এত ফল দিচ্ছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয় এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বে ঈমান দৃঢ় হয়। আমি যেমন বলেছি, পাকিস্তানে শত্রুদের ষড়যন্ত্র যত ভয়ানক আর প্রতিদিন যেভাবে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে সে তুলনায় তাদের সফলতা কিছুই না। এছাড়া পাকিস্তানেও আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া জামাত ঈমানে উন্নতি করছে আর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপাবারি তারা অবলোকন করছে। আর যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা জগতের সামনে জামাতকে পরিচিত করাচ্ছেন এবং উন্নতি দিচ্ছেন এটিও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ এবং আমাদের নগণ্য প্রচেষ্টা এবং সামান্য দোয়ার প্রতিফল। দ্বিতীয় কথা হল, যদি কারো মনে সামান্যমত সন্দেহও থেকে থাকে যে, আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা শোনেন না তবে তার ইস্তেগফার করা উচিত আর স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা মালিক বা সর্বাধিপতি আর আমাদের কাজ কেবল মালিকের কাছে যাচনা করা। এরও কিছু নিয়ম-নীতি আছে যা আমাদের পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে। আর এ নিয়ম-কানুনের অনুবর্তীতা করাই হল আমাদের কাজ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, দোয়া করার বেলায় কখনো ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হলে চলবে না আর আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে কখনো এ কুধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, তিনি দোয়া শোনেন না। প্রথম কথা হল, দোয়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে গৃহীত হওয়ার জন্য একটা সময়ের দাবী রাখে, দ্বিতীয়তঃ দোয়া সেভাবে গৃহীত নাও হতে পারে যেভাবে চাওয়া হয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা অন্য কোনভাবে নিজ প্রিয়দের দোয়া গৃহীত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ করে থাকেন। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, গোটা বিশ্বে জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কুরবানী, পাকিস্তানী আহমদীদের ত্যাগ এবং দোয়ার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তৃতীয়তঃ বান্দাকে নিজের অবস্থারও পর্যালোচনা করতে হবে, সে পবিত্র মনে খোদা তা'লার অধিকারসমূহ প্রদান করতঃ নিজ মস্তক খোদা তা'লার দরবারে অবনত করেছে কী? যদি চিন্তা করে দেখেন তবে বুঝতে পারবেন, দোষ বান্দারই (খোদা তা'লার নয়)। অপর এক জায়গায় দোয়ার নিয়ম-নীতির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

'খোদা তা'লার কাছে দোয়া করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি মানতে হয়, আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাদশাহ্‌র কাছে কিছু চাইতে গিয়ে সর্বদা শিষ্ঠাচারের ব্যাপারে যত্নবান থাকে। কীভাবে যাচনা করতে হয়, সূরা ফাতিহাতে খোদা তা'লা তা-ই শিখিয়েছেন আর তিনি শিখিয়েছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক। الرَّحْمٰنِ অর্থাৎ যিনি অযাচিত দানকারী। الرَّحِيْمِ অর্থাৎ যিনি মানুষের সত্যিকার পরিশ্রমের উত্তম ফল প্রদান করেন। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ প্রতিদান-শাস্তি তাঁর হাতেই নিহিত। তিনি ইচ্ছে হয় রাখেন আর ইচ্ছে হয় মারেন'। তিনি (আ.) বলেন, 'এ জগত এবং পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান উভয় তাঁরই করায়ত্বে'। তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'মানুষ যদি এভাবে খোদা তা'লার প্রশংসা করে তাহলে সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে যে, তিনি কত মহান স্রষ্টা যিনি রব্ব, রহমান, রহীম আর তাঁকে অদৃশ্যেও বিশ্বাস করে এসেছে। অর্থাৎ এসব দোয়া যখন করে তখন আল্লাহ্ তা'লার সেসব গুণাবলীর প্রতিও বিশ্বাস রাখে এবং ধীরে ধীরে তা এতটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, সে খোদা তা'লাকে সামনে উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা জ্ঞান করে ডাকে এবং বলে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থাৎ এমন পথ যা একেবারেই সোজা, যাতে কোনরূপ বক্রতা নেই। একটি পথ অন্ধদের হয়ে থাকে, তারা অনর্থক পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয় ঠিকই কিন্তু কোন ফল লাভ হয় না। এবং অপর পথ এমন– যে পথে পরিশ্রম করলে উত্তম ফলাফল সৃষ্টি হয়। এর পর صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ঐসব লোকদের পথ যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ এবং সেটিই সিরাতাল মুস্তাকিম, যে পথে চলার ফলে পুরস্কার লাভ হয়। এরপর, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ না ঐ লোকদের পথে যাদের ওপর তোমার শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে এবং وَلَا الضَّآلِّيْنَ এবং (তাদের পথেও নয়) যারা (সোজা পথ থেকে) দূরে পড়ে রয়েছে'।

কাজেই দোয়ার রীতি-নীতিও আমাদের কিছুটা জানা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার মৌলিক গুণাবলীসমূহ যথা: রব্ব, রহমান, রহীম, মালিকিইয়াওমিদ্দীন এগুলোর ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন বাঞ্ছনীয় এবং যখন এসব গুণাবলীর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান নিশ্চিত হবে তখনই ইবাদত ও দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর বান্দা বিনয়ের সাথে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বিশেষ বান্দাদের যেসব দানে ভূষিত করেন সেসব পুরস্কার লাভের অভিপ্রায়ে তারা তাঁকে ডাকে। আমার কোন কথা ও কাজ যেন আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ না হয় এ ভয় থাকা উচিত। সব সময় আল্লাহ্‌র ভয় যেন হৃদয়ে বিরাজমান থাকে। একজন বিনয়ী বান্দা সর্বদা এ চেষ্টায় রত থাকে, আমি যেন কখনোই স্বীয় খোদা থেকে দূরে সরে না যাই। এমন সময় যেন কখনও না আসে যখন আমি খোদাকে বিস্মৃত হবো। অতএব পরিস্থিতি এমন হলে দোয়া কবুল হয় এবং পুরস্কার নাগালের ভেতর এসে যায়। বিজয়ের লক্ষণাবলী প্রদর্শন করা হয় আর শত্রুদের ধ্বংস ও বিনাশ তখন কেবল সময়ের ব্যাপার হয়ে থাকে মাত্র।

তাই যেভাবে আমি বলেছি, চলুন এখন পূর্বের তুলনায় আমরা নিজেদের ঈমানকে অধিক দৃঢ় করি, নিষ্ঠার সাথে তাঁর সামনে বিনত হই। আমাদের শত্রুরা যদি (বিরোধিতার ক্ষেত্রে) চরম পর্যায়ে পৌঁছে– তাহলে চলুন! আমরাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ পংক্তি 'আমরা আমাদের পরম বন্ধুর মাঝে আত্মগোপন করলাম' এর পরিপূরণস্থল হবার চেষ্টা করি।

নিশ্চয় আমরা যখন আমাদের খোদার মাঝে বিলীন হয়ে তাঁর নিকট যাচনা করব তিনি ছুটে আসবেন আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ধ্বংস এবং নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী একজন বান্দা যদি রাজ দরবারীদেরকে রাতের তীর দ্বারা, রাতের সেই দোয়া সমূহের মাধ্যমে যা আরশকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, পরাজিত করতে পারে তাদেরকে পদানত করতে পারে এবং সেই পারিষদদের এটি বলতে বাধ্য করতে পারে, 'আমরা তীর সমূহের মোকাবিলা করতে পারব না' তাহলে নিশ্চয় আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী, আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে এ শুসংবাদ দিয়েছেন, 'আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি', (তাই) আমরাও যদি দোয়া করি আর রাতের তীরের মাধ্যমে শত্রুর মোকাবিলা করি তাহলে অবশ্যই আমরা সফল হবো। তবে সম্ভবত সেই পারিষদদের মাঝে পুণ্যের কোন ছাপ অবশিষ্ট ছিল যে কারণে তারা ঐ বুযুর্গকে রাতের তীরের ভয়ে বিরক্ত করা ছেড়ে

দিয়েছিল। আর নিজেদের জায়গা পরিবর্তন করে নিয়েছিল, গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ ঐ সকল লোক যারা মৌলভী, ওলামা আখ্যায়িত হচ্ছে, সেই রসূল (সা.) যিনি রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন ছিলেন, তাঁর নামে যারা নির্যাতনের বাজার গরম করে রেখেছে তাদের ভেতর পুণ্যের লেশমাত্রও নেই। তাদের না খোদায় বিশ্বাস আছে না-ই রসূলের প্রতি। তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার কল্যাণ আশা করা যায় না। এখন মনে হয় তাদের ভাগ্যে কেবল ধ্বংসই নির্ধারিত আছে যা কেবল আমাদের রাতের তীরের মাধ্যমে হতে পারে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, আমরা সেই মোহাম্মদী মসীহ্‌র দাস, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'আমি তোমার ও তোমার প্রিয়দের সাথে আছি'। কাজেই আমরা যদি আমাদের প্রিয় খোদাকে নিষ্ঠার সাথে ডাকি, রাতের গভীরে শত্রুর বিরুদ্ধে তীর চালাই, তাহলে নিশ্চয় খোদা আপন কুদরতের বিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করবেন।

অতএব দোয়া এমন একটি অস্ত্র! যদি কেউ একে পূর্ণ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবহার করে তাহলে কেউ এর সামনে দাঁড়াতে পারবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লার প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই মহান অস্তিত্ব যিনি এ যুগে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসত্বে বান্দাদেরকে খোদার সাথে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করতে এসেছিলেন। তাই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'লার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেগুলি পূর্ণ হবে আর অবশ্যই পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ্। কেননা খোদা তা'লার আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের (নাউযুবিল্লাহ্) সামান্যতম সন্দেহও নেই। তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, অবশ্যই করেন, কারণ তিনিই হলেন সত্য প্রতিশ্রুতি দাতা। আমি যেভাবে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পর থেকে এ পর্যন্ত বিরোধিতার ঝড় বয়ে চলেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র যুগে আহরারীরা কাদিয়ানকে ধুলিসাৎ করার বড় বড় বুলি আওড়েছিল। এরপর এক ব্যক্তি ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে আহমদীদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেবার দাবী করেছিল। আরেকজন আহমদীয়াতকে ক্যানসার আখ্যা দিয়ে সমূলে উৎপাটন করার শপথ নিয়েছিল। কিন্তু এসব কিছুর পরিণাম কি হলো? আজ আহমদীয়াত পৃথিবীর দু'শতাধিক দেশে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই এ জামাত খোদা তা'লার প্রিয় জামাত। যিনি তাঁর প্রিয়জনকে এ যুগে ইসলামরূপী বাগানে পানি সিঞ্চনের জন্য পাঠিয়ে এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমরা প্রতিক্ষণ ও প্রতিনিয়ত খোদা তা'লার সমর্থন ও সাহায্য প্রত্যক্ষ করছি। তাই এটি চিন্তার বিষয় নয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত কি না? অথবা নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করছেন না? বরং চিন্তার বিষয় হলো, আমরা নিজ দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করছি কিনা? দোয়ার প্রতি মনোনিবেশ করছি কিনা? আমরা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকেছি কিনা? আমরা খোদার সমীপে বিনয়ের সাথে সমর্পিত হই কিনা? অতএব এখন আমাদের কাজ হলো, স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অন্যায়ভাবে আরোপিত কষ্টদায়ক কথা শুনে শুধু আক্ষেপ বা উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশই যথেষ্ট নয় বরং রাতের দোয়া (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযের দোয়া) দ্বারা ঐশী তকদীরকে (অর্থাৎ বিজয়) অচিরেই নিজেদের অনুকূলে আনার ব্যাপারে সচেষ্ট হোন। এককভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এমন দোয়া করার তৌফিক দান করুন যা তাঁর দয়া ও কৃপাকে আকর্ষণ করবে আর আমরা যেন খোদার আরশকে প্রকম্পিত করার মত দোয়া করতে পারি। যার ফলে খোদা তাঁর সৈন্যবাহিনী ও ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দিবেন, তোমরা যাও এবং গিয়ে নির্যাতিতদের সাহায্য কর। আল্লাহ্ যেন ফিরিশ্‌তাদের এ নির্দেশ দেন, যারা 'রাব্বী ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির' (অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি পরাভূত কাজেই তুমি আমাকে সাহায্য কর) বলে দোয়া করছে তোমরা তাদের শত্রুদের 'ফাসাহ্‌হিকহুম তাসহীকা' তোমরা তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। তোমরা যাও এবং এসব নির্যাতিত ও অসহায়দের সাহায্য কর; যাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যার দম্ভে নির্যাতনের লক্ষস্থলে পরিণত করছে। শাসক যাদেরকে অত্যাচার মূলক বিধানের অধীনে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, যাদেরকে ধর্মের তথাকথিত ঠিকাদাররা ইসলামের নামে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার দাবী করছে– যাদের দোষ শুধু এটুকুই, এরা আমার প্রেরিতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই ঘোষণা করছে, আমরা আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি এবং ঈমান এনেছি। কাজেই হে ফিরিশ্‌তাগণ! যাও এদের সাহায্য কর। পৃথিবীবাসীকে বলে দাও এরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছে। অতএব আমি তাদের অভিভাবক, সুরক্ষক ও সাহায্যকারী। আমার এ কথা আজও সত্য فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ অর্থাৎ তিনি কতই উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদের সাথে যারা সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তারা আমা কর্তৃক ধৃত হবে। অতএব খোদা তা'লার এ স্নেহ সুলভ ব্যবহার লাভের জন্য প্রত্যেক আহমদীর উচিত খোদা তা'লার সামনে বিনত হওয়া, দোয়া করা, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার আরশ হতে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আদেশ জারী না হয়ে যায়। আমরা অনেক দুর্বল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এরা যেসব অশোভন শব্দ ব্যবহার করে থাকে আমরা এর প্রতিশোধ নিতে অপরাগ। এর চিকিৎসা শুধু একটিই আর তা হলো, নিজেদের সিজদার স্থানকে চোখের অশ্রুতে সিক্ত করুন। স্বীয় অভিভাবক, অসহায়দের সাহায্যকারী এবং নির্যাতিতদের সমর্থনকারীকে ডাকুন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর খোদাকে ডাকুন যিনি দুর্বল ও নিঃস্ব মুসলমানদের পরাধীন অবস্থা থেকে শাসকের আসনে বসিয়েছেন। যিনি শত্রুর প্রত্যেক ষড়যন্ত্র তাদের মুখে ছুড়ে মেরেছেন।

অতএব হে খোদা! আজ আমরা তোমার করুণা ও প্রতাপের দোহাই দিয়ে দোয়া করছি, এ দেশের মাটিকে তোমার রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসারী হবার দাবীকারকরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং অহংকারের বশবর্তী হয়ে তোমার অনুগত দাসদের জন্য খুবই সংকীর্ণ করে দিয়েছে; এরা একে আমাদের জন্য কন্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পরিণত করার চেষ্টা করছে। হে খোদা! তুমি তোমার বিশেষ কৃপাগুণে আমাদের জন্য এ দেশকে জান্নাত বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য এ স্থানকে ফুলের বাগান বানিয়ে দাও। আমাদেরকে তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী কর। তোমার সাথে সাক্ষাতের এক অফুরাণ ধারার সূচনা কর। তুমি আমাদের এসব দোয়া কবুল কর। তুমি আমাদেরকে এবং উম্মতে মুসলেমার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীকে নামধারী আলেমদের নৃশংস থাবা থেকে মুক্ত করে তোমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক [ইমাম মাহদী (আ.)]-এর জামাতভূক্ত হবার সুযোগ দান কর। যেন উম্মতে মুসলেমা 'খায়রে উম্মত' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হবার কর্তব্য পালন করতঃ এ পৃথিবীকে যুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে পারে। হে পরম দয়াময় খোদা! তুমি আমাদের প্রতি কৃপা করতঃ আমাদেরকে এই সৌভাগ্য দান কর।

আজও একটি দুঃসংবাদ আছে। পাকিস্তানের ঐ অত্যাচারীদের নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন আরেকজন আহমদী। কয়েকদিন পূর্বে মুহম্মদ শরীফ সাহেবের সন্তান শেখুপুরা নিবাসী মাস্টার রানা দেলাওয়ার হোসেন সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে। মাস্টার দেলাওয়ার হোসেন সাহেব ১৯৬৯ সালের ২৫শে মে শেখপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক

শিক্ষা অর্জন করেন। পরে বি.এ পাশ করে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নেন এবং বি.এড পাশ করেন। ১লা অক্টোবর ২০১১, রোজ শনিবার দুপুর সাড়ে বারটার সময় কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি স্কুলের শ্রেণীকক্ষে ঢুকে যখন তিনি পাঠদান করছিলেন, তাঁর উপর গুলি চালায়। একটি গুলি তাঁর ঘাড়ে আরেকটি পেটে লাগে এরফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ আহত অবস্থায় স্কুলেই তাঁর অবস্থা আশংকাজনক ছিল। হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি শাহাদত করণ করেন। তিনি নবদীক্ষিত আহমদী ছিলেন। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রাখতেন, সত্য সন্ধানী ও অনুসন্ধিৎসুমনা ছিলেন। আলেমদের সাথে মতবিনিময় করতেন, পড়াশুনার অভ্যাস ছিল। বিভিন্ন ইসলামী ফির্কা সম্পর্কে গবেষণা তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। প্রকৃতিগতভাবে পুণ্য ও ব্যক্তিগত গবেষণার সুবাদে সেসব বিদ'আত যা আজকালের আলেমরা প্রচলন করে রেখেছে যেমন কুলখানী, তাবীজ-কবজ ইত্যাদি এর প্রতি তিনি ঘৃণা পোষণ করতেন আর আত্মীয়-স্বজনদের বলতেন, এসব থেকে বিরত থাক কেননা এগুলো বৃথা কার্যকলাপ। আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমেই তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলেন। গবেষণার উদ্দেশ্যে একাধিকবার আত্মীয়-স্বজনের সাথে রাবওয়াহ্ গিয়েছেন, জামাতের পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক পড়তেন।

এমটিএ-এর অনুষ্ঠান দেখতেন। সে সময় একজন সুপরিচিত আহমদীর সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়, তিনি তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন আর এর কিছুদিন পর তিনি বয়'আত করেন। যখন তিনি প্রথমে বয়'আত করতে চাইলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল, আরো যাচাই বাছাই করুন। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমার বয়'আত নিয়ে নিন, না জানি কখন মৃত্যু এসে যায়। আমি জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করতে চাই না কাজেই আমার বয়'আত গ্রহণ করুন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। বয়'আতের পর অল্প সময়ের মধ্যেই অসাধারণ চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। নামাযে গভীর মনোযোগের পাশাপাশি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সন্তানদেরকেও তা নিয়মিত করার উপদেশ দিতেন। বাড়ীতে নিয়মিত বাজামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করতেন। খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। বয়'আতের পরপরই বাড়ীতে এমটিএ'র সংযোগ নেন। তিনি শুধু নিজেই (এমটিএ) দেখতেন না বরং ছেলেমেয়েদের সাথে বসিয়ে দেখাতেন। এমটিএ'র অধিকাংশ অনুষ্ঠানই তিনি দেখতেন। একান্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে তিনি তবলীগের কাজ করতেন। তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও সহকর্মী শিক্ষকদের কাছে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে দিতেন এবং স্থানীয় মুরব্বী সাহেবের সাথে রীতিমতো যোগাযোগ করাতেন। এছাড়াও তিনি তাদের কাছে এমটিএ (থেকে ধারণকৃত বিভিন্ন) জামাতী সি.ডি, বইপত্র ও পত্রিকা পৌঁছে দিতেন। আর নিজেও বিভিন্ন বই পড়তেন। এক মুরব্বী সাহেব আমাকে লিখেছেন, তবলীগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অকুতোভয় বা অত্যন্ত নির্ভিক। একইভাবে খিলাফতের সাথে তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম শুনলে বা ছবি দেখলে তাঁর চোখে গভীর ভালবাসা ও সম্মান ফুটে উঠত। মুরব্বী, মুয়াল্লেম ও জামাতের কর্মকর্তাদের সাথে তিনি অসাধারণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্যটি তাঁর মাঝে প্রবল ছিল। তিনি রীতিমত জুমুআর নামায পড়তে যেতেন এবং ছেলেমেয়েদেরও সাথে নিয়ে যেতেন। সন্তানদের শিক্ষা- দীক্ষার ব্যাপারে তিনি চিন্তিত থাকতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, ছোট ছেলেটি জামাতের মুরব্বী হবে। সব ধরনের আত্মত্যাগের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। বয়'আতের পরপরই তিনি জামাতের চাঁদার সাথে যুক্ত হয়ে যান। বয়'আতের পর তাঁকে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তাঁকে এক ঘরে করে রাখে। কিন্তু এক ঘরে থাকার পরও তাঁর ঈমান দৃঢ় হতে থাকে। শেষে তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁর সাথে কতক মৌলভীর ধর্মীয় বিতর্কও করায়। কিন্তু মৌলভীদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ না থাকার কারণে তারা ব্যর্থ হতো। মৌলভীরা তাঁর বাড়ির সামনে একটি সভা করে আর তিনি একাই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। মৌলভীরা যখন তাঁর সাথে যুক্তিতর্কে পেরে উঠছিল না তখন তাঁর বিরুদ্ধে কাফির ও ওয়াজিবুল কতলের (হত্যাযোগ্য) ফতওয়া দেয়া শুরু করে। তথাপি তিনি নির্ভয়ে সেই জলসায় উপস্থিত থাকেন এবং মৌলভীদের সাথে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে কথা বলার চেষ্টা করেন কিন্তু মৌলভীদের কাছে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই তাই তারা শেষ পর্যন্ত গালাগালি করে সেখান থেকে প্রস্থান করে।

তিনি পূর্বেও একটি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু সেই স্ত্রী মারা যান। পরে ১৯৯৩ সনে প্রথম স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করেন এবং এই স্ত্রীর গর্ভে দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়, তাদের বয়স যথাক্রমে ১৭, ১৫, ৯ ও ৫ বছর।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নিত করুন। তাঁর স্ত্রী-সন্তানদেরকে দৃঢ়তা দান করুন, ঈমানের উন্নতি দিন এবং তাদের রক্ষক ও সাহায্যকারী হোন। তাদেরকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন। জুমুআর নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়াব ইনশাআল্লাহ্।

আরেকটি জানাযা গায়েব রয়েছে, এটি আমাদের ফযলে উমর হাসপাতালের অনেক প্রবীণ কর্মী আব্দুল জব্বার সাহেবের। তার পিতার নাম জনাব ফযল দ্বীন। গত ৪ঠা অক্টোবর সকাল ৮টায় তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি অনেক দিন যাবত অসুস্থ ছিলেন। তিনি হৃদরোগী ছিলেন আর চিকিৎসা চলছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি তার দায়িত্ব অতীব নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। প্রায় ৪৫ বছর পর্যন্ত তিনি ফযলে উমর হাসপাতালে সেবা দানের সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জামাতের প্রবীণ বুযূর্গদের সেবা করেছেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.)-এর সেবা করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন; অত্যন্ত মিশুক ও বিনয়ী ছিলেন। বরং আমি দেখেছি, হাসপাতালের সকল ষ্টাফদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে ভদ্র ছিলেন এবং রোগীরা তাকে বেশ পছন্দ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নিত করুন এবং তার স্বজনদের ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

তৃতীয় জানাযাটি জনাব মওলানা জাফর মুহাম্মদ জাফর সাহেবের পুত্র নাসের আহমদ জাফর সাহেবের। ইনি একজন সরকারী চাকরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় জামাতের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। আর অবসর গ্রহণের পর তো পুরোদস্তর একজন ওয়াকফে যিন্দেগীর মত জামাতের সেবায় নিয়োজিত হন। বিভিন্ন মানুষের সাথে তার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। আর এই সুসম্পর্কের সুবাদে প্রথমে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.), হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) এবং পরবর্তীতে আমিও তাকে বিভিন্ন কাজের জন্য পাঠাতাম। তিনি একজন সমাজকর্মীও ছিলেন তাই অন্যেরাও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখত। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদাও উন্নিত করুন এবং তার স্বজনদের ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। এ সবক'টি গায়েবানা জানাযা এখন নামাযের পর পড়া হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

nhiZ LjxdvZzj gmxn AvDqvj (iv.) c`Ë C`yj Avhnvi GKwU Lyrzev [3 Rvbyqvix 1909]

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর–আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সবার বড়,
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই।
আল্লাহু আকবর আল্লাহ আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ– আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ,
আল্লাহ্ সবার বড় এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।

উপরোক্ত তকবীর, তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা বাকারার ১৩১ ও ১৩২ আয়াত পাঠ করেন। [যার অর্থঃ 'যে নিজেই নিজকে ধ্বংস করেছে, সে ছাড়া ইব্রাহীমের ধর্ম হতে কে বিমুখ হতে পারে? নিশ্চয় আমরা তাকে এ পৃথিবীতে অভিষিক্ত করেছিলাম এবং পরকালেও সে সাধু ও সজ্জনগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। যখন তার প্রভূ তাকে বলেছিলেন, 'তুমি (আমার কাছে) আত্মসমর্পন কর', সে বলল, 'আমি সর্বজগতের প্রতিপালক (আল্লাহ্) এর সমীপে আত্মসমর্পন করলাম।' (সূরা বাকারাহ্, ১৩১-১৩২ নং আয়াত)

অতঃপর হুযূর (রাহে.) বলেন ঃ–

আজ ঈদের দিন। এ হলো কুরবানীর দিন। কুরবানীর যে ইতিহাস কুরআন করীম হতে জানা যায় তা হলো, আদমের সময় হতে এর ধারাবাহিকতা চলে আসছে। কুরআনে উল্লিখিত আছেঃ- এবং তাদের কাছে যথাযথভাবে আদমের দুই পুত্রের কুরবানীর কথা বর্ণনা করো, যখন তারা (প্রত্যেকেই) কুরবানী করেছিল, এবং তাদের একজন হতে তা গৃহীত হয়েছিল এবং অন্য জন হতে গৃহীত হয় নাই। পরবর্তীজন বলল, 'আমি নিশ্চয় তোমাকে হত্যা করব'। প্রথম ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ শুধু ধর্মপরায়ণ মুত্তাকীগণ হতে (কুরবানী) কবুল করেন।" (মায়েদা, ২৮নং আয়াত)

এটা হতে জানা যায় যে, আদম সন্তানগণ কুরবানী করেছিল। এখানে এ তর্ক নাই যে, কত জন আদম হয়েছিলেন? কোন্ আদমের সন্তান কুরবানী করেছিল।

'কুরবানী' বলা হয়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য ('কুরব') লাভ করা ও সে জন্য চেষ্টা করে যাওয়া। আমার এক বন্ধু ছিলেন। তিনি কবুতর অত্যন্ত পসন্দ করতেন। শাহজাহানপুর হতে ৩০০/- টাকা দিয়ে একজোড়া কবুতর এনে ওগুলোর লড়াইয়ের তামাশা দেখছিলেন। হঠাৎ এক বাজ পাখি আক্রমণ করে তা বধ করল। আমি বললাম, "দেখুন এটাও কুরবানী"। বহু ছোট ছোট পাখীর কুরবানী নিয়ে এই বাজের জীবন ধারণ হয় বাঘের জীবনও অনেক প্রাণীর উপর নির্ভর করে। বিড়ালের জন্য ইঁদুরগুলো কুরবান হয়। তারপর জলজ প্রাণী মাছের মধ্যেও এই কুরবানীর নিয়ম প্রচলিত আছে। তিমি মাছের জন্য সহস্র সহস্র মাছ কুরবান হয়। তেমনই অজগর। মুরগী এটার জন্য কুরবান হয়। বস্তুতঃ উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর জন্য সব সময় নীচ শ্রেণীর প্রাণী কুরবান হয়। মানুষের সেবায় কত প্রাণী নিয়োজিত। কোনটা চাষের কাজে, কোনটা গাড়ী টানতে, কোনটা আবার সুস্বাদু খাবারে পরিণত হওয়ার জন্য। এতেও এক শৃঙ্খল (Food-Chain) বিদ্যমান রয়েছে। এক ব্যক্তি অন্যের জন্য তার ধন, সময় বা প্রাণ কুরবান করে। সিপাহী কুরবান হতে থাকে আর নায়েক রক্ষা লাভ করে। আবার বহু নায়েক কুরবান হয়ে প্রধান সেনাপতির প্রাণ নিরাপদ রাখে। আবার কোন কোন সেন্যাধ্যক্ষ নিহত হন। বাদশাহ রক্ষা লাভ করেন। বস্তুতঃ কুরবানীর সিলসিলা বহু দুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এটাতে কোন কোন হিন্দু জবেহ ও কুরবানীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। তাদের কাউকে কাউকে আমি স্বয়ং দেখেছি যে, নাকে কীট জন্মালে ওগুলোকে মারা দোষণীয় মনে করে না; বরং যে চিকিৎসক ওগুলো ধ্বংস করেন তার নিকট কৃতজ্ঞ থাকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়াও অন্য প্রকারের সেবাও রয়েছে। তারপর ইহলোক ছেড়ে পরজগতের জন্য কুরবানী করা হয়। প্রাচীন সময়ে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন বাদশাহের মৃত্যু হলে তখন অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও হত্যা করা হতো, যাতে তারা মৃত্যুর পরপারে তাঁকে সাহায্য করে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ফিলিস্তিনে বাস করতেন। সেখানে

নরবলি প্রথা প্রকট ছিল। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে উপদেশ করে পাঠালেন এবং তাঁকে প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করলেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বপ্নে দেখলেন তিনি পুত্র কুরবানী করছেন। তখন তাঁর বয়স ৯৯ বছর। একই মাত্র সন্তান। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ছিল তাঁর বংশধরকে কখনও গণনায় শেষ করা যাবে না। একে তো এই বয়স তদুপরি বংশ চলার জন্য একটি মাত্র সন্তান। তাকে জবেহ করবার আদেশ হল। স্বপ্ন বিষয়ক সাধারণ কথা, কেউ তার পুত্র জবেহ করতেছে দেখলে তার পরিবর্তে ছাগ-পশু কোন জন্তু জবেহ করবে। সেরূপে এখানে বলা হল যে, তিনি তাঁর পুত্র জবেহ করবেন। কিন্তু ওহী ইলাহী (ঐশীবাণী) দ্বারা প্রকৃত বিষয় বুঝিয়ে দেয়া হল যে, দুম্বা জবেহ করতে হবে। লোককে বুঝানো হল যে তাদের পূর্ব পুরুষগণ যা দেখে নরবলি করত, তার মূলেও এটাই নির্দেশ করবার ছিল যে, নরবলি নয়, পশু কুরবানীর দিকে মনোযোগী হও। যাহোক, এর কল্যাণে সহস্র সহস্র মানব সন্তান বলি হওয়া থেকে রক্ষা পেল। কারণ উত্তমের জন্য অধম কুরবান হয়ে থাকে। কুরবান করার শিক্ষা মানুষ পেল। এই কুরবানীর শৃঙ্খল পশু পাখী সকলের মধ্যেই পাওয়া যায়। তারপর, পার্থিব রাষ্ট্রগুলোতেও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শান্তি ও নিরাপত্তার প্রথম উপদেশ প্রচার করেন। **"রাব্বাকা ফাকাব্বের"** ("তোমার স্রষ্টা ও পালন কর্তার গৌরব ঘোষণা কর–সুরা মুদাসসের) ও **"রাব্বুকাল ইকরাম"** (তোমার স্রষ্টা পালনকর্তা মহামহিমান্বিত ও অপার দাতা।"–সূরা আলাক) বাণী দ্বারা এটা আরম্ভ করা হয। তারপর, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু'** (আল্লাহ্ ছাড়া আরাধ্য ও উপাস্য নাই) শিক্ষার মূলে রয়েছে **"ওয়ার-রুজযা ফাহ্ জুর"** (শিরক ও অপবিত্রতার বিলোপ সাধন কর)– সুরা মুদাসসের। এসবই সুস্পষ্ট শিক্ষা। এর সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ- আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের ধন-সম্পদ চান না, তিনিই কর্মের প্রতিফল দিয়ে থাকেন।" (সূরা মুহাম্মদ, ৩ নং আয়াত) সেই জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, "আমি শুধু তোমাদের কাছে এ প্রতিদান চাই যে, তোমরা পুণ্য কর্মে ও তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রেম প্রতিষ্ঠা কর।" (সূরা শুআরা, ২৪ নং আয়াত) এখানে মৌলিক শিক্ষাতে মালের উল্লেখ কোথাও নাই। তারপর এ শিক্ষায় উন্নতি করবার পর বললেন ঃ- "তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তোমাদের হৃদয়ে এটাকে সুন্দর করেছেন এবং তিনি কুফর (অবিশ্বাস), দুষ্টতা ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণিত করেছেন" (সূরা হুজুরাত, ৮ নং আয়াত)। "তুমি পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই লুটিয়ে দিয়েও তাদের হৃদয়ে তুমি প্রেম-গ্রন্থিত করতে পারবে না" (সূরা আনফাল, ৬৪ নং আয়াত)।

তারপর, সদাচারের আদেশ ও অন্যায় বর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর এ অনুগ্রহ করেছেন যে, সাহাবা কেরামের মধ্যে প্রেমের বীজ বপন করে দিয়েছেন এবং পারস্পরিক এ সৌহার্দ্য, পৃথিবীর সব ধন ভান্ডার এর জন্য ব্যয় করলেও কখনই তা লাভ করা যেতো না। এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে, অন্ততঃ এ আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত যত সাহাবা ছিলেন, সবাই ভাই ভাই ছিলেন এবং এটা শিয়াদের বিরোধিতার জবাবে স্পষ্ট উক্তি। তারপর, তাঁদের শিক্ষা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছল, তখন তাঁদের নিকট ধন সম্পদের কুরবানী চাওয়া হল। তারপর, ধন হতেও উন্নততর, প্রাণ কুরবানী শুরু হল। এটা কোন নূতন কথা নয়। প্রত্যেক জাতিতে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ- "প্রত্যেক জাতির জন্য আমি তাদের পালনীয় কুরবানীর নিয়ম নির্দিষ্ট করেছি!" (সূরা হজ্জ, ৬৮ নং আয়াত)

আমার এক বন্ধু ছিলেন। আলাপচারিতার সময় তিনি আমাকে বুঝালেন যে আমি অধিকাংশ সময় হদীস পড়াতে ব্যয় করে থাকি। তিনি আমার আরো স্বচ্ছলতা দেখার কামনা করতেন। এজন্য আমাকে বললেন, "আপনি যত সময় হাদীস অধ্যাপনায় ব্যয় করেন, চিকিৎসায় তার অর্ধেকাংশ ব্যয় করলে বেশ আরাম হতে পারে।" তখন আমি ভাবলাম,দুই প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতা। যাঁর বাক্য পড়াই এক তো তাঁর প্রেম এবং অপর প্রেম তাঁর হাদীসের। যিনি হাদীস পড়াতে নিষেধ করছেন আমি তাঁকে বললাম, "আপনি মনে করতে পারেন যে, আমি স্বীকার করে নেবো। দেখুন, আমি 'কুরবানীর মসায়েল' পাঠ করেছি।"

নিম্নতর প্রিয় বস্তুগুলোকে উচ্চতর প্রেম লাভের জন্য কুরবানী করার দৃশ্য আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। যে রাস্তায় গাছ বড় করবার উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে নীচের শাখাগুলো কেটে দেয়া হয়। তারপর গাছে ফুল ধরলে এবং গাছ অধিক ভারাক্রান্ত হলে উত্তম অংশের জন্য অধম অংশ ছাঁটা হয়। আমার কাছে এক ব্যক্তি 'অপুষ্ট ফল' এনে বলল, "এ বছর ফল খারাপ হয়েছে।" আমি বললাম, "কুরবানী করা হয়নি।" খারাপ ফল ও ডালপালা পরের বছর কেটে দেয়ায় ভাল ফল ধরেছিল। লোকে পার্থিব বিষয়ে তো এ নীতিই মেনে চলে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এর প্রতি লক্ষ্য করে না। মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ্‌তাআলার ভয়। যেমন, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ- "আল্লাহ্ তাআলার দাসগণের মধ্যে যাদের জ্ঞান রয়েছে, তারা আল্লাহ্‌তাআলাকে ভয় করে।" (সূরা ফাতাহ, আয়াত নং ২৮)

সুতরাং , লোককে আল্লাহ্‌র ভয় শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করতে হয়। কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ঐশী-ভয় ও আত্ম-শিক্ষা (তাহযিবুন্-নফস') তো লয় পেয়েছে, তবে কিতাবের ব্যাখ্যা ও টীকাটিপ্পনী পড়াতেই সব সময় ব্যয় করা

হয়। কিন্তু হৃদয়ের উপর কিতাব বর্ণিত বিষয়ের ক্রিয়া নাই এবং এর প্রয়োজনও মনে করা হয় না। আমি রামপুর ছিলাম। সেখানে দেখেছি লোকে মসজিদের এক কোণে সকালে নামায পড়ে নিত এবং মোল্লাকে জাগাতো না। কারণ, তিনি বহু রাত পর্যন্ত কিতাব পড়েছেন, ঘুম ভাঙ্গানো হলে তাঁর কষ্ট হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষার জন্য জ্ঞানার্জন। কিন্তু লোকে শৈথিল্য ও চিত্ত বিকৃতির কাজে 'জ্ঞান' ব্যবহার করছে। অন্যের সংশোধনের দাবী করা হয়, কিন্তু আত্ম-সংশোধনের সম্বন্ধে বে-খবর থাকা হয়।

কথা বলতে গিয়ে মিথ্যার পর মিথ্যা বলা হয়। সাথে সাথে 'লানৎ'ও করা হয়। বিজ্ঞাপন দেয়া হয়, "বিজ্ঞাপন দাতাগণ লুট করছে। কিন্তু আমাদের কথা সব সত্য।" এরপরও, লোক ঠকানো হচ্ছেই।

উপদেশদাতাদেরও একইরূপ অবস্থা। আমি নিজের মধ্যেও এক বিপদ দেখতে পাই। আমার জন্য দোয়া করবেন এবং নিজেদের জন্যও দোয়া করবেন। কোন ভ্রাতার কোন দোষ দেখতে পেলে একটু কষ্ট করতে হবে, ৪০ দিন দোয়া করবার পর কারও নিকট 'শিকায়েত' (বা দোষ বর্ণনা) করতে হলে করবেন। খোদা তাআলা পরিষ্কার বলেন ঃ- "কুরবানীর গোশ্‌ত আল্লাহ্ তাআলার নিকট পৌঁছায় না।" (সূরা হজ্জ, ৩৮ নং আয়াত)

কুরবানীর ব্যাপারে খোদা গোশ্‌তের বুভুক্ষ নন। খোদা পাওয়ার জন্য 'তাক্‌ওয়া' চাই। তিনি আমাদেরকে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাবার একটা উপায় শিক্ষা দিয়েছেন । 'অধম উত্তমের জন্য কুরবানী করবে।' তাক্‌ওয়া তবেই লাভ করা যায়, যদি সীমাতিরিক্ত প্রশংসা না করা হয়। ধর্ম-জ্ঞান লাভ কর। কিন্তু জ্ঞানলালনকে, শিক্ষা কার্যকর করাকে উপরে স্থান দিবে। আমি শুধু শিক্ষার্থীদেরই বলছি না। এখানে যারা আছেন, সকলেই জ্ঞান অন্বেষণ করছেন। সকলেই শিক্ষার্থী। এ খুতবাও এক শিক্ষা। দেখুন, খোদা তাআলা হযরত ইব্রাহীম আলইহিস্ সালামকে আদর্শরূপে উপস্থিত করছেন এবং বলছেন যে, ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্মকে 'আত্মঘাতি' ছাড়া কেউ ছাড়তে পারে না। ইব্রাহীম আলইহিস্ সালামকে খোদা তাআলা সম্মানিত করেছেন। তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আত্ম-সংস্কারকের অন্যতম।

যাবতীয় প্রেম, শত্রুতা ও কার্যে নীচকে উচ্চের জন্য কুরবান করবার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। তাহলে আপনারা ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের অনুরূপ পুরস্কার পাবেন। আজ্ঞাপালনকারীদের পথ অবলম্বন করবেন। আমি তো হযরত সাহেবের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের) মজলিসেও কুরবানীর শিক্ষাই গ্রহণ করতাম। তিনি যখন কিছু বলতেন, তখন আমি অনুসন্ধান করতাম যে, আমার মধ্যে তো এ দোষ নেই?

খোদা তাআলার হুযুরে প্রিয় হওয়ার জন্য রসূলের অনুবর্তীতা অত্যাবশ্যক। "বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার আদর্শ পালন কর, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩২ আয়াত)

সারা দুনিয়া কুরবান করে দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তীতা করতে হবে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম কত বড় কুরবানী করেছিলেন যে, খোদাপ্রেম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট **'মাহবুব'** বলে দেখা যাচ্ছে।

যে কুরবানী করে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। সে আল্লাহ্ তাআলার 'অলি' (বন্ধু) হয়ে পড়ে। তারপর তাকে 'প্রেম-প্রকাশক' করা হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে **'উবুদিয়ত'** দেন। এ মাকামে পৌঁছিলে অনন্ত উন্নতি করা যেতে পারে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালামকেও আল্লাহ্‌তাআলা বলেছিলেন, **"আস্‌লিম"** (আত্মসমর্পন কর)। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন **'আসলামতু লে রাব্বিল আলামীন'** (আমি সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্ম-সমর্পন করলাম")

যাহোক 'উবুদিয়ত'এর এ সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়ার পর এতে **'ইসমাত'** (নিষ্পাপ অবস্থা) জন্মে এবং খোদা তাআলা এরূপ ব্যক্তিকে তবলীগ করবার সুযোগ দেন। তারপর, তার এক প্রকার ধাত (স্বভাবজাত চরিত্র) হয়ে পড়ে। কেউ মানুক বা না মানুক তার মধ্যে এক প্রকার সহানুভূতি জন্মে এবং হৃদয়গ্রাহী প্রত্যক্ষ বাক্য দ্বারা সে লোককে সৎকাজের উপদেশ দেয়। তারপর সময় আসে যখন প্রত্যাদেশ হয় যে, লোকের নিকট 'এরূপ বল'। ব্যক্তি যতই উন্নতি করতে থাকে, খোদার অনুগ্রহ বাড়ে এবং মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

কুরবানীর দৃশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। নিজ নিজ আমল (কর্ম) পরীক্ষা করুন। কথা, কাজ, আনন্দ, আচরণ ও লোকের সাথে মেলামেশা সব বিষয়ই ভেবে দেখুন অধমকে উত্তমের জন্য বর্জন করছেন কিনা? যদি করেন, তবে 'মুবারক' (ধন্য)।

ত্রুটিযুক্ত কুরবানী আমাদের ছাড়তে হবে। আপনাদের কুরবানীতে কোন প্রকার খুঁত যেন না থাকে। শিং-কাটা, কান-কাটা না হয়। কুরবানীর তিনটি উপায় আছে।

(১) ইস্তেগফার, (২) দোয়া ও (৩) সৎ-সঙ্গ। মানুষ সঙ্গ দ্বারা মহাফল লাভ করে। সাধুসঙ্গ লাভ করবেন। কুরবানীর ঈদ তিন দিন। যে আধ্যাত্মিক কুরবানী করে, সে জানে সবই তার জন্য সমান।

আমি আপনাদের সদুপদেশ শুনিয়ে থাকি। খোদা আমল করার তৌফিক দিন।

[১৫ নভেম্বর ১৯৬২ প্রকাশিত পাক্ষিক আহমদী থেকে পূণর্মূদ্রিত। ভাষা রীতি পরিবর্তিত]

ইসলাম ধর্মের অনুপম সৌন্দর্যের এক ঝলক

মূল : হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)
কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়ার কেনবেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ভাষণ

অনুবাদ : **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**

(শেষ কিস্তি)

ইসলামের কতিপয় অন্যান্য বৈশিষ্ট ;

'ইসলামের বৈশিষ্টসূচক চেহারা'–এটি খুব প্রকান্ড এক বিষয়, এবং আমি কেবল এর অল্প ক'টি দিকই এ আলোচনায় তুলে ধরার জন্যে বেছে নিয়েছি। সময়ের স্বল্পতার কারণে সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল কতিপয় সাম্প্রতিক উদ্ধৃতিই উল্লেখ করতে হলো :

১। ইসলাম খোদাকে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মনে করে এবং তাঁর একত্বকে নগ্ন-সাধারণ ভাষায় সরল ও সাদাসিধা এবং বুদ্ধিমান, উভয়ের কাছে বোধগম্য ও মর্মস্পর্শী করে উপস্থাপন করে। ইসলাম খোদাকে এক নিখুঁত অস্তিত্ব, যাবতীয় উৎকর্ষের উৎসমুখ এবং সবধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে ঘোষনা করে। তিনি হচ্ছেন এক জীবন্ত খোদা, যিনি নিজেকে সর্বত্র প্রকাশ করেন এবং যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন এবং তাদের সনির্বন্ধ আবেদনগুলো শ্রবণ করেন। তাঁর কোন একটি গুণও মূলতবি হয় নি ; অতএব, তিনি আগের মতই মানবজাতির কাছে সংবাদাদি প্রদান করেন, এবং সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছার পথসমূহ বন্ধ করেন নি।

২। ইসলাম মনে করে যে, খোদার কথা ও কাজের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। এভাবে ইহা বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার ঐতিহ্যগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেয় এবং তাঁর দ্বারা সীমাবদ্ধকৃত প্রকৃতির নিয়মের উর্ধ্বে কোন বস্তুতে বিশ্বাস করতে মানুষকে নির্দেশ দেয় না। প্রকৃতিকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তা মানবতার হিতসাধনে ব্যবহার করার জন্যে তিনি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন, কারণ, মানবজাতির কল্যাণেই সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩। ইসলাম অকার্যকর দাবীসমূহ পেশ করে না অথবা আমরা যা বুঝিনা, তেমন কিছু বিশ্বাস করতে আমাদেরকে বাধ্য করে না। বিচারবুদ্ধি ও ব্যাখ্যা সহ আমাদের বোধশক্তি এবং আমাদের আত্মার গভীর প্রজ্ঞা ও ধীশক্তিকে সন্তুষ্ট করেই এটা এর শিক্ষাসমূহকে সমর্থন করে।

৪। পৌরাণিক কাহিনী অথবা লোক কাহিনীর উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নয়। ইসলাম মানুষকে নিজের জন্যে এ বিষয়টি পরীক্ষা করার আমন্ত্রণ জানায় এবং মনে করে যে, সত্য সর্বদাই কোন না কোন ভাবে প্রতিপন্নযোগ্য একটি বিষয়।

৫। ইসলামের নাযেলকৃত কিতাবটি হচ্ছে অদ্বিতীয়, যেটা ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা করে। কয়েক শতাব্দী জুড়ে এর বিরুদ্ধবাদীরা তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই বিস্ময়কর কিতাবের এক ক্ষুদ্র অংশের সমকক্ষ কিছু রচনা করতে পারেনি। এই কিতাবের মূল্য কেবল এর অনুপম সাহিত্যিক উৎকর্ষেই নয়, উপরন্তু এর শিক্ষাসমূহের সারল্য ও ব্যাপকতার মধ্যেও নিহিত। একমাত্র কুরআনই ঘোষণা দেয় যে, এর শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোত্তম–অন্য কোন নাযেলকৃত কিতাব এ দাবীটি পেশ করে না।

৬। পবিত্র কুরআন দাবী করে যে, এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলোর উত্তম শিক্ষাসমূহকে সংযুক্ত করেছে, এবং সব স্থায়ী ও ব্যাপক শিক্ষাকে এর ভাঁজে আবদ্ধ করেছে।

কুরআন বলে : "এর মধ্যে রয়েছে স্থায়ী নির্দেশ' এবং 'এটাই বাস্তবে সেই শিক্ষা, যা ইতোপূর্বে ইব্রাহীম ও মূসার গ্রন্থের মাধ্যমে শেখানো হয়েছিল"।

৭। ইসলামের এক বৈশিষ্টসূচক দিক হচ্ছে–এর ঐশী কিতাবটি এক জীবন্ত ভাষায় রচিত। এটা কি কোন কৌতুহলের বিষয় নয় যে, তাহলে নাযেলকৃত অন্য সব কিতাবের ভাষা কি মৃত অথবা আর জীবন্ত নেই? জীবন্ত গ্রন্থ হতে হলে সেটা এক প্রাণবন্ত এবং চিরস্থায়ী ভাষায় রচিত হওয়া জরুরী।

৮। ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে এর নবী দুর্বল ও অনাথ-শৈশব থেকে শুরু করে তদীয় জনগণের অবিসংবাদিত শাসক হওয়া পর্যন্ত মানবীয় অভিজ্ঞতার কল্পনীয় প্রত্যেকটি ধাপ অতিক্রম করেছেন। তাঁর জীবনের প্রতি মিনিটের কর্মের গৃহীতচিত্র খোদার প্রতি অতুলনীয় বিশ্বাস ও তাঁর পথে অবিরত কুরবানীর চিত্র প্রকাশ করে। তিনি এক পরিপূর্ণ ও ঘটনাবহুল কর্মময় জীবন যাপন করে গেছেন এবং মানব প্রচেষ্টার প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিখুঁত আচরণের উদাহরণ রেখে গেছেন। যেহেতু তিনি ছিলেন পবিত্র কুরানের এক জীবন্ত ব্যাখ্যা, তাই এটাই ছিল মানানসই ও যথাযথ, এবং ব্যক্তিগত উদাহরণ দ্বারা তিনি অনাগত সময়ের মানবজাতির পথকে আলোকিত করে গেছেন– যে নির্দিষ্ট কাজটি অন্য কোন নবী দ্বারা পর্যাপ্তভাবে সাধিত হয়নি।

৯। ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে এর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী, যেগুলো যুগে যুগে পুর্ণতা লাভ করে এর অনুসারীদের সর্বজ্ঞ ও জীবন্ত খোদার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে। মূসা নবী ও তার উম্মতদেরকে মিশর থেকে বিতাড়ণকারী ফেরাউনের সংরক্ষিত দেহ সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হওয়ার মত ঘটনার মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া অদ্যাবধি চালু আছে। ধ্বংসের নূতন উপায়ের বিকাশ সম্পর্কিত কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে আরেকটি তাজা উদাহরণ, যেখানে বলা হয়েছে, আগুনকে ক্ষুদ্র কণা সমূহের মধ্যে তালা বদ্ধ করে রাখা হবে যা বিকট ভাবে বিস্ফোরিত হয়ে পর্বতগুলোকে

বাষ্পীভূত করার পূর্বে প্রসারিত ও প্রচন্ড ভাবে আলোড়িত হবে।

১০। ইসলামের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, যখন এটা আখেরাত ও মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলে, তখন এই বিশ্বের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করে, যার পূর্ণতা পরবর্তী জীবন সম্পর্কে এর অনুসারীদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে।

১১। ব্যষ্টিক, সামষ্টিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত-আচরণবিধির যোগান দানে অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ পৃথক। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ প্রত্যেক কল্পনীয় অবস্থাকে এবং যুব ও বৃদ্ধ, নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী, পরিবারের সদস্যবৃন্দ, বন্ধু ও অংশীদার, এমনকি শত্রুর সাথে সম্পর্ককেও বেষ্টন করে। ইসলামের বিবৃত এসব বিধান ও নীতিসমূহ সত্যিকারেই বিশ্বজনীন এবং ইতোমধ্যে কালোত্তীর্ণও বটে।

১২। জাত, ধর্মমত এবং বর্ণগত পার্থক্য প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম মানুষ-মানুষে পরিপূর্ণ সমতা ঘোষণা করে। জন্ম, ধন-সম্পদ, বংশ অথবা বর্ণ কোনটাই নয় বরং মর্যাদা বিচারের একমাত্র মানদন্ড হিসেবে ইসলাম ন্যায়পরায়ণতাকেই গ্রহণ করে। কুরআন বলে ; "নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক মুত্তাকী"। (৪৯ : ১৪) আবারও বলা হয়েছেঃ "এবং পুরুষ অথবা মহিলাদের মধ্যে যারা মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে, তারা-ই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে অপরিমেয় রিয্‌ক দান করা হবে"। (৪০ : ৪১)

১৩। ভাল ও মন্দের এমন এক সংজ্ঞা ইসলাম উপস্থাপন করে, যা একে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করে। মানুষের প্রাকৃতিক নিয়ম প্রসূত আকাঙ্খাগুলোকে ইসলাম মন্দ জ্ঞান করে না; কেবল তাদের অবাধ ও বেমানান সন্তুষ্টিকেই মন্দ জ্ঞান করে। ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, আমাদের প্রাকৃতিক আনুকূল্যগুলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, যাতে সেগুলো সমাজের জন্যে গঠনমূলক ও হিতসাধনকারী হয়।

১৪। ইসলাম নারীদেরকে কেবল সম্পদের উত্তরাধিকারীই বানায় নি, তাদেরকে পুরুষদের সমান অধিকারও দান করেছে; কিন্তু তা এমন কোন পদ্ধতি নয়, যা তাদের দৈহিক গঠনতন্ত্রের বৈশিষ্টসূচক দিকগুলোকে এবং তাদের সন্তান ধারন ও লালন-পালনের স্বতন্ত্র দায়িত্বগুলোকে উপেক্ষা করে।

শান্তির ধর্ম :

পরিশেষে শান্তিকামী সবাইকে আমি এ সুখবর দিতে চাই যে, ইসলামই হচ্ছে সেই একক ধর্ম, যেটা সর্বাবস্থায় ব্যস্টিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও বহির্জাতীয় সর্বস্তরে শান্তি নিশ্চিত করে। এককভাবে ইসলাম এমন এক নাম, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'শান্তি' এবং যে ব্যক্তি মুসলমান হয়, সে একাই শুধু এক নিরাপদ আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করে না, অন্যদেরকেও এর নিশ্চয়তা দান করে এবং সেসব কর্ম পরিত্যাগ করে, যেগুলো পাপ ও ভাঙ্গনের পথে চালিত করে। পবিত্র নবী (সা.) বলেছেন যে, সে-ই মুসলমান, যার কথা ও কাজ অন্যদের কোন ক্ষতি করে না (বুখারী কিতাবুল ঈমান)। ওফাতের অল্প কিছুদিন আগে এবং 'বিদায়-হজ্জ' সম্পাদনের পর পবিত্র নবী (সা.) প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির জন্যে শান্তির এক চিরন্তন সনদ। ইসলাম কেবল মানুষের মধ্যেই শান্তি স্থাপনের নির্দেশই দেয় না বরং মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যেও শান্তি স্থাপনের নির্দেশও দান করে, যাতে একজন মুসলমানের কথা ও কর্ম থেকে কেবল অন্যান্য লোকেরাই শুধু অক্ষত থাকে না, সে নিজেও যেন গুনাহ্‌ থেকে বিরত থাকার প্রতিদান স্বরূপ খোদার ক্রোধ ও ভর্ৎসনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং, একজন মুসলমানের শান্তি এ জগতেও চালু থাকে এবং আখেরাত পর্যন্তও বিস্তৃত হয়।

যদি বিশ্বের জাতিসমূহ ইসলামের শিক্ষাকে অনুসরণ করে, তবে এটাই তাদেরকে বিবাদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। ইসলাম হচ্ছে এক জীবন্ত ধর্ম এবং সেই একই সোপানে থেকে ইসলাম খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হবার দাবী করে, যে স্তরে সুদূর অতীতে এর অবস্থান ছিল। ওহী এবং খোদার সাথে যোগাযোগকে ইসলাম অতীতের বিষয় বলে মনে করে না। এটা বিশ্বাস করে যে, নূহ্‌, ইব্রাহীম, মূসা, যীশু এবং সর্বোপরি ইসলামের মহানবীও স্বর্গীয় আশীষ লাভের যে পথ মাড়িয়ে গেছেন, সেটা এখনো খোলা আছে এবং খোদার সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহীদেরকে সে পথে চলার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

আহমদীয়া আন্দোলন :

ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন বিশ্বাস করে যে, এসব দাবী আমাদের সময়ে এ জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, যিনি ১৮৩৫ সনে ভারতের কাদিয়ান নামক এক দূরবর্তী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তার ব্যক্তিত্বে পূর্ণ হয়েছে। স্বর্গীয় করুণা তাঁকে ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে চলতে সক্ষমতা দান করে, এবং ইসলামের শিক্ষাকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে তিনি সর্বশক্তিমান খোদার সাথে আন্তরিক যোগাযোগ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি স্বর্গীয় ওহী লাভ করেন, যেগুলো তাঁর অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর এমন ভিত্তিও রচনা করে, যেসবের অব্যর্থ-পূর্ণতা তাঁর ওফাতের পরও চলতে থাকে।

স্বর্গীয় নির্দেশ মোতাবেক ১৮৮৯ সনে তিনি ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১৯০৮ সনে কয়েক লক্ষ উসর্গীকৃত ও প্রতিধ্বনিশীল অনুসারীর এক জামা'ত রেখে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মিশন বিস্তার লাভ করছে এবং জামা'তটি সর্বদাই নির্বাচিত খলীফাগণের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে আসছে।

তাঁর মিশনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বলেন : "আমি এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি যে, একমাত্র ইসলামই হচ্ছে এক জীবন্ত ধর্ম। এবং আমি সেসব আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছি, যা অন্যান্য ধর্মের এবং আমাদের ধর্মের সেইসব লোককে পর্যুদস্ত করে, যারা আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ। প্রতিপক্ষীয় প্রত্যেককে আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে পারি যে, লৌকিকতার জ্ঞান, গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং এর পূর্ণ বাগ্মিতার কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে কুরআন হচ্ছে এক অলৌকিক গ্রন্থ। এটা মূসা ও যীশুর কেরামতি অপেক্ষা শতগুণ বেশী কেরামতি ধারণ করে।" (আঞ্জামে আথম-রূহানী খাযায়েন খন্ড-১১, পৃ: ৩৪৫-৩৪৬)

তিনি আরো বলেনঃ আমি এ যুগের অন্ধকারে আলো। যে আমাকে অনুসরণ করে, সে বিপথগামীতা নিশ্চিতকারী শয়তানের খননকৃত গর্ত ও পরিখাসমূহ থেকে রক্ষা পাবে। তিনি (খোদা) আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি বিশ্বকে নম্রভাবে এবং শান্তিতে, এক সত্য খোদার

দিকে পরিচালনা করি, এবং ইসলামের নৈতিক মহত্ত্বসমূহ পুন:প্রতিষ্ঠা করি। এবং যারা সত্যের অন্বেষণ করে, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমাকে স্বর্গীয় নির্দেশনাসমূহ দান করা হয়েছে"। (মসীহ্ হিন্দুস্তাঁ মে)

এখন আমি আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা (আ.)-এর লেখা থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি, যা সমগ্র মানবজাতির প্রতি এক আহ্বান, সেটা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি :

"সেই আয়নাটি, যা তোমাকে সেই উচ্চ অস্তিত্বকে দেখার ক্ষমতা দান করে, তা হচ্ছে মানুষের সাথে তাঁর যোগাযোগ------সত্যের প্রতি উৎসুক আত্মার অধিকারী যে, সে দাঁড়িয়ে যাও এবং সন্ধান কর। আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি, যদি আত্মাগুলো সততার সাথে সন্ধান করে, আর অন্তরগুলোতে সত্যের জন্য পিপাসা থাকে, তবে মানবের উচিত সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক পথের খোঁজ করা। কিন্তু এ পথটি খুলবে কি ভাবে এবং পর্দা উত্তোলিত হবে কেমন করে? এ পথের সব অন্বেষণকারীকে আমি নিশ্চিত করছি যে, কেবলমাত্র ইসলামই এ পথের সুখবর দেয়, কারণ, অন্যগুলো দীর্ঘকাল যাবত খোদার ওহীর উপর একটি মোহর মেরে রেখেছে। কিন্তু, নিশ্চিত হও যে, খোদা এ মোহর মারেন নি; এটা কেবলই এক অজুহাত, যা মানুষ নিজেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। অবশ্য, চোখ না থাকলে যেমন দেখা সম্ভব নয়, অথবা কান না থাকলে শোনা সম্ভব নয়, ঠিক একই ভাবে কুরআনের সাহায্য ছাড়া ঐ প্রেমাস্পদের চেহারার দিকে তাকানোও অসম্ভব। আমি যুবক ছিলাম, আর এখন বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু কখনো এমন কাউকে দেখিনি, যিনি এ পবিত্র প্রস্রবন ব্যতিরেকে অন্য কোথাও থেকে চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক সুধা পান করেছেন"। (ইসলামী উসুল কি ফিলোসফী, পৃ: ১৩১-১৩২)

নি:সন্দেহে এ আহ্বান হচ্ছে প্রত্যেক সেই আত্মার জন্যে এক জীবনদানকারী বার্তা, যে প্রকৃত সত্য সন্ধান করে।

শুভ বিবাহ

গত ০২/০৭/২০১১ তারিখ মোছা: শিউলি আক্তার (কোহিনূর), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, নিশ্চিন্তপুর, পুরুলিয়া গুরুদাসপুর, নাটোর এর সাথে জনাব সোহেল রানা, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার নিশ্চিন্তপুর নাটোর এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯১১/১১

গত ০৮/০৭/২০১১ তারিখ মোছা:রেজওয়ানা মজীদ, পিতা-এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ শ্যামলী, ঢাকা এর সাথে মহীউদ্দিন অভি, পিতা-মোহাম্মদ আবুল কাশেম দক্ষিণ পীরের বাগ, মিরপুর এর বিবাহ ৭,০০,০০০/- (সাতলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯১২/১১

গত ০৮/০৭/২০১১ তারিখ মোছা: জোৎস্না পারভীন, পিতা-আনিসুর রহমান গাজী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ঢালী, পিতা-জনাব হেলাল ঢালী ইছাকুর, ভুরুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ২০,০২১/- (বিশ হাজার একুশ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯১৩/১১

গত ২৪/০৬/২০১১ তারিখ মোছা: মুনিরা জেসমিন, পিতা-মরহুম শামসুল হক, গ্রাম শিবপুর মন্ডলপাড়া, শ্যামপুর, রংপুর এর সাথে নঈম আলম খাঁন, পিতা-মরহুম হামিদ হাসান খাঁন বড় গ্রড় গোলা, দিনাজপুর এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৯১৪/১১

গত ২৯/০৭/২০১১ তারিখ মোছা: তাহমিনা বুশরা, পিতা-মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান, পাওয়ার হাউজ শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ ফাহাদ আরাফাত, পিতা-মোহাম্মদ মাওলা বক্স ১৪০, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা এর বিবাহ ৫,৫০,০০০/- (পাঁচলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯১৫/১১

গত ১২/০৮/২০১১ তারিখ মোছা: শামিমা আহমেদ, পিতা-মোকাব্বের আহমদ, নেভার হেরন ইসরাত ৩/৩১ ২০৬০/ইন্টারপেন, বেলজিয়াম এর সাথে রাশেদুল আলম, পিতা-এ, বি, এম শফিউল আলম (বরকত) ১৫৯ শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ ৩,০০০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯১৬/১১

গত ০৮/০৯/২০১১ তারিখ মোছা: নিগার সুলতানা (নাইয়ার), পিতা-শাহীদ আহমদ, বাড়ী#৬৭৬, রোড#৩২, ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা ১২০৯ এর সাথে আহসান আহমদ চৌধুরী, পিতা-বি, এ, এ, খান চৌধুরী appt#5/A.বাড়ী ১০, মিরপুর এর বিবাহ ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং- ৯১৭/১১

গত ০৭/১০/২০১১ তারিখ মোছা: তাসলিমা আক্তার (মিমি), পিতা-মরহুম ইসহাক আলী, বলাশপুর, চড়পাড়া ময়মনসিংহ এর সাথে মোহাম্মদ বশীর উদ্দিন, পিতা-মোহাম্মদ রবিউল হক মিরপুর ঢাকা এর বিবাহ ১.৮০,০০০/- (একলক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৯১৮/১১

গত ২১/০২/২০১১ তারিখ মোছা: ইয়াছমিন বেগম, পিতা-মোহাম্মদ সুলতান আহমদ, বেরাজালী, গৌরারং, সুনামগঞ্জ এর সাথে আব্দুল কুদ্দুছ, পিতা-মোহাম্মদ আরজু মিয়া জামালপুর (হবিগঞ্জ) এর বিবাহ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৯১৯/১১

গত ২৫/০৭/২০১১ তারিখ মোছা: নাছরিন বেগম, পিতা-আব্দুল হাফিজ হক, শালশিড়ি এর সাথে এস, এম, রাফিকুল ইসলাম, পিতা-এস, এম, এনামুল হক, মহারাজপুর, নাটোর এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৯২০/১১

গত ১৬/০৪/২০১১ তারিখ মোছা: আক্তার বানু (বিথী), পিতা-মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক, উত্তর সাজুরিয়া, নাটোর এর সাথে মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুর রহমান তেবাড়ীয়া উত্তর পাড়া, নাটোর এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৯২১/১১

গত ২২/০৯/২০১১ তারিখ মোছা: নাসিমা আক্তার (সাথী), পিতা-নাসির উদ্দিন মুন্সি, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে ওয়াসিম আহমদ (পিয়েল), পিতা মরহুম ডা: আব্দুল গফুর ছাতিয়ারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিবাহ ২,০০,০০১/- (দুইলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ৯২২/১১

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ ھوالناصر

دارالافتاء
سلسلہ عالیہ احمدیہ
فون 047-6211942
36/19.09.11

مکرم ومحترم مؤمن الرشید صدیقی صاحب (ڈھاکہ)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کا خط دارالافتاء میں موصول ہوا۔ آپ نے دریافت کیا ہے کہ کیا فکسڈ ڈیپازٹ سکیم یا ڈیپازٹ پینشن سکیم کے ذریعہ ملنے والا Interest حرام ہے؟

جواباً تحریر ہے جن سکیموں میں نفع اور نقصان میں شراکت کی شرط ہو ان میں رقم لگا کر نفع لینا جائز ہے اور جن سکیموں میں قبل از وقت طے شدہ شرح کے مطابق رقم پر معین وقت کے ساتھ معین منافع دیا جاتا ہے اور نقصان میں شراکت کی شرط نہیں ہوتی ایسا منافع سود ہے، جو ناجائز ہے۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ:

''کُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِّنْ وُجُوْهِ الرِّبَا.''

ہر وہ قرض جس پر نفع حاصل کیا جائے وہ سود کی قسم سے ہے۔

(سنن الکبری للبیھقی کتاب البیوع باب کل قرض جر منفعة فھو ربا)

حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:۔

"شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کیلئے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے۔ چنانچہ انبیاء ہمیشہ شرائط کی رعایت رکھتے آئے ہیں۔ اگر بادشاہ کچھ روپیہ لیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے اور دینے والا اس نیت سے نہیں دیتا کہ سود ہے تو وہ بھی سود میں داخل نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کی طرف سے احسان ہے۔ پیغمبر خدا نے کسی سے ایسا قرضہ نہیں لیا کہ ادائیگی کے وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرور زیادہ (نہ) دیا ہو۔ یہ خیال رہنا چاہیئے کہ اپنی خواہش نہ ہو۔ خواہش کے برخلاف جو زیادہ ملتا ہے وہ سود میں داخل نہیں ہے..... اس قسم کا روپیہ جو کہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ اسی حالت میں سود ہوگا جبکہ لینے والا اس خواہش سے روپیہ دیتا ہے کہ مجھ کو سود ملے۔ ورنہ گورنمنٹ جو اپنی طرف سے احساناً دیوے وہ سود میں داخل نہیں ہے"

(البدر 27 مارچ 1903ء صفحہ 75)

مجلس افتاء نے سود کی درج ذیل تعریف سفارش کے ساتھ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی جسے حضور نے 20.02.1961 کو منظور فرمایا:

''شرع میں سود کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص اپنے فائدہ کے لیے دوسرے کو قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے جو محض روپیہ کے معاوضہ میں حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گھاٹے کا عقلاً امکان نہیں ہوتا۔ یہ مالی فائدہ مدت معینہ پر پہلے سے مقدار، جنس یا رقم کی صورت میں معین ہوتا ہے۔''

(رجسٹر فیصلہ جات مجلس افتاء صفحہ 4 غیر مطبوعہ)

پاکستان میں حکومت کے زیر انتظام محکمہ ڈاکخانہ اور سیونگ سرٹیفکیٹ کے تحت رقوم جمع کروانے والے کو معین مدت کے بعد قبل از وقت طے شدہ شرح کے مطابق منافع دیا جاتا ہے۔ اس کی بابت مجلس افتاء نے درج ذیل سفارش حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کی جسے حضور نے منظور فرمایا:

''ہر ایسا مالی معاہدہ جس پر سود کی تعریف صادق آتی ہے خواہ وہ فرد اور فرد کے درمیان ہو یا حکومت اور فرد کے درمیان ہو ایک ہی حکم رکھتا ہے اور شرعاً حرام ہے۔

رائج الوقت پوسٹل اور سیونگ سرٹیفکیٹس کے معاہدات بھی ابھی موجودہ شرائط کی رو سے سود قرار پاتے ہیں۔

موجودہ صورت میں حکومت کے جاری کردہ قرضہ جات پر بھی سود کی تعریف اطلاق پاتی ہے۔

لیکن جائز ہوگا کہ سود لئے بغیر حکومت کو قرض دیا جائے اور اگر بامر مجبوری سود لینا پڑے تو اسے اشاعت اسلام میں دے دیا جائے۔''

مجلس افتاء کی یہ رپورٹ 09.08.65 کو سیدنا حضرت مصلح موعودؓ کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی۔ جس پر حضور نے فرمایا:

"ٹھیک ہے۔"

(رجسٹر فیصلہ جات مجلس افتاء صفحہ 32)

والسلام

دعاؤں کا طالب

مبشر احمد کاہلوں
مفتی سلسلہ احمدیہ

দারুল ইফতাহ্

সিলসিলা আলিয়া আহমদীয়া
ফোন : ০৪৭-৩২১১৯৪২

৩৬/১৯.০৯.২০১১

ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম অথবা ডিপোজিট পেনশন স্কীম ও পোষ্টাল সেভিং স্কীম সম্বন্ধে মুফতি সিলসিলাহ্‌র ফতওয়া

মোকাররম ও মোহতরম মোমেনুর রশীদ সিদ্দিকী সাহেব (ঢাকা)।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার চিঠি দারুল ইফতায় পৌঁছেছে।

আপনি প্রশ্ন করেছিলেন, **ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম অথবা ডিপোজিট পেনশন স্কীম-এর মাধ্যমে অর্জিত সুদ হারাম কিনা?**

উত্তর এই যে, যে সকল স্কীম লাভ ও ক্ষতির মাঝে অংশগ্রহণের শর্ত রয়েছে সেক্ষেত্রে টাকা লাগিয়ে লাভ নেয়া বৈধ। কিন্তু যে সকল স্কীমে শুধুমাত্র নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পরিমাণ টাকার উপর নির্ধারিত পরিমাণ লাভ নিয়ে থাকে কিন্তু ক্ষতির ক্ষেত্রে কোন শর্ত থাকে না তবে এর লভ্যাংশ নেয়া সুদ, যা অবৈধ।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন–

"কুল্লু কারযিন জার্‌রা মানফাআতান ফাহুওয়া ওয়াজ্‌হুম মিন উযুহির্‌ রিবা"

অর্থাৎ প্রত্যেক এমন ঋণ যাতে শুধু লাভ নেয়া হয় তা সুদের অন্তর্ভুক্ত।

(সুনানুল কুবরা, লিলবায়হাকী, কিতাবুল বু'য়ু, বাব কুল্লু কারযিন জাররা মানফাআতান ফাহুয়া রিবা)

হযরত আকদাস মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেছেন–

ইসলামী শরীয়তে সুদের সংজ্ঞা হলো, এক ব্যক্তি তার লাভের জন্য অন্যকে টাকা ধার দিয়ে থাকে এবং লভ্যাংশ নির্ধারিত করে। এই সংজ্ঞা যেখানে সত্য সাব্যস্ত হয় সেটিকে সুদ বলা হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি টাকা ধার নিয়েছে এবং কোন ধরনের প্রতিজ্ঞা করে নাই এবং নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কিছু বাড়িয়ে (ফেরৎ) দেয় তাহলে সেটি সুদ হবে না। অতএব, নবীগণ সর্বদা শর্তসমূহ বিবেচনাধীন রেখেছেন। কোন বাদশাহ্‌ যদি টাকা নেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে (ফেরৎ) দেন এবং দাতা সুদ পাওয়ার নিয়তে ধার দেন নাই তাহলে এটিও সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি হবে বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ।

আল্লাহ্‌র নবী (সা.) যখনই কারো নিকট থেকে এমন ঋণ গ্রহণ করেছেন তা আদায় করার সময় কিছু না কিছু অবশ্যই বাড়িয়ে ফেরৎ দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে, নিজের মনে (বেশী পাওয়ার) আকাঙ্খা যেন না থাকে। লোভ ছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে যা আপনা আপনি পাওয়া যায় তা সুদ নয়। সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত টাকা কেবল তখনই সুদ হবে যখন (লভ্যাংশ) গ্রহণকারী সুদ লাভের উদ্দেশ্যে টাকা ধার দেয়। তা না হলে সরকার নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ যা দিয়ে থাকে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। [আল বদর, ২৭ মার্চ, ১৯০৩, পৃ. ৭৫]

মজলিস ইফতা সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.)-এর নিকট সুদের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা উপস্থাপন করে যা তিনি ২০.০২.১৯৬১ সালে অনুমোদন করেছেন। শরীয়তে সুদের সংজ্ঞা হচ্ছে, এক ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য অন্যকে ঋণ দেয় আর লভ্যাংশ নির্ধারিত করে নেয় যা শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে অর্জন করা হয় এবং এর সাথে (বাহ্যতঃ দৃষ্টিতে) ক্ষতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই আর্থিক লাভ নির্ধারিত সময়ের পূর্ব থেকেই পরিমাণ, উপকরণ অথবা নগদ টাকায় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

(রেজিষ্টার, মজলিস ইফতার সিদ্ধান্ত পৃ. ৪)

পাকিস্তানে (মুফতি সাহেব নিজের দেশের উদাহরণ দিচ্ছেন–অনুবাদক) সরকারের ব্যবস্থাপনাধীন ডাকঘর বিভাগ এবং সেভিং সার্টিফিকেট-এর অধীনে যারা টাকা রাখেন তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের পর নির্ধারিত হারে মুনাফা দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে মজলিস ইফতা নিম্নবর্ণিত সুপারিশ হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রা.)-এর নিকট উপস্থাপন করেন যা তিনি অনুমোদন করেন। "প্রত্যেক এরূপ আর্থিক চুক্তি যা সুদের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয় তা দুই ব্যক্তির মাঝেই সম্পাদিত হোক বা সরকার ও ব্যক্তি বিশেষের মাঝেই হোক সেই ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য আর তা শরীয়তের দিক থেকে হারাম। বর্তমানে প্রচলিত পোষ্টাল সেভিং সার্টিফিকেটের চুক্তিও বর্তমান শর্তের দিক থেকে সুদ আখ্যায়িত হয়।

বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে জারিকৃত ঋণের ক্ষেত্রেও সুদের সংজ্ঞা প্রযোজ্য। কিন্তু সুদ না নিয়েই সরকারকে ঋণ দেয়া বৈধ হবে। আর যদি বাধ্য হয়ে সুদ নিতেই হয় তাহলে তা যেন 'ইশায়াতে ইসলাম" ফান্ড-এ দিয়ে দেয়া হয়।"

মজলিস ইফতা কমিটির এই রিপোর্ট ০৯.০৪.১৯৬৫ সালে সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়। এতে তিনি (রা.) বলেন– "ঠিক আছে"।

(রেজিষ্টার মজলিসে ইফতার সিদ্ধান্ত পৃ. ৩২)

ওয়াসসালাম
দোয়াপ্রার্থী
মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন
মুফতী সিলসিলা আহমদীয়া

“নাম সর্বস্ব মৌলবীরা নন, ইসলামের সজীবতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর জামাতের সাথে সুসংবদ্ধ”

“নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের প্রাণপ্রিয় নেতার স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বৃহত্তম মসজিদ উদ্বোধন”

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের ক্রমোন্নতির ধারা এর প্রথম তিনশত বছরের মাথায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, শুরু হয় এক অমানিশার যুগ। ঐশী নিদর্শনের তাজা অনুশাসনের অনুপস্থিতিতে এর অনুসারীরা ইসলামের প্রকৃত আদর্শ বিস্মৃত হয় এবং বিলাসী জীবন যাপনের ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে হীন-পদস্থ হয়ে পড়ে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকরা সমগ্র বিশ্বে তাদের আধিপত্য বিস্তারের কাজে লেগে যায় আর তাদের বিভিন্ন কুটচক্রের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান ও তাদের তথাকথিত আলেমরা খ্রীষ্টান হয়ে যায়। দুনিয়াতে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। সাধারণ মুসলমান, যারা ইসলামের ধ্বজাধারী, তারাও পীর-পূজা, কবর-পূজা, ফিরকাবাজী, অর্থ লিপ্সা, ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে এবং এভাবে ইসলামের পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ তথা প্রকৃত ইসলাম থেকে বহু দুরে ছিটকে পড়ে। তাদের মধ্যে আরেকটি এমন শ্রেণীও দাঁড়িয়ে যায়, যারা পবিত্র কুরআনের অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যা করে গায়ের জোরে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের ফতোয়া প্রদান ও তা অনুশীলন করে শান্তির ধর্ম ইসলাম ও এর প্রবর্তক পবিত্র নবী (সা.) এর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনে তৎপর হয়। তাদের এসব কর্মকান্ডের পেছনে মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ধর্মের নামে ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থ হাসিল করা।

এমতাবস্থায় পরম করুণাময় আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনে এবং ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শিরোভাগে ভারতবর্ষের কাদিয়ানে তাঁর মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটান, যার পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ। তিনি এবং তাঁর খলীফাগণ বিগত শতোর্ধ বছরে সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়াত বা খাঁটি ইসলাম প্রচার করেন। এতে হাল নাগাদ বিশ্বের ২০০টির বেশী দেশে খাঁটি ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। পশ্চিমাবিশ্ব, যেখানে এযাবৎকাল খ্রীষ্টধর্মের একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজ করতো, সেসব দেশেও ইতোমধ্যে প্রকৃত ইসলামের পতাকা উড়তে শুরু করেছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা মহাদেশসমূহের বিভিন্ন দেশ এবং অনেক দ্বীপ দেশেও আল্লাহর ফজলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ তাদের অতীতের ধর্ম- বিশ্বাস ত্যাগ করে আহমদীয়াত বা খাঁটি ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্ক্যান্ডেনেভিয়া দেশ নরওয়েতেও আহমদীয়াত প্রসার লাভ করেছে এবং অতি সম্প্রতি দেশটির রাজধানী শহর ‘ওসলো’তে সে দেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ আহমদীয়া মসজিদ, ‘বাইতুল নাছের’ স্থাপিত হয়েছে, যা বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) দাপ্তরিকভাবে উদ্বোধন করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত ইন্টারন্যাশনালের প্রেস রিলিজ থেকে প্রাপ্ত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :–

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে জুমুআর খুতবার মাধ্যমে অসলোতে দাপ্তরিকভাবে 'বাইতুল নাছের' মসজিদ উদ্বোধন করেন। মসজিদটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ এবং ৪৫০০ মুসল্লির ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। বেশ দূর থেকে দৃশ্যমান এ মসজিদটি ইতোমধ্যে জাতীয় মসজিদ এবং শান্তির প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

মসজিদটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত নরওয়ে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে ১২০ জনেরও অধিক অতিথি উপস্থিত হন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নরওয়ের প্রেসিডেন্ট জনাব জারতেশ মুনির খান অতিথিদেরকে স্বাগত জানান এবং জানান যে মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে জামাতের নিজস্ব তহবিল দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। তিনি বলেন, হাজার হাজার আহমদী মুসলমান এ প্রকল্পে চাঁদা দিয়েছেন, যাদের মধ্যে একজন তাঁর বাড়ী এবং অপরজন নিজ গাড়ী বিক্রয় করেও এ তহবিলে চাঁদা দিয়েছেন।

দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গ্রীটি ফারেমো প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং প্রধান মন্ত্রী জেনস স্টলেনবার্গ প্রদত্ত একটি বার্তা উপস্থাপন করেন। বার্তাটিতে তিনি বলেন,

"ধর্মের বিষয়ে নতুন নরওয়ে সর্বদাই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং আমরা অবশ্যই আমাদের সব দরজা খুলে দেবো এবং অন্য সবাইকে আমন্ত্রন জানাবো, যেভাবে আজ আমরা এখানে দেখছি। আমার জন্যে এটা প্রার্থনার স্থান না হলেও আমি এখানে আসল উষ্ণতা অনুভব করছি"।

মূল বক্তৃতায় হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ ২২ জুলাই, ২০১১ইং তারিখে নরওয়েতে সংঘটিত সন্ত্রাসী আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে হুযূর বলেন, "নিশ্চিত থাকুন যে, প্রত্যেক আহমদী, যে এই মসজিদে প্রবেশ করে, মানবজাতির জন্যে এক খাঁটি ও গভীর ভালবাসা রাখবে এবং পূর্ণভাবে এদেশের আইনসমূহ মেনে চলবে। নিশ্চিত থাকুন যে, এ মসজিদে প্রবেশকারী প্রত্যেক আহমদী নিষ্ঠুরতা দূর করার সব প্রচেষ্টায় সর্বাগ্রে অবস্থান করবে"।

আহমদীরা কুরআন মেনে চলে বিধায় নিষ্ঠুরতাসমুহের চর্চাকরী উগ্রবাদীদের দ্বারা চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে তারা প্রায়শ:ই শিয়া ও সুন্নীদের হাতে নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে চলছে, যারা তাদেরকে 'কাফির' বলে গন্য করে। অল্প কিছুদিন আগেও নরওয়ের সংবাদ সংস্থাগুলো অস্‌লোর এ ৪র্থ মসজিদের বিষয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না।

অসলোর ফুরুসেটে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নরওয়ের এ মসজিদটি ওস্‌লোর নতুন ৪র্থ মসজিদ যা শুক্রবারে দাপ্তরিকভাবে উন্মুক্ত করা হয়। এটা হবে নরওয়ের সর্ববৃহৎ মসজিদ।

ওস্‌লো সিটির ৪ লেনের প্রথান পথ ই-৬ ধরে এয়ারপোর্টের আন্তর্জাতিক টার্মিনালের দিকে আগ্রসর হলে অথবা এর উল্টোপথে চললে ফুরুসেট মসজিদটির পাশ দিয়েই যেতে হবে। আন্তর্জাতিক যাত্রী, কুটনীতিবিদ এবং পর্যটক, যারা এয়ারপোর্টের পথে আসা-যাওয়া করবে, এ মসজিদটি অবশ্যই তাদের নজরে আসবে। নরওয়ের আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট ও ই-৬ মটর যানের চলাচল পথে অবস্থিত ওসলোর প্রধান রাজধানীর মাঝখানে এ মসজিদটি ছাড়া আর কোন ধর্মীয় প্রতীক নেই।

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা প্রধান সড়কের পাশে অবস্থিত এই ধর্মীয় প্রতীকটি দ্বারা অনেকটা ব্যর্থতা অনুভব করে। নরওয়ে হচ্ছে শান্তি ও মঙ্গলকামী একটি দেশ, যেটা সব ধর্মের মানুষকে খোশ আমদেদ জানিয়ে থাকে। নরওয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গমনকারী সব আন্তর্জাতিক যাত্রীদেরকে এ মসজিদটি নরওয়ের ধর্মীয় মূল্যবোধে ইসলামের বাণী প্রেরণ করে থাকে।

শান্তি ও সহিষ্ণুতার সাথে এ ধরনের সুবিধাজনক স্থানে একটি মসজিদ অবমুক্ত করা যাত্রী, পর্যটক এবং মুসলমান কূটনীতিকদের জন্যে সুবিধাজনক না হলেও এভাবেই ইসলামের জন্যে জায়গা দাবী করার কাজ এগিয়ে চলছে। যাহোক, ভিন্নমতের অনুপস্থিতিতে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, যদি না তা নরওয়ের কোন নাগরিক তার দেশের এ পরিবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে ব্যথিত হয় অথবা কোন মুসলমান 'কাদিয়ানী মসজিদ' উল্লেখ করে বিরক্ত হয়।

আবু সালমান তারেক

যারা হজ্জে যেতে চান

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলামী ইবাদতগুলোর মধ্যে হজ্জের গুরুত্ব অপরিসীম যা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মহান আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ঘর বায়তুলাহ বা খানা কাবা এবং বিশ্ব নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী হযরত খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লালাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র রওজা মুবারক জিয়ারতের সাধ প্রতিটি মুসলমানেরই হৃদয়ে জাগে। হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা করা বা কোন কিছুর সংকল্প করা। ইসলামি পরিভাষায় এর অর্থ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জিলহজ্জ মাসের ৮ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র কাবা এবং কয়েকটি বিশেষ স্থানে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) নির্দেশ অনুযায়ী জিয়ারত, তাওয়াফ, অবস্থান করা এবং নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করা।

পবিত্র কুরআনে এই ইবাদত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে- 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা সেসব লোকের জন্য ফরজ যারা সে পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে এটা অস্বীকার করে সে জেনে রাখুক আলাহ জগৎসমূহের মোটেও মুখাপেক্ষি নন' (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)। এ ইবাদত আর্থিক ভাবে অসঙ্গতি সম্পন্ন মুসলমানের জন্য ফরজ নয় এবং যার জানের নিরাপত্তা নেই তার ক্ষেত্রে হজ্জ ফরজ নয়। শুধু দৈহিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সমর্থবান মুসলমানদের জন্যই এই ইবাদত ফরজ করা হয়েছে।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জব্রত পালন করে আর কোন ধরনের অশালীন কথাবার্তা ও পাপ কাজে লিপ্ত না থাকে সে যেন নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ অবস্থায় হজ্জ থেকে ফিরে এলো' (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে অনেকেই পয়সার জোরে প্রতিবছর হজ্জ সম্পাদন করেন আর প্রতি বছরের গুনাহ-খাতা মাফ করিয়ে আনেন। হজ্জ পালন করলেই নিষ্পাপ হয়ে যাব, এমন এক অদ্ভুদ মনমানসিকতাও আমাদের সমাজের অনেকের মাঝে বিরাজ করে। মহান খোদা তাআলা যাদেরকে হজ্জ করার সামর্থদান করেছেন তাদের উচিৎ কেবল খোদা তাআলাকে লাভ করাই যেন উদ্দেশ্য হয়। আর পূর্বের সব দোষ-ত্রুটির ক্ষমা চেয়ে মু'মিন-মুত্তাকী হয়ে বাকী জীবন অতিবাহীত করাই হজ্জের উদ্দেশ্য।

যারা হজ্জে যেতে চান তাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য কয়েকজন হাজীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করছি:

হজ্জে যাওয়ার সময় অবশ্যই ভালো জামাকাপড় নিবেন। জুতা, স্যান্ডেল, ব্রাশ, টুপি, হাতব্যাগ, বেল্ট যা না হলেই নয় তা সঙ্গে নেবেন। সুই-সুতা, সেফটি পিন, রেজার, কাঁচি, বে?ড, ঘড়ি, কলম, কাগজ, নোটবুক, মোবাইল, চার্জার, নেইল কাটার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস লাগেজ এবং হ্যান্ডব্যাগে রাখবেন। মনে রাখবেন বোঝা যত ছোট রাখা যায় ততই ভালো। তবে হাজীদের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসই মক্কা ও মদীনা শরিফে পাওয়া যাবে তবে দাম একটু বেশি হবে।

যাওয়ার আগে সঙ্গী নির্বাচন করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদেশে অসুস্থ হয়ে পড়লে অথবা কোন অসুবিধা হলে সঙ্গের লোকেরা সহযোগিতা করে থাকেন। এমনিতেও কমপক্ষে তিনজনের একটি ঘনিষ্ঠ দল থাকা ভালো। ভিড়ে হারিয়ে গেলে অথবা পথ হারিয়ে ফেললে বা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে তিনজনের পারস্পরিক সহযোগিতায় অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। অবশ্যই একজনকে আমীরে কাফেলা নির্বাচন করবেন। তার আদেশ-নিষেধকে মেনে চলার চেষ্টা করবেন। এছাড়া বিভিন্ন তথ্যাদি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পাসপোর্ট বা হজ্জ পাসের ফটোকপি এবং প্রয়োজনীয় দেশী-বিদেশী টেলিফোন নম্বর দু'টি পৃথক স্থানে রাখা উচিত। যারা চশমা ব্যবহার করেন তারা দু'জোড়া চশমা রাখা উচিত। জরুরী ওষুধ যেমন হার্টব্যাধি, ডায়াবেটিস, প্রেসার ইত্যাদির ওষুধ দুটি ভিন্ন জায়গায় রাখা দরকার, তবে হাতের কাছে রাখবেন যাতে সহজেই পাওয়া যায়।

যারা পবিত্র হজ্জব্রত পালন করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই পানি বেশি পান করবেন তবে মনে রাখবেন খাবার বেশি খাবেন না যতটুকু খেলে চলে ততটুকুই খাবেন। আপনি খুব বেশি খাবার খান তাহলে আপনার ইবাদতে কষ্ট হবে। রোদের জন্য ছাতা ব্যবহার করতে পারেন। তাই ছোট একটি ছাতা সাথে নিয়ে গেলেই ভালো হয়। যদি কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পরেন তাহলে ভয় না পেয়ে হাজীদের জন্য যে চিকিৎসা ক্যাম্প রয়েছে সেখানে যাবেন।

মহিলা হাজীদেরও হজব্রত পালন করতে তেমন কোন সমস্যা হয় না। তবে যেসব মহিলারা হজ্জে যাচ্ছেন তারা একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখবেন তাহলো আপনার ক্যাম্প থেকে বের হয়ে কোথাও একা একা যাবেন না। এতে হয়তো আপনি রাস্তা ভুলে গিয়ে ক্যাম্পে ফেরত আসাটা কষ্টকর হয়ে দাড়াঁবে। তাই কোথাও যেতে হলে যার সাথে হজ্জে যাচ্ছেন তাকে সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

সঠিকভাবে হজ্জের নিয়ম-কানুন পালন করে হজ্জ সম্পন্ন করার জন্য শক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। দেখা যায় সব কিছু পরিপূর্ণভাবে করতে বৃদ্ধদের অনেক কষ্টকর হয়। এছাড়া আফ্রিকান হাজীরা যখন দল বেধে শয়তানকে পাথর মারতে যায় বা হাটাচলা করে তখন পাশে কে আছে তা তারা খেয়াল করে না যার ফলে অনেক সময় বৃদ্ধ হাজীরা মাটিতে পড়ে যান এবং একারনে মৃত্যুবরণও করতে হয়। যারা হজ্জ করেছেন তাদের অনেকেরই মত ৫০ বছরের মধ্যেই হজ্জ সম্পন্ন করা উচিত। আমরা দেখি যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ হাজীরা জীবনের শেষ দিকে হজ্জ করতে যান এটা কিন্তু তাদের জন্য কষ্টকর। শুনেছি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরা যৌবনেই হজ্জ করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

মহান খোদা তাআলা সকলকে সঠিক নিয়্যতে সুন্দর ও সুস্থ্যমতে হজ্জ পালন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

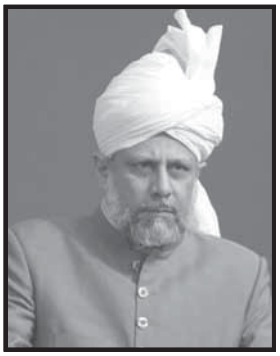

আহমদী ছাত্রদের প্রতি হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) - এর জরুরি নির্দেশাবলী

১. প্রত্যেক আহমদী ছাত্রের এই কথা মনে রেখে লেখাপড়া করা উচিৎ যে তাকে সবচেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করতে হবে এবং সেই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে করাটা তার ওপর একটি ইসলামিক দায়িত্ব এবং তাকে অবশ্যই তার অর্জিত জ্ঞানকে মানবতার কাজে ব্যবহার করা উচিৎ।

২. হুযূর আকদাস আরো বলেন যে ভবিষ্যতে ভালো শিক্ষা ছাড়া কারো পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে না।

৩. হুযূর আকদাস আরো উপদেশ দিচ্ছেন যে প্রত্যেককে যথাসম্ভব উচ্চ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হতে কেননা মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানী লোকের কথা বেশী গুরুত্ব সহকারে গ্রহন করে। যদি আহমদীরা ধার্মীক, ন্যায়পরায়ন এবং সেই সাথে শিক্ষিত হয় তাহলে সাধারনভাবেই অন্যেরা তাদের প্রতি অকৃষ্ট হবে। যদি ধর্মের উদ্দেশ্যে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা হয় সেক্ষেত্রে জাগতিক জ্ঞানও ধর্মীয় জ্ঞানে পরিনত হবে।

৪. হুযূর আকদাস উপদেশ দিয়ে বলেন যে পিতা মাতা শিক্ষিত হোক বা না হোক প্রত্যেক শিশুরই তালিম পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই কারণে প্রত্যেক পিতা-মাতার তার সন্তানের শিক্ষাকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের মধ্যে আহমদী শিশুদের হতে হবে সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত এবং দেশকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন।

৫. পিতা-মাতার এমন পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেন তাদের সন্তানেরা সঠিক ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করতে পারে এবং তার পাশাপাশী জাগতিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হতে পারে। প্রত্যেক আহমদী শিশু সে ছেলে হোক অথবা মেয়ে, তার অগ্রযাত্রা হবে শিক্ষার দিকে।

৬. আহমদী ছাত্রদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং সেই সাথে তাদের অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াও আবশ্যক কারণ ভবিষ্যতে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা থাকবে তাদের হাতে। আহমদী ছাত্রদের কোন অবস্থাতেই তাদের সময় নষ্ট করা উচিৎ নয় বরং তাদের পুরো মনোযোগ শিক্ষা অর্জনের জন্য দেয়া প্রয়োজন তাই তাদেরকে বাজে কাজে সময় নষ্ট করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এটি নিশ্চিত করার জন্য পিতা-মাতাদেরকে তাদের সন্তানদের সঠিক তত্বাবধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. আহমদী ছাত্রদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনা অত্যন্ত উচু পর্যায়ের হওয়া উচিৎ। তাদের ইবাদতে নিয়োজিত হতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং সময় নষ্ট করা মোটেই উচিৎ হবে না। তাদের চেষ্টা করতে হবে তারা যেন তাদের পরীক্ষাগুলোতে শতকরা ৮০ ভাগ অথবা তারচেয়েও বেশী নম্বর পায়। তাদের চেষ্টা করা উচিৎ তারা যেন তাদের শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করতে পারে। আহমদী ছাত্রদের বোর্ড এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অন্তত দশটি স্থান অধিকার করার চেষ্টা করা উচিৎ।

৮. আহমদী মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জনের সময় অবশ্য অবশ্যই কুরআনের নির্দেশনা অনুসরন করে পরদার দিকে লক্ষ্য রেখে পোশাক নির্বাচন করা উচিৎ। আহমদী মেয়েদের বিষয় নির্বাচনের সময় এমন কোন বিষয় পছন্দ করা উচিৎ হবে না যা নিয়ে পড়ালেখা করতে গেলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়; যেমন ভুতত্ববিদ্যা। আহমদী মেয়েদের যখন বিয়ের বয়স হয়ে যায় তখন তাদের বিয়ে করা উচিৎ এবং বিয়ের পরেও তারা তাদের শিক্ষা অর্জন চালিয়ে যেতে পারে।

৯. ক্লাসে যে সব বিষয়ে পড়ানো হয় ছাত্রদের উচিৎ সে সব বিষয় বাসায়ও প্রতিদিন পড়া। দশম শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্রদের বাসায় দিনে অন্তত ৪ ঘন্টা করে পড়া উচিৎ। উপরের শ্রেণীর ছাত্ররা যারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদের অন্তত দিনে ৬ ঘন্টা করে বাসায় পড়া উচিৎ। আমেরিকার ছাত্রদের প্রতিদিনের গড় পাঠগ্রহনের সময় (ক্লাস রুম এবং বাসায় পড়া মিলিয়ে) প্রায় ১৪ ঘন্টা। ইউরোপের ছাত্রদের প্রায় ১৩ ঘন্টা আর রাশিয়ান ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই সময় প্রায় প্রত্যহ ১২ ঘন্টা।

১০. স্কুলে ও কলেজে পড়া প্রত্যেক আহমদী ছাত্রের আচড়নে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ঠে আহমদীয়াত তথা সঠিক ইসলামের সকিয় গুনাবলী থাকা আবশ্যক। যখন অন্য সব ছাত্রের ক্ষেত্রে কাছে ধর্মীর শিক্ষার অবস্থান জাগতিক শিক্ষার পরে। আহমদী ছাত্রদের ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়ীত্ব নিতে হবে। তাদের এই বার্তা প্রচার করা উচিৎ যে ইসলামেই জীবনের সমস্ত বিষয়ের সঠিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। আহমদী ছাত্রদের উচিৎ জীবন্ত ইসলামের প্রতিফলন হয়ে ওঠা।

১১. আহমদী ছাত্রদের কুরআনের শিক্ষা থেকে লাভবান হওয়া উচিৎ, সেই সাথে আল্লাহ তাআলার প্রতি তার নেয়ামত সমুহের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে জীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদ করা। তাদের অবশ্যই প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা উচিৎ। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সঠিকভাবে বুঝে আন্তরিকতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তাকে সকল অবস্থায় রক্ষা করবার ওয়াদা করেছেন। আহমদী ছাত্ররা তাদের নিজের জীবনে আল্লাহ্ তাআলার দেয়া এই অঙ্গিকারকে স্মরন রেখে অনেক বেশী রুহানী ফজীলতের অংশিদার হতে পারে।

১২. ধর্মীয় শিক্ষা আহমদি ছাত্রদেরকে আরো ভালো অবস্থানে নিয়ে যাবে। তাদের ধর্ম শিক্ষা নেয়া উচিৎ, আল্লাহ্ এবং তার জামাতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন এবং ন্যায়পরায়ন হওয়া আবশ্যক। যারা আহমদী ছাত্রদেরকে দেখবে তারা যেন বলে যে এদের চরিত্র অত্যন্ত ভালো, এরা অল্প বয়সেও নিয়মিত আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং সেই সাথে দেশের ও নিজ এলাকারও সেবা করে। আহমদী ছাত্রদের দেখে অন্যরা যেন বলে যে এ ধরনের ছাত্রদের জন্যই আমাদের দেশ দিনে দিনে উন্নতি সাধন করছে।

১৩. যখন কোন আহমদী ছাত্র এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষা অর্জন করে যে সে অন্যদের উপকার করবে (যেমন দেশের সেবা, সমাজের সেবা) এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগিতে নিয়োজিত হয় তখন আল্লাহ্ তার শিক্ষার বিষয়গুলোকে তার জন্য সহজ করে দিবেন।

১৪. আহমদী ছাত্রদের প্রতিদিন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) প্রণিত বই-পুস্তক পড়া উচিৎ। সেই সাথে সাধারণ জ্ঞানের বই, সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনও পড়া দরকার। তাদের আরো পড়া প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের বই, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা যেমন, সাইন্টিফিক আমেরিকান, নিউ সাইয়েন্টিস্ট এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক।

১৫. আহমদী ছাত্রদের তাদের সিলেবাসের বাইরের বই পত্রও পড়া দরকার।

১৬. আহমদী ছাত্রদের কোন রকম ইতস্তত না করে তাদের নিজ ক্লাসের বন্ধুদের তবলীগ করা উচিৎ। তাদের উচিৎ ইসলামের সৌন্দর্য তাদের বন্ধুদের কাছে তুলে ধরা। আহমদী ছাত্রদের ব্যবহার যদি অন্য সবার থেকে আলাদা হয় তবে অন্য ছাত্ররা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আহমদী ছেলেদের উচিৎ শুধুমাত্র ছেলেদেরকে তবলীগ করা এবং আহমদী মেয়েদের উচিৎ শুধুমাত্র মেয়েদের তবলীগ করা।

১৭. আহমদী ছাত্রদের উচিৎ সবসময় জামাতের বই পত্র তাদের ব্যাগে রাখা এবং তারা যখনই অবসর পাবে তখন তারা যেন সে সব বই বের করে পড়ে অথবা বইটি বের করে বাইরে রাখে। তাদের সহপাঠীরা এসব বই দেখে অথবা তাকে পড়তে দেখে হয়ত তার কাছ থেকে বই নিয়ে পড়তে চাইতে পারে। আহমদী ছাত্রদের উচিৎ তবলীগের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা ও তবলীগের রাস্তা তৈরী করা।

১৮. আহমদী ছাত্ররা তাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে জামাতের বিভিন্ন বইপত্র দিতে পারে, যেমন, ১) ইসলামী নীতি দর্শন এবং ২) রিভিলেশন, র‍্যাশনালিটি, নলেজ এন্ড ট্রুথ, ইত্যাদি।

১৯. আহমদী ছাত্ররা তাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম ধর্মীয় সভার আয়োজন করতে পারে যেখানে জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং সে সব বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হবে। প্রতি মাসেই তাদের এ ধরনের আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা উচিৎ। এক্ষেত্রে ছোট আলোচনা সভা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে যেখানে ৪০ থেকে ৬০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করতে পারে এবং এ ধরনের সভা ছাত্র সংগঠনগুলোর সহায়তা নিয়ে করা উচিৎ। আগে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ভাবে ছোট আকারের আলোচনা সভা করার মাধ্যমে পরবর্তিতে অন্য ছাত্রদের এর প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে।

২০. ছাত্র সংগঠনগুলোর একটি ভুমিকা হচ্ছে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সভা-সেমিনারের আয়োজন করা; আন্ত-ধর্মীয় বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা যাতে অ-মুসলিম এবং অ-আহমদী ব্যক্তিদেরকে জামাতের কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

এ ধরনের কর্মকান্ড আহমদী ছাত্রদের কোরআন এবং বিজ্ঞানের উপর গবেষনা করতে আরো বেশী অনুপ্রাণিত করবে, এবং ছাত্রদের নিত্যনতুন বিষয়ের উপর বিভিন্ন গবেষনামুলক লেখনীর সুযোগ করে দেবে। এছাড়া প্রশ্ন-উত্তর পর্বের আয়োজনের সুযোগ করে দেবে এবং সেই সাথে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে আহমদী ছাত্রদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

২১. পরীক্ষা শুরু করার আগে প্রত্যেক আহমদী ছাত্রের উচিৎ পরীক্ষার কেন্দ্রে বসে হাত তুলে দোয়া করা।

২২. আহমদী ছাত্রদের মাঝে কুরআনের প্রতি গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে যেন তারা সবসময় এ বিষয়ে চিন্তা করে। তাদের কুরআনের উপর জ্ঞান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন যেন তারা কুরআনের উপর গবেষনা করবার পদ্ধতি শিখতে পারে যা তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। প্রফেসর ড. আব্দুস্ সালাম সাহেব কুরআনকে নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন এবং কোরআনের জ্ঞান আহরন করেছেন যার ফলে বিজ্ঞানের আহরিত জ্ঞানকে উনি কাজে লাগাতে পেরেছেন। আহমদী ছাত্রদেরকে প্রফেসর আব্দুস সালামের পদাঙ্ক অনুসরন করতে উদ্বুদ্ধ করুন। এক্ষেত্রে সেক্রেটারি তালীমকে সারা দেশে সক্রিয় হতে হবে এবং এ বিষয়ে লাজনা ইমাইল্লা এবং খোদ্দামুল আহমদীয়াকেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

২৩. হুযূর আকদাস (আই.)-এর ওয়াকফে নওদের সাথে ক্লাসগুলো এবং খলিফা রাবে (রাহে.) এর প্রনীত রিভিলেশন, র‍্যাশনালিটি, নলেজ এন্ড ট্রুথ বইটি (বইটি এখন উর্দুতেও পাওয়া যাচ্ছে) আহমদী শিক্ষক এবং ছাত্রদেরকে পবিত্র কুরআন এবং বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসুত্র খুজে বের করতে সাহায্য করবে। নাজারাত তালীমের এই বিষয়টিকে সমগ্র দেশে বিস্তার ঘটানোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

২৪. নাজারাত তালীম আহমদী ছাত্র এবং ওয়াকফে নও-দের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করবেন যেন তারা জামাতী পুস্তক, পত্রিকা, এমটিএ এবং আল-ইসলাম ওয়েব সাইট ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেক্রেটারী তালীম এবং অন্যান্য সহায়ক সংগঠনগুলোরও এক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহন করা প্রয়োজন।

২৫. নাজারাত তালিমের খিলাফাত জুবিলি বছরের জন্য এমনভাবে লক্ষ্য নির্ধারন করা দরকার যেন জুবিলি বছরে প্রবেশের আগেই আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় দেশের সকল আহমদী ছাত্র এবং ওয়াকফে নও হুজুরের (আই.) দেয়া সকল নির্দেশাবলী পরিপূর্ণভাবে বুঝে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে সেগুলো অনুসরন শুরু করে।

ক) হুযূরের (আই.) জলসা সালানা ২০০৭ এর শেষ দিনের বক্তব্য এবং

খ) হুযূর আকদাস (আই.) এর প্রনীত বই "কন্ডিশনস অব বয়আত এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস অব এন আহমদী"।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সারা দেশের প্রত্যেক আহমদী ছাত্র এবং ওয়াকফে নওয়ের এই নির্দেশনাবলীর একটি কপি অবশ্যই সাথে রাখা প্রয়োজন। তাদের উচিৎ এটি নিয়মিত পড়া এবং ইবাদত এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের নিজেদের জীবনে এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটানো। ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে প্রত্যেক আহমদী ছাত্র এবং ওয়াকফে নও যেন তাদের জীবনে হুযূরের দেয়া উপরোক্ত নির্দেশাবলী সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে, ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমীন।

সিরাজ আহমদ

নাযেম তা'লিম, কাদিয়ান

অনুবাদক: **মোহাম্মদ রেজাউল আলম, সাভার**

বাংলার কিংবদন্তি

জার্মানীর প্রথম মিশনারী
খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(পঞ্চম কিস্তি)

খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী, জার্মানীর প্রথম মিশনারী। জন্ম : ১৮৮১, মৃত্যু : ১লা নভেম্বর ১৯৬৯।

স্কুল পরিদর্শনের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছয় মাস নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালনের পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে বি টি বর্তমান বি এড প্রশিক্ষণে ঢাকায় প্রেরণ করেন। পূর্ববঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বি টি কলেজ ১৯০৯ সালে স্থাপিত। তিনি এই কলেজের ১৯১০-১৯১১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছিলেন।

তখন ঢাকা বি টি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন মি: বিস। তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু শিক্ষা দানে তিনি অসাধারণ জ্ঞানী এবং ছাত্র শিক্ষক সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পরে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অনারারি এম এ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। অত:পর বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক হিসেবে কাজ করেন। পরে খৃষ্ট ধর্মের প্রচারক হিসেবে চলে যান। বি টি কলেজে অধ্যয়নকালের স্মৃতি চারণে মোবারক আলী সাহেব বলেন–

ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের লেখাপড়া আমার বেশ ভাল লাগে। বিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষা বিষয়ের ইতিহাস, ইতিহাস প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদদের জীবনী অধ্যয়ন করতে আমি বেশ আগ্রহ বোধ করি। কিন্তু আমার শরীরটা বড় ভাল থাকতো না। সেজন্য বেশী পরিশ্রম করতে পারতাম না। তসদ্দুক আহমদ (তিনি পরে খান বাহাদুর এবং শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হয়ে ছিলেন) আমার সহধ্যায়ী ছিলেন এবং হোষ্টেলেও আমরা এক সাথে থাকতাম। অনেক সময় তিনি পড়তেন এবং আমি বসে শুনতাম। পরে আমরা আলোচনা করতাম। বি টি পরীক্ষার জন্য ভালভাবে তৈরী হতে পারিনি বলে আমি মি: বিসকে একদিন বললাম-স্যার! আমি পরীক্ষা দিবো না। তিনি বললেন, কেন? আমি বলি, ভালভাবে তৈরী হতে পারি নাই। কারণ স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ থাকে। তিনি বলেন, না তুমি পরীক্ষা দাও, আগে নিরাশ হচ্ছ কেন? পরীক্ষা দিলাম, মন্দ হল না। খোদার ফজলে পাশ করলাম (পাক্ষিক আহমদী ১৫-৩১ আগষ্ট, ১৯৬৫)।

প্রশিক্ষ শেষে কর্তৃপক্ষ ১৯১১ সালের জুলাই মাসে তাঁকে চট্টগ্রাম মাদ্রাসা হাইস্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলী করেন। তখন চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসার অধীনে ছিল চট্টগ্রাম সরকারি মাদ্রাসা হাইস্কুল। যা বর্তমানে সরকারি মুসলিম হাই স্কুল নামে পরিচিত। তখন মাদ্রাসার সুপারেন্টডেন্ট ছিলেন সামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন সাহেব। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্যে এম এ এবং ক্যামব্রিজের গ্র্যাজুয়েট উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল, কোলকাতা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি বৃটিশ সরকারের Central legislalive Assemblyতে Govt. Nominated member ছিলেন। স্টেট স্কলারশীপ নিয়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে Scientific study of Arabic-এর উপর গবেষণা করেছেন। তিনি নবাব আব্দুল লতিফের জামাতা ছিলেন।

মাদ্রাসা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মৌলভী অহিদুন নবী। চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলভী আহসান উল্লাহ এবং সহকারী স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী। উচ্চ শিক্ষিত ও জ্ঞানবান এ ব্যক্তিদের সাথে মোবারক আলী স্কুলে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে অল্প দিনের মধ্যে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সকলের দৃষ্টি নন্দিত হন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও ধর্মীয় অনুরাগ সকলকে মুগ্ধ করে। ছাত্রের নিকট একজন আদর্শ নীতিবান শিক্ষক হিসেবে তিনি সুপরিচিত হন।

তখন চট্টগ্রামে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব আব্দুল্লাহ্। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলভী পড়ার ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ কোলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে মোবারক আলীর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম বিশ্বাসের উপর তবলীগ করেছেন। ফলে পূর্ব থেকে তিনি জানতেন মোবারক আলী আহমদী। একদিন সামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন সাহেবকে তিনি বলেন–আপনার স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কাদিয়ানী। এ কথা শুনে সামসুল ওলামা বিস্মিত হন। বলেন কি তিনি কাদিয়ানী! কাদিয়ানীরা অমুসলমান ও কাফের। কিন্তু মোবারক আলী সাহেব তো একজন উত্তম আদর্শবান ধর্মপরায়ণ মানুষ! ভাল মুসলমান। তিনি কি করে কাদিয়ানী হন! অত:পর আহমদীয়া জামাতের সত্যতা নিয়ে মোবারক আলীর সাথে তার প্রাণবন্ত আলোচনা হতে থাকে। ফলে অল্পদিনের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা তাঁর হৃদয়পটে দানা বাঁধে। আহমদীয়াতের প্রতি তার অনুরাগ সৃষ্টি হয়।

তখন মোবারক আলী সাহেব চট্টগ্রাম চন্দনপুরা নিবাসী এমদাদ দারোগার বাসায় বসবাস করতেন। একদিন পরন্ত বিকালে চট্টগ্রাম শহরের পৌরসভার পুকুর ও গীর্জার মাঝখানের রাস্তা দিয়ে চলার পথে হঠাৎ খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তখন চৌধুরী সাহেব কর্ণফুলী নদীর পাড়ে সদরঘাটস্থ এক বাসায় সপরিবারে

বসবাস করতেন। সাথে স্ত্রীসহ দু'টি সন্তান আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী (শিবলী) ও মাহমুদা বেগম (বুড়ি) ছিলেন।

চৌধুরী সাহেব ছাত্র অবস্থায় যখন তাঁর বড় বোন রেজিয়া বিবির স্বামী উকিল হাফিজ উদ্দিন খন্দকার (যিনি খান বাহাদুর ও এম এল সি ছিলেন)-এর বাড়িতে বগুড়ায় বেড়াতে যেতেন তখন থেকেই মোবারক আলী সাহেব তাঁকে চিনতেন। পরে জলপাইগুড়িতে একবার চাকুরির ইন্টারভিউর সময় সাক্ষাৎ হয়। বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। দুজনেই সমমনা ছিলেন। সেজন্য দীর্ঘদিন পর চট্টগ্রামে আকস্মিক সাক্ষাতে উভয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। চৌধুরী সাহেব তাঁকে নিজ বাসায় নিয়ে যান। তখন মোবারক আলী সাহেব তাঁর কাছ থেকে কেমন আন্তরিকতা পেয়েছেন এর বর্ণনায় বলেন–

চৌধুরী সাহেব আমাকে ধরে বললেন, আপনাকে আমার বাসায় থাকতে হবে। আমি তখন এমদাদ দারোগা সাহেবের (খান বাহাদুর ফজলুল কাদির সাহেবের পিতা) বাসায় থাকতাম। আমার নিজের পৃথক খাবার বন্দোবস্ত ছিল। আমি বললাম, দারোগা সাহেবের বাসায় থাকি, তারা আমাকে বেশ আদর-যত্ন করেন। আমি আপনার এখানে আসলে তাদের মনে কষ্ট হবে। আবুল হাশেম সাহেব বলেন, আমি তাদেরকে বলবো। আমি বললাম খাবারের জন্য কারও উপর বোঝা হতে চাই না। তিনি বললেন–আচ্ছা আপনার জন্য পাকঘর তুলে দিবো। এরূপে এমন করে ধরলেন, আমি আর না করতে পারলাম না। পরে তিনি দারোগা সাহেবকে বলে রাজি করালেন এবং আমার রান্না ও চাকরের থাকার জন্য মুলি বাঁশের দুই কামরা বিশিষ্ট ছোট একখানা ঘর তুলে দিলেন। আমি হাশেম সাহেবের এখানে বেশ সুখেই ছিলাম (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫)।

দুই বন্ধুর একই বাসায় বসবাসের সুযোগে মোবারক আলী সাহেব চৌধুরী সাহেবকে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার বিষয়ে তবলীগ করতে থাকেন এবং তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। ফলে ঐশীবাণীর সত্যতা তাঁর হৃদয়ঙ্গম হতে থাকে। তাঁর পবিত্র মনে সত্যতা দানা বাঁধে। এ অবস্থার বর্ণনায় মৌলভী মোবারক আলী সাহেব বলেন–

আহমদীয়া মতবাদের বিষয়ে চৌধুরী সাহেব বরাবরই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমি তাঁর পিছনে নামায পড়তাম না। কিন্তু তিনি আমার পিছনে নামায পড়তেন। তাঁর পীর পাটনা বা গয়া থেকে তারবার্তায় তাঁর নিকট যত টাকা চাইতেন তিনি তা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিতেন। তাই আমি সময়ে সময়ে ঠাট্টা করে বলতাম ভাই যদি মানুষকেই পূজা করতে হয় তবে আপনার এ মেয়েটিকে পূজা করুন। তাঁর মেয়ে মাহমুদার বয়স তখন ৩/৪ বছর। বেশ সুন্দরী মেয়ে। একেতো সুন্দরী এবং কোন পাপ তাকে স্পর্শ করেনি। প্রায় দুই বছর এভাবে চলে গেল। একদিন আমি আবুল হাশেম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার পীর সাহেবকে তো অনেক খেদমত করলেন, আপনার রূহানী ফায়দা কি হল? তিনি বললেন, পীর সাহেব বলেছেন, আর এক বছর পর জানতে পারবো (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)। তখন মোবারক আলী সাহেব ব্যতীত চট্টগ্রাম শহরে অপর কোন আহমদী ছিলেন না।

মোবারক আলী সাহেব স্কুলের জাগতিক শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকলেও তাঁর মন পরে থাকতো কাদিয়ানের পুণ্যভূমিতে। তাই তিনি ১৯১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯১৫ সালের মার্চ পর্যন্ত তিন মাস বেতনসহ ছুটি এবং এক বছর বিনা বেতনের ছুটি নিয়ে কাদিয়ান চলে যান। জামা'তের বিভিন্ন মুখী খেদমতে কাজ করেন। ছুটি শেষে এপ্রিল ১৯১৫ সালে অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে প্রধান শিক্ষক হিসেবে স্থায়ী হন এবং ১৯২০ সাল পর্যন্ত নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

স্কুলের কর্ণধারের দায়িত্ব পালনে তিনি নিরলস কাজ করেছেন। যেন সোনার কাঠির ছোয়ায় সোনার মানুষ গড়ে উঠে। স্কুলটি একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। তখন ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহস্পর্শ শিক্ষা, অভিভাবকদের সাথে তাঁর বন্ধুসুলভ আচরণ এবং সহকর্মীদের প্রতি তাঁর সহৃতা প্রশংসিত হয়। জাগতিক শিক্ষা দানের সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় তিনি আদর্শবান ছিলেন। তাই ছাত্ররা এ শিক্ষক গুরুকে অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। সকলের ভালোবাসার পাত্র ছিলেন তিনি। সেজন্য অস্থায়ী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় তাঁর এক সহকর্মী বন্ধু তাঁকে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক করার জন্য কর্তৃপক্ষ সামসুল ওলামা কামালউদ্দিন সাহেবের নিকট সুপারিশ করেন। কামালউদ্দিন সাহেবেরও মোবারক আলী সাহেবের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা ছিল। তাই তিনি উত্তরে বলেন-আপনি মোবারক আলী সাহেব সম্বন্ধে সুপারিশ করতে এসেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার এত উচ্চ ধারণা এবং তাঁকে আমি এত বিশ্বাস করি যে, যদি এখানে হঠাৎ এক লক্ষ টাকা পাই এবং এটা এখানে রেখে অন্যত্র যাবার দরকার হয়, তবে এই চট্টগ্রামে আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও বিশ্বাস করি না। এ টাকা আমি তাঁর নিকট আমানত রেখে নি:দ্বিধায় চলে যেতে পারবো। (পাক্ষিক আহমদী, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)।

১৯১৭ কিংবা ১৯১৮ সালে সামসুল ওলামা কামালউদ্দিন সাহেব স্টেট স্কলারশীপ নিয়ে ক্যামব্রিজে অধ্যয়নে যাবার সময় তাঁকে এক বিদায় অভিভাষণ জানানো হয়। এ মহতী অনুষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষক ছাড়াও চট্টগ্রাম শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। সামসুল ওলামা সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন–

আমি দুই বছরের জন্য আপনাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এখন মহাযুদ্ধ চলছে। জীবন মরণ খোদার হাতে। বেঁচে থাকলেও এখানে আসবো কি না তাও বলতে পারি না। কাজেই আপনাদের সম্বন্ধে আমার মনের কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কারণ রোগ না জানতে পারলে চিকিৎসা করা যায় না এবং আমি চলে যাচ্ছি বিধায় মন খুলে কথা বলতেও আমার ইতস্ত:তা নেই। আমি এ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম এবং ১০/১২ বছরের কম হবে না মাদ্রাসার সুপারিন্টেডেন্ট-এর কাজও করলাম। এ মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে খাঁটিভাবে চিনবার আমি যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। আপনাদের মাঝে প্রকৃত ঈমান, মনুষ্যত্ব আন্তরিকতা, এসব কিছুই নেই। আছে শুধু বাহ্যাড়ম্বর ও বক্তৃতায় থিয়েটারী ভাব। আপনারা টুপিওয়ালা হন বা পাগড়ীওয়ালা হন, শিক্ষক হন বা ছাত্র হন, বৃদ্ধ হন বা যুবক হন বা বালক হন, কারও মধ্যে আমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাই নি। কেবল দেখানো ভাবটা খুব বেশি। এ সব সংশোধন না হলে আপনাদের তথা ইসলামের উন্নতি কি করে হতে পারে? এ কথাগুলি যখন তিনি বলছিলেন তখন তাঁর গন্ড বহে অশ্রু প্রবাহিত হতেছিল। তখন তিনি বলেন- এখানে আমি কেবলমাত্র একজন মানুষ পেয়েছি, যার মধ্যে প্রকৃত ইসলাম ও মনুষ্যত্ব আছে: তিনি হলেন এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোবারক আলী সাহেব (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ জুলাই, ১৯৬৫)। মোবারক আলী সাহেব সম্বন্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষে এত উচ্চ মূল্যায়ণ তাঁর জীবনকে অনেক ধন্য করেছে।

১৯২০ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মিশনারী হিসেবে বিদেশ যাবার জন্য তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষের নিকট দুই বছরের ছুটির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের ছুটি মঞ্জুর করেন। তখন স্কুল থেকে তাঁকে এক প্রাণবন্ত বিদায় অভিনন্দন জানানো হয়। ছাত্র শিক্ষক সকলে তাঁর অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে তাঁর সার্থক জীবনের জয়গান গাই। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের শ্রদ্ধাভাজন প্রধান শিক্ষককে বিদায় জানান। তিনিও আবেগাপ্লুত হয়ে বক্তব্য রাখেন এবং সকলের জন্য দোয়া করেন।

(চলবে)

কক্সবাজারে বাংলাদেশ এম,টি,এ টিম

এমটিএ বাংলাদেশ বিভিন্ন অনুষ্ঠান রেকর্ডিং ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ধারনের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে কয়েক দিন পূর্বে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও এমটিএ-এর ইনচার্জ সাহেবের অনুমোদনক্রমে আমরা সবাই গিয়েছিলাম কক্সবাজারে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় আমরা বকশিবাজার থেকে কমলাপুর রেলষ্টেশনেই উদ্দেশ্যে রওনা হই। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমলাপুর রেলষ্টেশনে সবার রিপোর্টিং ছিল রাত ১০টায়। আমরা রাত ১০ টার মধ্যেই সবাই ষ্টেশনে পৌঁছে যাই। দোয়ার মাধ্যমে ট্রেনে প্রবেশ করে যার যার আসন গ্রহণ করি। সারা রাত ট্রেনে হয়তো কেউ ঘুমিয়ে আবার কেউ না ঘুমিয়ে বা গল্প করে পার করে দেই।

আমাদের এই সফরের সবকিছুই যেন ছিল পরিকল্পনা মাফিক। সফরের বিভিন্ন কাজ একেক জনের উপর ভাগ করা ছিল। যোগাযোগ ও খাদ্যের দায়িত্বে ছিল হানিফ, অর্থ বিষয়ে দায়িত্বে ছিল নাসির জুনিয়র। প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিল মোহাম্মদ নাদিম আর সবকিছুর তদারকির দায়িত্ব ছিল নাছের আহমদ-এর উপর। সফরেও যেন নামাযের প্রতি অবহেলা না হয় তাই আমরা কেন্দ্রের অনুমোদনক্রমে একজন মওলানাকে সাথে নিয়ে যাই।

ট্রেন যথাসময়ে ছাড়লো। ট্রেন তার নিজস্ব গতিতে চলছে। রাতের খাবার ট্রেনেই শেরে নিলাম। আমরা ৯ তারিখ সকাল ৮টায় পৌঁছে গেলাম চট্রগ্রামে। সেখানে আমাদের জন্য পূর্বে ঠিক করা মাইক্রোবাস দু'টি অপেক্ষায় ছিল। আমরা প্লাট ফরমের বাহিরে এসে আমীরে কাফেলার নির্দেশনা অনুযায়ী দু'টিম দুই ক্যামেরাসহ গাড়িতে উঠলাম। মাইক্রোবাস শহর-বন্দর পেড়িয়ে ছুটছে তার গন্তব্যের দিকে। পথে বিভিন্ন স্থানে কিছুক্ষণ করে যাত্রা বিরতি দিয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছে সমানতালে।

নদী-নালা, খাল-বিল পেড়িয়ে আমরা কক্সবাজারে পৌঁছে গেলাম দুপুর ১২টার দিকে। পূর্বেই ঠিক করা কক্সবাজার পোষ্টাল গেষ্ট হাউজে আমরা উঠলাম। সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নামাযের জন্য একটি রুমে একত্রিত হলাম। সেখানে মওলানা জাফর আহমদ সাহেব জুমুআর নামায পড়ালেন। দু'দিন কক্সবাজারের বিভিন্ন লোকেশনে দৃশ্য ধারন করলাম। তৃতীয় দিন আমরা ভোরে রওনা হলাম হিমছড়ি ও ইনানী বিচ-এর উদ্দেশ্যে। হিমছড়ির উপরে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরীর লক্ষ্যে সেখানকার বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করা হয়। এরপর যাত্রা করি ইনানি বিচের উদ্দেশ্যে। সেখানে দুপুরের খাবার শেরে জোহর ও আসর নামায বাজামা'ত আদায় করি। এরপর যার যে দায়িত্ব সে অনুযায়ী কেউ ক্যামেরায় দৃশ্য ধারণ করছেন কেউবা দিক নির্দেশনার কাজে ব্যস্ত হয়েগেলেন। কাজের এক ফাকে নিজেদের বিনোদানের জন্য সবাই মিলে বিচে ফুটবল খেলি। সন্ধ্যার দিকে বিচ থেকে ফিরে এসে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে এবং রাতের খাবার শেরে সবাই বিশ্রামে যাই।

আমরা যখন কক্সবাজার পৌঁছলাম তখন আবহাওয়া ভীষণ খারাপ ছিল কিন্তু মহান খোদার অশেষ কৃপায় বৈরী আবহাওয়া স্বাভাবিক রূপ নেয়। আমাদের এবারের সফরে যেসব প্রগ্রাম ধারণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-হিমছড়ি, ইনানি বিচ, শুটকি পল্লি, পর্যটন শিল্প, বার্মিজ মার্কেট এছাড়াও পর্যাপ্ত ভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে।

১৩ তারিখ সকালে আমরা চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই আর বিকালের দিকে চট্রগ্রামে পৌঁছে যাই। এর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আমরা পতেঙ্গা সী বিচও দেখতে যাই। এরপর সেখান থেকে আমরা চকজাজারে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদে গিয়ে মাগরিব ও এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করি। এবার ঢাকায় আসার পালা। পূর্বেই জাহাঙ্গীর বাবুল সাহেব অগ্রিম টিকেট করে দিয়েছিলেন। তাই রাতের খাবার শেরে ঢাকার উদ্দেশ্যে চট্রগ্রাম রেল ষ্টেশনে পৌঁছাই। যথা সময়ে ট্রেন ছাড়লো আর আমরা ১৪ তারিখ সকালে নিরাপদে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে যাই, আলহামদুলিল্লাহ্।

এমটিএ বাংলাদেশ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার দপ্তরে একজন খাদেম নিয়োগের জন্য আহমদী প্রার্থীদের নিকট থেকে স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যুনতম এস, এস, সি পাশ। স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্ট এর সুপারিশসহ আমীর, ঢাকা জামাত বরাবর লিখিত আবেদনপত্র আগামী ৩০/১০/১১ তারিখের মধ্যে ঢাকা জামা'তের দপ্তরে পৌঁছতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

সং বা দ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৩ অক্টোবর ২০১১ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব হতে রাত ৮-৩০ মি. পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবর রহমান লস্কর-এর সভাপতিত্বে ও যয়ীম জনাব খলিলুর রহমান লস্করের উপস্থিতিতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রহিম আহমদ হাজারী। এরপর সভাপতি দোয়া পরিচালনা করেন। তারপর উর্দু নযম পাঠ করেন এস, এম, নঈম উল্লাহ্। বক্তৃতা পর্বে জনাব খলিলুর রহমান হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করেন। তারপর জনাব এস, এম, হাবীবউল্লাহ্ হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর অতুলনীয় ধৈর্যশীলতা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন জনাব সুলেমান লস্কর। তারপরে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর খোদাপ্রেম বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মৌ এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে সর্বমোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ দুলাল মিয়া

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুরের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুরের উদ্যোগে গত ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ১৫ তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। ২৯ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান মিরপুর মসজিদে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের পর কুইজ ও পয়গামে রেসানী প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। খোদ্দাম ও বড় আতফাল মিলে ৮ জনের ৫টি দল এতে অংশগ্রহণ করেন। খেলাধুলার মধ্যে ছিল খোদ্দাম ও বড় আতফালের মিনি ম্যারাথন, ডার্টবোর্ড ও বাস্কেট বল এবং ছোট আতফালের দৌড়, মোরগ লড়াই এবং ইন-আউট ।

সকাল ৮.৩০ মিনিটে ইজতেমার তালিমী প্রতিযোগীতা কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগীতা খোদ্দাম, বড় আতফাল ও ছোট আতফাল এ তিন বিভাগে আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীতাসমূহে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা সোলায়মান সুমন, এ্যাডভোকেট আব্দুস সামাদ, প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, জনাব ফজলুর রহমান এবং জনাব ডাঃ সিরাজুল ইসলাম। বিকেল ৫.০০টায় সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা সমাপ্ত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর মজলিসের প্রতিনিধি নায়েব সদর ১ জনাব আবু জাকির, স্থানীয় জামাতের আমীর-এর প্রতিনিধি জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান এবং স্থানীয় কায়েদ জনাব রফিকুল ইসলাম জুয়েল। উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন ৫০জন খোদ্দাম, ৮ জন বড় আতফাল ও ১৩ জন ছোট আতফাল।

রফিকুল ইসলাম জুয়েল

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তারুয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৪/১৫ সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ তারুয়ার উদ্যোগে বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা ২০১১ মসজিদে বাসারতে অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৪টায় স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মুনিরা বেগম এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন সাফিয়া বেগম, নযম পাঠ করেন স্বপ্নাহার বেগম, উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন নুসরাত জাহান। দোয়া পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার ৫টায় সমাপনী অধিবেশনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে। উক্ত ইজতেমায় মোট ১১০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোছা : উম্মে হানী সেতু

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ রোজ রবিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে অত্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে "ঈদ পূর্ণমিলনী" অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন করা হয়। লাজনা নাসেরাতগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাকসুদা ফারুক।

প্রথমে আরজিনা আক্তার রিতুর পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উর্দু ও বাংলা নযম পরিবেশন করেন যথাক্রমে খাদিজা মনোয়ার ও নাসিরা আক্তার জেনী। ঈদের তাৎপর্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট শামীমা আক্তার লিলি।

বিনোদনমূলক পর্বে নযম পরিবেশন, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক পরিবেশন, কাসিদা পাঠ ইত্যাদি রকমারী বিষয়ের পরিবেশনে লাজনা নাসেরতাগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত ও উৎসব মুখর করে তোলে। সভাপতির ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে ১৩৫ জন লাজনা ও নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

নাসিমা আসাদ

বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের খেদমতে খালক বিভাগের উদ্যোগে নীলফামারী জেলার অন্তর্গত চড়াইখোলা মজলিসের চৌধুরী পাড়ায় এক বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করার আয়োজন করা হয়। এতে আমাদের জামাতের প্রচারণার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। শুধুমাত্র মানব সেবার উদ্দেশ্যে আয়োজিত উক্ত প্রোগ্রাম এলাকার মানুষকে দারুন ভাবে আকৃষ্ট করে। এতে সর্বমোট ১৬০ জন রোগীকে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় পথ্য সেবা প্রদান করা হয়। আমাদের এ ধরনের নি:স্বার্থ আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারসহ এলাকার বেশ কিছু সুশীল মানুষ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

মুহাম্মদ সাঈদুর রহমান

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তেজগাঁও-এ বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, তেজগাঁও এর উদ্দ্যোগে গত ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর দু'দিন ব্যাপি স্থানীয় মসজিদে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত ইজতেমা কুরআন তেলওয়াত, নযম ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু

হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন-কায়েদ তেজগাঁও। এরপর যথারীতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীতা শুরু হয়। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ জুমুআ ইজতেমার সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরনী শুরু হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন মোহতরম মোয়াবিন সদর-৩। এতে তেজগাঁও মজলিসের বাৎষরিক কার্যক্রম তুলে ধরেন সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম, কায়েদ, তেজগাঁও। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহতরম আলহাজ্জ মোহাম্মদ কাওসার আলম, জেনারেল সেক্রেটারী, তেজগাঁও। সমাপনী বক্তব্য রাখেন- সভাপতি মোয়াবিন সদর-৩। এরপর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় প্রেসীডেন্ট ও অন্যান্যরা। দোয়ার মাধ্যমে বার্ষিক ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

সৈয়দ মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম

কড়িতলায় নওমুবাঈন তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ৪ ও ৫ আগষ্ট ২০১১ নিউসোনাতলা জামা'তের কড়িতলা হালকায় নওমুবাঈনদের একটি তরবিয়তী ক্লাস সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ক্লাসে ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। ক্লাসে অর্থসহ নামায, মৌলিক ধর্মীয় জ্ঞান ও মৌলিক তরবিয়তী বিষয়াদি, সাংগঠনিক বিষয়াদি, জামা'তের পরিচিতি, মালী কুরবানী বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মৌ. সেলিম আহমদ। জেলা কায়েদ মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ক্লাসের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ আবু রায়হান

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মিরপুরে তালিম তরবিয়তী ক্লাস

গত ১২ আগষ্ট ২০১১ তারিখ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মিরপুরের উদ্যোগে ৮ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাসের উদ্বোধনী অধিবেশনে বি. আকরাম খান চৌধুরী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুর উপস্থিত ছিলেন। তিনি তালিম তরবিয়তী ক্লাসের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক কথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব আবু জাকির আহমদ উপস্থিত ছিলেন। এতায়েতে নেযাম, মজলিসের আদব কায়দা, এমটিএ, আহমদীয়াতের কল্যাণ, সময় ও মালী কুরবানীর ফজিলত, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের উপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় একটি করে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়, যেমন-কুরআন, হাদীস, অর্থসহ নামায শিক্ষা, সিলসিলার কিতাব। ১৮ আগষ্ট উপরোক্ত বিষয় সমূহের উপর তালিম প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। সমাপনী অধিবেশনে প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি করা হয়।

রফিকুল ইসলাম জুয়েল

মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ঘাটুরার উদ্যোগে আমীন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ৫ সেপ্টেম্বর রোজ শনিবার বাদ মাগরিব আমাদের এক তিফল জনাব ফরিদ আহমদের (ওয়াকফে নও) আমীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদের এই তিফিলের পৈত্রিক নিবাসে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রিজিওনাল কায়েদ জনাব এস. এম. ইব্রাহীম। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঘাটুরা জামা'তের সেক্রেটারী তালিম ও তরবিয়ত। বেশ কয়েকজন আমেলার সদস্য ও আনসার বুযুর্গান। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর আতফালুল আহমদীয়ার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ১ম আমীন (কুরআন খতম) অনুষ্ঠানে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখিত মাহমুদ কি আমীন/আওলাদকে হাক্বমে দোয়া নযমটি পরিবেশ করেন স্থানীয় কায়েদ এবং নযমটি বাংলা অনুবাদ করেন জনাব এস. এম শহীদুল্লাহ্। এরপর তিফল ফরিদ আহমদ কুরআন করীমের একটি রুকু তেলাওয়াত করে শুনান।

এস. এম. জসিম

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন ইন্টারনেটেঃ
http://www.mta.tv
অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মুল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী, ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

পাক্ষিক আহমদী আমার আপনার সবার প্রাণের পত্রিকা।
তাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করুন।
গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন। এর মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

সৌজন্যে :
ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা
গাজী গুণে মানে সেরা পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 74 | 7th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15 October, 2011 Tk. 15.00
Regd. No. D. A.-12

সেই
১৯৮৮
সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

তৃতীয় শাখা এখন **গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে**

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুলশান
(পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে)।
রোড-১০৩, গুলশান-২
মোবাইল: ০১৯১৩৯৪১৩৯২

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com